কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

قَوَاعِدُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

اَلصَّفُّ الثَّامِنُ لِلدَّاخِلِ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

قرر مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش تدريس هذا الكتاب للصف الثامن من الداخل من عام ٢٠١٤م
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

قَوَاعِدُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

لِلصَّفِّ الثَّامِنِ مِنَ الدَّاخِلِ

কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

مَجْلِسُ التَّعْلِيْمِ لِمَدَارِسِ بَنْغَلَادِيْش ، دَاكَا
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মোঃ মাহফুজুর রহমান

ড. মুহাম্মদ নূরুল্লাহ

মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান

হোছাইন আহমদ ভূঁইয়া

মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট ২০১৮
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফলন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন ও হাদিসের মর্ম অনুধাবন করার জন্য আরবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আর এ ভাষা আয়ত্ত করার জন্য তার কাওয়াইদ (ব্যাকরণ) জানা আবশ্যক। এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে 'কাওয়াইদুল লুগাতিল **আরাবিয়্যাহ' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটিতে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির** বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

অক্টোবর ২০২৪

অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহ্ আলমগীর
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْوَحْدَةُ الْأُوْلٰى

عِلْمُ الصَّرْفِ

اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ

عِلْمُ الصَّرْفِ : تَعْرِيْفُهُ وَمَجَالُهُ

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর পরিচয় ও ক্ষেত্র

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর পরিচয় :

صَرْفٌ শব্দটি ص-ر-ف মূল থেকে গৃহীত। শব্দটির আভিধানিক অর্থ اَلتَّحْوِيْلُ (পরিবর্তন করা), ও اَلتَّغْيِيْرُ (এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে স্থানান্তরিত করা)।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হল-

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنِ الْمُفْرَدَاتِ مِنْ حَيْثُ صُوَرِهَا وَهَيْئَاتِهَا، أَوْ مِنْ حَيْثُ مَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ صِحَّةٍ، أَوْ إِعْلَالٍ، أَوْ إِبْدَالٍ .

অর্থাৎ এমন শাস্ত্র যাতে আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে একক শব্দাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, অথবা একক শব্দাবলির ক্ষেত্রে সহীহ হওয়া, তা'লীল হওয়া বা বদল (পরিবর্তন) হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর ক্ষেত্র : সরফ শাস্ত্রের আওতাধীন ক্ষেত্র মোট দুটি। যথা–

১। اَلْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ (রূপান্তরশীল ফে'লসমূহ)। অর্থাৎ, যেসব ফে'ল সকল সীগায় রূপান্তরিত হয়।

২। اَلْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ (ইরাব গ্রহণকারী ইসিমসমূহ)। অর্থাৎ, যেসব ইসম সকল প্রকার ইরাব গ্রহণ করে।

এগুলো ছাড়া যত প্রকারের শব্দ আছে তা صَرْف-এর আলোচনার আওতায় আসে না। আর সেগুলো হল–

ক. হরফসমূহ। যথা– فِي -مِنْ ও إِنَّ ইত্যাদি।

খ. ইসমে মাবনীসমূহ, যথা– إِذَا -أَيْنَ ও حَيْثُ ইত্যাদি।

গ. ضَمِيْر সমূহ, যথা- أَنَا - أَنْتَ - نَحْنُ ইত্যাদি।

ঘ. ইসমে ইশারাসমূহ, যথা– ذٰلِكَ - هٰذِهِ - هٰذَا ইত্যাদি।

ঙ. ইসমে মাওসুলসমূহ, যথা- اَلَّذِيْنَ - اَلَّتِي - اَلَّذِيْ ইত্যাদি।

চ. ইসমে শর্তসমূহ, যথা- مَهْمَا- مَا - مَنْ ইত্যাদি।

ছ. أَسْمَاءُ الْمُشَبَّه لِلْحَرْفِ যথা- كَمْ -إِذْ ইত্যাদি।

জ. اَلْأَفْعَالُ الْجَامِدَةُ যথা– نِعْمَ- بِئْسَ - عَسٰى ইত্যাদি।

اَلْمِيْزَانُ الصَّرْفِيُّ
মীযানুস সরফ

মীযানুস সরফ পরিচিতি :

مِقْيَاسٌ جَاءَ بِهِ عُلَمَاءُ الصَّرْفِ لِمَعْرِفَةِ أَحْوَالِ أَبْنِيَةِ الْكَلِمَةِ

অর্থাৎ, মীযান সরফ হল ঐ মাপযন্ত্র, যা كَلِمَة-এর ওজনসমূহের অবস্থা জানার জন্য সরফ বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন।

আরবি ভাষায় অধিকাংশ শব্দ তিন হরফবিশিষ্ট। তাই সরফ বিশেষজ্ঞগণ তিনটি মূল হরফের মাধ্যমে সরফের মীযান গঠন করেছেন। আর সেই মূল হরফগুলো হল ف - ع - ل এবং তারা সেটাকে শব্দের বিপরীতে রেখেছেন। উদ্দেশ্য হল তার ওজন। সুতরাং فاء হল প্রথম হরফের মোকাবেলায় আর عين হল দ্বিতীয় হরফের মোকাবেলায় আর لام হল তৃতীয় হরফের মোকাবেলায়। যেন ওজনের রূপটা হরকত ও সাকিনের দিক থেকে ওজনকৃত শব্দের আকৃতির যথার্থ ওজনের হয়।

সরফ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন কারণে فَعَلَ শব্দটিকে সরফী ওজনের জন্য নির্বাচিত করেছেন । যেমন-

১। فعل শব্দটি তিন হরফবিশিষ্ট এবং আরবি ভাষার শব্দসমূহের অধিকাংশ তিনটি মূল হরফবিশিষ্ট। তিনের অধিক হরফ বিশিষ্ট শব্দ সংখ্যা কম।

২। فعل শব্দটি ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন। কেননা প্রত্যেক ক্রিয়াই فعل-এর অর্থ বহন করে। তাই أَكَلَ ؛ جَلَسَ ؛ قَامَ ؛ نَامَ ؛ قَتَلَ ؛ ضَرَبَ ؛ وَقَفَ ؛ مَشٰى ইত্যাদি ক্রিয়া কোনো কিছু করা বা ঘটনার অর্থ প্রদান করে।

৩। فعل এর হরফগুলো সহীহ (বিশুদ্ধ)। এতে الف ; واو ও ياء-এর মতো হরফে ইল্লাত, যা বিলুপ্ত হতে পারে এমন কোনো হরফ নেই। হরফে ইল্লাত সম্বলিত ক্রিয়াসমূহ (أَفْعَالٌ مُعْتَلَّة) পরিবর্তন, স্থানান্তর বা বিলুপ্তির মাধ্যমে পরিবর্তন হয়।

মীযানুস সরফের উপকারিতা :

মীযানুস সরফ শব্দসমূহের ধরণ বর্ণনা করে, শব্দটি অতিরিক্ত হরফ মুক্ত হলে কিংবা অতিরিক্ত হরফ সম্বলিত হলে অথবা تامة বা ناقصة হলে তাও বর্ণনা করে।

মীযানুস সরফ শব্দের হরকত, সুকুন, তার মূল হরফ, অতিরিক্ত হরফ, তার কোনো হরফ আগে হওয়া বা পরে হওয়া, হরফসমূহের যা উল্লেখ করা হল এবং যা বিলুপ্ত করা হল তা এবং শব্দের সহীহ ও তা'লীল হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করে।

تَدْرِيْبَاتٌ

(أ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। عِلْمُ الصَّرْفِ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লেখ।

২। كَلِمَة-এর ঐসব প্রকার উল্লেখ কর, যা صَرْف-এর আলোচনার আওতায় প্রবেশ করে না।

৩। اَلْمِيْزَانُ الصَّرْفِي দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর।

৪। اَلْمِيْزَانُ الصَّرْفِي-এর জন্য فَعَلَ কে নির্বাচন করা হল কেন? তার দুটি কারণ উল্লেখ কর।

(ب) নিচের বাক্যগুলো পড়। অতঃপর তা থেকে ঐসব শব্দ বের কর, যেগুলো صرف-এর আওতায় প্রবেশ করে এবং যেগুলো প্রবেশ করে না–

وَكَانَ الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ فِيْ أَوَّلِ أَمْرِهِ مِنَ اللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ مِنَ الْجَرِيْدِ، ثُمَّ اتَّسَعَ ودَخَلَتْهُ يَدُ الإِصْلَاحِ مَرَّاتٍ. كَانَ مِنْ أَهَمِّهَا تَوْسِعَتُهُ فِي الْعَهْدِ السَّعُوْدِي، وَالآنَ حَدَثَ أَعْظَمُ تَوْسِعَةٍ مُنْذُ إِنْشَائِه.

(ج) বাড়ির কাজ :

তুমি তোমার মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ের একটি অনুচ্ছেদ পড়ো এবং তা থেকে اسم ও فعل সমূহকে বের কর।

اَلدَّرْسُ الثَّانِـيْ

اَلْكَلِمَةُ وَ أَقْسَامُهَا

কালেমা ও তার প্রকার

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(أ)

إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ	নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।
اَلْكَعْبَةُ بَيْتُ اللهِ	কাবা আল্লাহর ঘর।
بِلَالٌ (ﷺ) أَوَّلُ مُؤَذِّنٍ فِي الْإِسْلَامِ	ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বেলাল ﷺ।

(ب)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ	মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে।
إِيَّاكَ نَعْبُدُ	আমরা তোমারই ইবাদাত করি।
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ	বলুন! তিনি আল্লাহ একক।

(ج)

خَتَمَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ	আল্লাহ তাদের অন্তকরণে মোহর মেরেছেন।
دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فِي الْغُرْفَةِ	ফাতিমা কক্ষে প্রবেশ করেছে।
ذَهَبَ اللهُ بِنُوْرِهِمْ	আল্লাহ তাদের আলো উঠিয়ে নিলেন।

উপরের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, (أ) ، (ب) ও (ج) অংশের নিম্নরেখাবিশিষ্ট كَلِمَة গুলোর প্রত্যেকটি শব্দেরই নির্দিষ্ট একটি অর্থ রয়েছে। এরূপ অর্থবোধক শব্দকে كَلِمَة বলে।

(أ) অংশের শব্দগুলো (اَللهُ ; اَلْكَعْبَةُ ও بِلَالٌ) কোনো কালের সাথে সম্পর্ক ছাড়াই নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করেছে। (ب) অংশের শব্দগুলো (قَدْ أَفْلَحَ ; نَعْبُدُ ও قُلْ) কালের সংযোগে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করেছে। আর (ج) অংশের শব্দগুলো (عَلٰى ; فِي ও بِ)-এর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে; কিন্তু তা অন্য শব্দের সাথে মিলিত হওয়া ব্যতীত নিজ অর্থ প্রকাশে সম্ভব নয়।

সুতরাং (أ) অংশের শব্দগুলোকে اِسْم ; (ب) অংশের শব্দগুলোকে فِعْل এবং (ج) অংশের শব্দগুলোকে حَرْف বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

كَلِمَةٌ-এর পরিচয় : كَلِمَةٌ শব্দের অর্থ- শব্দ, বক্তব্য, কথা ইত্যাদি। নাহুশাস্ত্রের পরিভাষায় كَلِمَة বলা হয়-

اَلْكَلِمَةُ اَللَّفْظَةُ الدَّالَّةُ عَلٰى مَعْنًى مُفْرَدٍ بِالْوَضْعِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَرْفًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ.

অর্থাৎ গঠনগতভাবে একক অর্থবোধক শব্দকে كَلِمَة বলে। চাই তা এক অক্ষরবিশিষ্ট হোক বা একাধিক অক্ষরবিশিষ্ট হোক।

যেমন আল্লাহর বাণী- خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ [আল্লাহ তাদের অন্তকরণে মোহর মেরেছেন।]

এ আয়াতের প্রতিটি শব্দই এক একটি كَلِمَةٌ বা শব্দ। কেননা প্রত্যেকটি শব্দেরই নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে।

خَتَمَ [তিনি মোহর মেরেছেন] শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ এবং অতীতকালের সাথে সম্পর্ক আছে।

اللّٰهُ [আল্লাহ] শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ আছে কিন্তু কোনো কালের সাথে সম্পর্ক নেই।

عَلٰى [উপর] শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ আছে কিন্তু নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না। আর কালের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

قُلُوْبِهِمْ [তাদের অন্তর] দুটি كَلِمَةٌ -এর সমন্বয়ে গঠিত। একে مُرَكَّبٌ বা যৌগিক শব্দ বলে।

كَلِمَةٌ-এর গঠন বিভিন্নভাবে হতে পারে-

كَلِمَةٌ একটি মাত্র অক্ষরের হতে পারে। যেমন- لِ অর্থ- 'জন্য', أَ অর্থ- 'কি?' ইত্যাদি।

كَلِمَةٌ দুটি অক্ষরেরও হতে পারে। যেমন- هَلْ অর্থ- কি, بَلْ অর্থ- বরং ইত্যাদি।

كَلِمَةٌ তিন ও ততোধিক অক্ষরেরও হতে পারে। যেমন- قَلَمٌ অর্থ- 'কলম', كَتَبَ অর্থ- সে লিখল, أَكْرَمَ অর্থ- তিনি সম্মান করলেন ইত্যাদি।

كَلِمَةٌ-এর প্রকার :

كَلِمَةٌ তিন প্রকার। যথা- ১. اِسْمٌ [বিশেষ্য]; ২. فِعْلٌ [ক্রিয়া]; ৩. حَرْفٌ [অব্যয়]

আরবিতে كَلِمَةٌ সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। كَلِمَةٌ-টি নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে সক্ষম কিংবা সক্ষম নয়। যদি সক্ষম না হয় তবে তাকে حَرْف বলে। আর যদি সক্ষম হয় তবে তা আবার দুই ধরণের হয়ে থাকে। এর অর্থের সাথে তিন কালের কোনো এক কালের সম্পর্ক আছে কিংবা কালের সম্পর্ক নেই। যদি কালের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে তবে তাকে فِعْل বলে। আর যদি সম্পর্ক না থাকে তবে তাকে اِسْم বলে।

১. اِسْمٌ -এর বর্ণনা :

পরিচয় : নাহুশাস্ত্রের পরিভাষায় اِسْمٌ হল-

اَلْاِسْمُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ ، أَعْنِي الْمَاضِيَ وَالْحَالَ وَالْاِسْتِقْبَالَ .

অর্থাৎ, যে كَلِمَةٌ অন্য কোনো كَلِمَةٌ -এর সাহায্য ছাড়াই নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে এবং তার অর্থের মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত-এ তিন কালের কোনো কাল পাওয়া যায় না, তাকে اِسْمٌ বলে। যেমন আল্লাহর বাণী- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর জন্য)। এ আয়াতে لَامْ ছাড়া প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি اِسْمٌ বা বিশেষ্য।

অন্যভাবে বলা যায় যে- اَلْاِسْمُ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ نَبَاتٍ أَوْ جَمَادٍ أَوْغَيْرِهَا

অর্থাৎ, اِسْمٌ ঐ শব্দকে বলে, যা দ্বারা মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়বস্তু ইত্যাদি বোঝায়।

অতএব, যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, সময়, সংখ্যা, কাজ, দোষ, গুণ বা অবস্থা ইত্যাদির নাম বোঝায় এবং যার অর্থ অন্য শব্দের সহযোগিতা ছাড়াই বোঝা যায়, সাথে সাথে যা দ্বারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায় না তাকে اسم বলে।

اِسْمٌ-এর আলামাতসমূহ :

১. কোনো কিছুর নাম হওয়া। যথা– بَقَرٌ – فِيْلٌ – دَاكَا – قَلَمٌ – خَالِدٌ
২. শব্দের শেষে تَنْوِيْنٌ যুক্ত হওয়া। যথা– سَلَامٌ – نَهَارٌ– لَيْلٌ
৩. শব্দের প্রথমে اَلِفْ لَامْ যুক্ত হওয়া। যথা– اَلذَّهَابُ – اَلْأَكْلُ – اَلشُّرْبُ
৪. শব্দটি تَثْنِيَة বা جَمْع হওয়া। যথা– طُلَّابٌ – طَالِبَانِ
৫. শব্দটি مُضَاف হওয়া। যথা– شَعْرُ الرَّأْسِ ، قَلَمُ زَيْدٍ ، سَقْفُ الْبَيْتِ
৬. শব্দটি مَوْصُوْف হওয়া। যথা– عَالِمٌ مَشْهُوْرٌ، مَسْجِدٌ كَبِيْرٌ
৭. শব্দের শেষে يَاءُ النِّسْبَةِ যুক্ত হওয়া। যথা– سَعُوْدِيٌّ – بَنْغَلَادِيْشِيٌّ – مَكِّيٌّ – مَدَنِيٌّ
৮. শব্দটি تَصْغِيْر এর وَزْن এ আসা অর্থাৎ فُعَيْلٌ – فُعَيْعِلٌ – فُعَيْعِيْل-এর-وَزْن এ আসা। যথা– عُصَيْفِيْرٌ = فُعَيْعِيْل ;مُسَيْجِدٌ = فُعَيْعِلٌ ؛ عُبَيْدٌ = فُعَيْلٌ
৯. শব্দের শেষে تَأْنِيْث এর গোল ة হওয়া। যথা- شَجَرَةٌ
১০. শব্দটি ضَمِيْر হওয়া। যথা– هُوَ –هُمَا – أَنْتَ – أَنْتُنَّ

২. فِعْلٌ-এর বর্ণনা :

পরিচয় : নাহুশাস্ত্রের পরিভাষায় فِعْلٌ বলতে বোঝায় -

اَلْفِعْلُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهَا دَلَالَةً مُقْتَرِنَةً بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ.

অর্থাৎ, যে كَلِمَةٌ তিন কাল তথা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের সাথে যুক্ত হয়ে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে, তাকে فِعْلٌ বলে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ [আল্লাহ তাদের আলো উঠিয়ে নিলেন।] এ আয়াতে ذَهَبَ শব্দটি فِعْلٌ বা ক্রিয়া।

فِعْلٌ-এর আলামাতসমূহ :

১. শব্দের প্রথমে س অথবা سَوْفَ যুক্ত হওয়া। যথা- سَيَعْلَمُوْنَ - سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

২. শব্দের প্রথমে قَدْ যুক্ত হওয়া। যথা- قَدْ جَاءَ - قَدْ أَفْلَحَ

৩. শব্দটি مَاضِي-مُضَارِع বা أَمْر এর صِيْغَة হওয়া। যথা- دَخَلَ - يَدْخُلُ - اُدْخُلْ

৪. শব্দের শেষে ضَمِيْر بَارِزْ এর فَاعِلْ ইত্যাদি نَا- تُنَّ- تُمْ- تُمَا- تَ- ن- أَلِفْ-وَاوْ যুক্ত হওয়া। যথা- سَمِعَا، سَمِعُوْا، سَمِعْنَ، سَمِعْتُمَا، سَمِعْتُمْ، سَمِعْتَ، سَمِعْتُنَّ، سَمِعْتِ، سَمِعْنَا

৫. শব্দের শেষে تَاءُ التَّأْنِيْثِ السَّاكِنَةِ যুক্ত হওয়া। যথা- نَصَرَتْ

৬. শব্দের শেষে يَاءُ الْمُخَاطَبَةِ যুক্ত হওয়া। যথা- اُدْخُلِيْ

৭. শব্দের প্রথমে جَزم প্রদানকারী عَامِلْ যুক্ত হওয়া। যথা- لَمْ أُسَافِرْ

৮. শব্দের প্রথমে নসব প্রদানকারী عَامِلْ যুক্ত হওয়া। যথা- لَنْ يَدْخُلَ

৩. حَرْفٌ-এর বর্ণনা :

পরিচয় : حَرْفٌ শব্দের অর্থ পার্শ্ব। এগুলো বাক্যের পার্শ্বে বসে অর্থের পূর্ণতা আনায়নে সাহায্য করে। নাহুশাস্ত্রের পরিভাষায় حَرْفٌ বলা হয়-

اَلْحَرْفُ كَلِمَةٌ لَا تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهَا بَلْ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِيْ غَيْرِهَا.

অর্থাৎ, যে كَلِمَةٌ নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না বরং অন্যের অর্থ প্রকাশ করে, তাকে حَرْفٌ বলা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَّبِّهِمْ (ওরাই তাদের প্রতিপালকের থেকে সঠিক পথপ্রাপ্ত।) এ আয়াতে مِنْ ও عَلٰى শব্দ দুটি হরফ বা অব্যয়।

حَرْفٌ-এর আলামাতসমূহ : যে শব্দের মাঝে اِسْمٌ ও فِعْلٌ এর চিহ্নসমূহ থেকে কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না সে শব্দটি হল حَرْفٌ (হরফ)।

تَدْرِيْبَاتٌ

(أ) **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১। كَلِمَةٌ কাকে বলে? কালেমা কত প্রকার ও কী কী?

২। اِسْم কাকে বলে? ব্যক্তি, বস্তু, দোষ ও গুণ সংক্রান্ত একটি করে اِسْم-এর উদাহরণ দাও।

৩। فِعْل কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। حَرْف কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(ب) **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং তা থেকে اِسْم ; فِعِل ও حَرْف আলাদাভাবে বের কর :**

عَاصِمَتُنَا دَاكَا، اِسْمُهَا الْقَدِيْمُ جَهَانْغِيْرْنَغَرْ. وَهِيَ فِي وَسْطِ الْبِلَادِ. وَهِيَ تَقَعُ عَلَى شَاطِئِ نَهْرِ "بُوْرِيْ غَنْغَا" هِيَ مَدِيْنَةٌ كَبِيْرَةٌ. مَسَاحَتُهَا وَاسِعَةٌ. يَحْتَاجُ الْاِنْتِقَالُ مِنْ أَقْصَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا وَقْتاً طَوِيْلاً.

(ج) **বাড়ির কাজ :**

তোমার আরবি বইয়ের ৩য় পৃষ্ঠার প্রথম তিন লাইন পড় এবং তা থেকে اِسْم ; فِعِل ও حَرْف আলাদাভাবে খাতায় লেখ।

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ

اَلْفِعْلُ وَأَقْسَامُهُ

ফে‘ল ও তার প্রকার

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) (আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন)।

حَضَرَ إِبْرَاهِيْمُ فِي الْمَسْجِدِ (ইবরাহীম মসজিদে উপস্থিত হয়েছে)।

يَأْكُلُ نُعْمَانُ الطَّعَامَ فِي السُّفْرَةِ (নোমান দস্তরখানে খাবার খাচ্ছে)।

تَنْجَحُ فَاطِمَةُ فِي الْاِمْتِحَانِ (ফাতেমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে)।

يَا بُنَيَّ! اِحْفَظِ الْقُرانَ (হে বৎস! কুরআন মুখস্থ কর)।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। নিম্নরেখাবিশিষ্ট أَنْزَلَ، حَضَرَ، يَأْكُلُ، تَنْجَحُ ও اِحْفَظْ-এর প্রত্যেকটি শব্দই এমন, যার অর্থের মাঝে কোনো না কোনো কাল বিদ্যমান রয়েছে। যেমন– أَنْزَلَ ও حَضَرَ শব্দদ্বয় এমন অর্থ প্রদান করে, যা অতীতে সংঘটিত হয়েছে। يَأْكُلُ শব্দ বর্তমান কালের অর্থ দিচ্ছে, কিন্তু تَنْجَحُ শব্দ ভবিষ্যৎকালের অর্থ বোঝায়। আর اِحْفَظْ শব্দ আদেশসূচক অর্থ বোঝায়। সুতরাং অতীতকালের অর্থ প্রকাশের কারণে أَنْزَلَ ও حَضَرَ শব্দদ্বয়কে فِعْلِ مَاضِي বলে। বর্তমানকালের অর্থ প্রদানের কারণে يَأْكُلُ শব্দকে حَال এবং ভবিষ্যৎকালের অর্থ প্রকাশের কারণে تَنْجَحُ শব্দকে فِعْلُ الْمُسْتَقْبِلِ বলে। فِعْلُ الْحَالِ ও فِعْلُ الْمُسْتَقْبِلِ-কে একত্রে فِعْلُ الْمُضَارِعِ বলা হয়। আর আদেশসূচক অর্থ প্রকাশের কারণে اِحْفَظْ শব্দটিকে فِعْلُ أَمْر বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْفَعْلُ-এর সংজ্ঞা : فِعْل শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَفْعَال; এর আভিধানিক অর্থ– কাজ, কর্ম, কার্য (Work)। নাহুশাস্ত্রের পরিভাষায় فِعْل বলা হয়–

هُوَ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهَا دَلَالَةً مُقْتَرِنَةً بِزَمَانٍ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى

অর্থাৎ فِعل এমন একটি শব্দ, যা তার নিজের অর্থ নিজেই প্রকাশ করতে পারে এবং ঐ অর্থ তিনটি কাল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)-এর কোনো একটির সাথে মিলিত হয়।

যেমন– غَسَلَ (সে ধৌত করেছে), يَغْسِلُ (সে ধৌত করছে বা করবে), اِغْسِلْ (তুমি ধৌত কর)। ইংরেজিতে فِعْل-কে (Verb) বলা হয়।

فِعْل-এর প্রকার : রূপান্তরভেদে فِعْل-কে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ তথা অতীতকালীন ক্রিয়া।

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ তথা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া।

৩. فِعْلُ الأَمْرِ তথা আদেশসূচক ক্রিয়া।

নিম্নে প্রকারগুলোর পরিচয় দেয়া হল–

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِي-এর পরিচয় : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করেছিল বা হয়েছিল বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ বলে। যেমন– ذَهَبَ (সে গেল), نَصَرَ (সে সাহায্য করল), شَرِبَ (সে পান করল), طَلَعَ (উদিত হল)।

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع-এর পরিচয় : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ হচ্ছে বা হবে বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع বলে।

যেমন– يَذْهَبُ (সে যাচ্ছে বা যাবে), يَنْصُرُ (সে সাহায্য করছে বা করবে), يَشْرَبُ (সে পান করছে বা করবে), يَطْلَعُ (উদিত হচ্ছে বা হবে)।

اَلْمُضَارِعُ-এর নামকরণ : اَلْمُضَارِعُ শব্দটি ضَرْعٌ শব্দমূল থেকে উৎকলিত। এর অর্থ– ওলান, স্তন। আর مَضَارِعٌ শব্দের অর্থ হল– একস্তন থেকে দুটি শিশুকে দুগ্ধদানকারিণী। যেহেতু فِعْلُ اَلْمُضَارِعُ -এর মধ্যে দুটি কাল (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল) রয়েছে, সেহেতু একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৩. فِعْلُ الأَمْرُ-এর পরিচয় : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা مُخَاطَب তথা সম্বোধিত ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো কিছু চাওয়া হয়, তাকে فِعْلِ الأَمْرُ তথা নির্দেশসূচক ক্রিয়া বলে। সাধারণত এ ধরনের ক্রিয়া দ্বারা আদেশ, অনুরোধ, অনুজ্ঞা ইত্যাদি বোঝানো হয়।

যেমন– اِذْهَبْ (তুমি যাও), اُنْصُرْ (তুমি সাহায্য কর)।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিচারে فِعْل দু'প্রকার। যথা–

১. اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ তথা ইতিবাচক ক্রিয়া : যে فِعْل দ্বারা কোনো কাজ হওয়া বা করার হ্যাঁবাচক (ইতিবাচক) সমর্থন পাওয়া যায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ বলে। যেমন– نَصَرَ (সে সাহায্য করেছে), سَمِعَ (সে শ্রবণ করেছে)।

২. اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ তথা নেতিবাচক ক্রিয়া : যে فِعْل দ্বারা কোনো কাজ হওয়া বা করার নাবাচক (নেতিবাচক) সমর্থন পাওয়া যায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ বলে। যেমন– مَانَصَرَ (সে সাহায্য করেনি), مَاسَمِعَ (সে শ্রবণ করেনি)।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। فِعْل-এর সংজ্ঞা দাও। রূপান্তরভেদে فِعْل কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। রূপান্তরভেদে فِعْل কয় প্রকার ও কী কী? এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ ।

৩। فِعْل مُضَارِع কাকে বলে? এর নামকরণের কারণ কী? অতঃপর فِعْل-এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।

৪। ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিচারে فِعْل কয় প্রকার ও কী কী? এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।

৫। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দ থেকে فِعْل مَاضِيْ-এর উপযুক্ত শব্দ দ্বারা খালিঘর পূরণ কর :

(أ) .... (اَلْجُلُوْس) خَالِدٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ

(ب) .... (اَلذَّبْحُ) مَامُوْنٌ الْبَقَرَةَ

(ج) .... (اَلذَّهَابُ) إِبْرَاهِيْمُ إِلَى السُّوْقِ

(د) .... (اَلْهَرْبُ) اَلسَّارِقُ مِنَ الْبَيْتِ

(ه) .... (اَلدُّخُوْلُ) اَلطُّلَّابُ فِي الصَّفِّ

৬। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দ থেকে فِعْلُ مُضَارِعُ-এর উপযুক্ত শব্দ দ্বারা খালিঘর পূরণ কর:

(أ) .... (اَلْعَيْشُ) سَعِيْدٌ فِي الْقَرْيَةِ

(ب) .... (اَلطَّبْخُ) فَاطِمَةُ فِي الْمَطْبَخِ

(ج) .... (اَلإِكْرَامُ) اَلطُّلَّابُ الأُسْتَاذَ

(د) .... (اَلطُّلُوْعُ) اَلْقَمَرُ فِي اللَّيْلِ

(ه) .... (اَلْعَمَلُ) خَالِدٌ فِي الْبَيْتِ

৭। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দ থেকে فِعْلُ الْأَمْرُ-এর উপযুক্ত শব্দ দ্বারা খালিঘর পূরণ কর:

(أ) .... (اَلنَّصْرُ) فَقِيْرًا.

(ب) .... (اَلسَّمْعُ) كَلَامِي.

(ج) .... (اَلْقِرَاءَةُ) اَلدَّرْسَ

(د) .... (اَلتَّرْتِيْلُ) اَلْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً

(ه) .... (اَلنَّظْرُ) إِلَى السَّمَاءِ

৮। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দ থেকে اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ-এর উপযুক্ত শব্দ দ্বারা খালিঘর পূরণ কর:

(أ) .... (اَلنُّصْحُ) اَلْأَبُ اِبْنَهُ.

(ب) .... (اَلْخَلْقُ) اَللهُ الْكَوْنَ.

(ج) .... (اَلضَّرْبُ) اَلنَّاسُ سَارِقًا.

(د) .... (اَلْجُلُوْسُ) اَلطَّيْرُ عَلَى الشَّجَرَةِ.

(ه) .... (اَلْقُدُوْمُ) الْأَبُ مِنْ دَاكَا

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ

أَجْنَاسُ الْكَلِمَةِ

কালেমার জিনসসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ا)

সাঈদ দরজাটি খুলল।	فَتَحَ سَعِيْدٌ الْبَابَ
সালমান মাদ্রাসা থেকে ফিরল।	رَجَعَ سَلْمَانُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ
আহমদ তার পিতার নিকট চিঠি লিখল।	كَتَبَ أَحْمَدُ رِسَالَةً إِلَى أَبِيْهِ

(ب)

শিক্ষক ছাত্রকে নামাযের নির্দেশ দিলেন।	أَمَرَ الأُسْتَاذُ الطَّالِبَ بِالصَّلاَةِ
কর্মচারী পরিচালককে জিজ্ঞেস করল।	سَأَلَ الْعَامِلُ الْمُدِيْرَ
ছাত্রটি বই পড়ল।	قَرَأَ الطَّالِبُ الْكِتَابَ

(ج)

ছাত্রটি প্রথম পুরস্কার পেল।	وَجَدَ التِّلْمِيْذُ الْجَائِزَةَ الأُوْلَى
আল্লাহ সাহাবীদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।	رَضِيَ اللهُ عَنِ الصَّحَابَةِ
আবু বকর (ﷺ) খলিফা নির্বাচিত হলেন।	وُلِّيَ ابُوْ بَكْرٍ (ﷺ) خَلِيْفَةً

(د)

লোকটি তার কাপড় টানল।	جَرَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ
যখন পৃথিবীকে কাঁপানো হবে।	إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا
যখন পৃথিবীকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তোলা হবে।	اِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا

উপরিউক্ত উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, (ا) অংশের নিম্ন রেখাবিশিষ্ট رَجَعَ، فَتَحَ ও كَتَبَ শব্দগুলোতে কোনো حَرْفُ الْعِلَّةِ, হামযা ও একজাতীয় একাধিক অক্ষর নেই।
আর (ب) অংশের নিম্ন রেখাবিশিষ্ট سَأَلَ، أَمَرَ ও قَرَأَ শব্দগুলোতে هَمْزَةٌ আছে কিন্তু حَرْفُ الْعِلَّةِ এবং একজাতীয় একাধিক অক্ষর নেই।

আর (ج) অংশের নিম্ন রেখাবিশিষ্ট وَجَدَ، رَضِيَ ও وَلِّيَ শব্দগুলোতে হামযা ও একজাতীয় একাধিক অক্ষর নেই, তবে ياء ও واو রয়েছে।

আর (د) অংশের নিম্ন রেখাবিশিষ্ট جَرَّ، رُجَّتْ ও زُلْزِلَتْ শব্দগুলোতে হামযা বা কোনো হরফে ইল্লত নেই, তবে একজাতীয় একাধিক অক্ষর আছে।

সুতরাং হামযা, حَرْفُ الْعِلَّةِ ও একজাতীয় একাধিক অক্ষর না থাকায় (أ) অংশের শব্দগুলোকে اَلصَّحِيْحُ বলে। هَمْزَة থাকায় (ب) অংশের শব্দগুলোকে اَلْمَهْمُوْزُ বলে। ياء ও واو তথা حَرْفُ العِلَّةِ বর্ণ থাকায় (ج) অংশের শব্দগুলোকে اَلْمُعْتَلُّ বলে। আর একজাতীয় একাধিক বর্ণ থাকায় (د) অংশের শব্দগুলোকে اَلْمُضَاعَفُ/اَلْمُضَعَّفُ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

আরবি শব্দের মূল বর্ণগুলো (حُرُوْف) কোন্ প্রকৃতির সে বিবেচনায় كَلِمَة দু প্রকার। যথা–

১। صَحِيْحٌ (সহীহ) ও ২। مُعْتَلٌّ (মু'তাল)

بَيَانُ الصَّحِيْحِ

صَحِيْحٌ-এর সংজ্ঞা হল–

هُوَ كُلُّ فِعْلٍ تَخْلُوْ حُرُوْفُه الْأَصْلِيَّةُ مِنْ أَحْرُفِ الْعِلَّةِ ، وَهِيَ " اَلْأَلِفُ ـ اَلْوَاوُ ـ اَلْيَاءُ .

অর্থাৎ সহীহ এমন ফে'লকে বলে, যার মূল হরফ حُرُوْف عِلَّة থেকে মুক্ত। আর হরফে ইল্লাত হল তিনটি اَلِفْ–وَاوْ–يَاءْ। যেমন- كَتَبَ ও جَلَسَ

প্রকারভেদ : صَحِيْحٌ (সহীহ)-কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

(١) سَالِمٌ ، (٢) مُضَعَّفٌ ، (٣) مَهْمُوْزٌ

سَالِمٌ (সালিম) : এর সংজ্ঞা হল–

وَهُوَ كُلُّ فِعْلٍ خَلَتْ حُرُوْفُهُ الْأَصْلِيَّةُ مِنَ الْهَمْزَةِ وَحُرُوْفِ الْعِلَّةِ وَالتَّضْعِيْفِ

অর্থাৎ سَالِمْ এমন ফে'লকে বলে, যার মূল হরফ হরফে ইল্লাত, হামযা ও একই বর্ণ বার বার হওয়া থেকে মুক্ত। যেমন : نَصَرَ ، قَعَدَ ، ضَرَبَ ও جَلَسَ। সুতরাং প্রত্যেক সালিম শব্দই সহীহ।

مُضَعَّفٌ (মুযা'আফ) : এর সংজ্ঞা হল–

هُوَ مَا كَانَ حَرْفَانِ مِنْ حُرُوْفِهِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ.

অর্থাৎ مُضَعَّفٌ এমন ফে'লকে বলে, যার মূল হরফে একই জিনস থেকে দুটি হরফ পাওয়া যায়।
যেমন– مَدَّ ، جَرَّ ، زَلْزَلَ ও قَلْقَلَ ।
তাশদীদ হওয়ায় مُضَعَّفٌ -কে আছাম্মু (اَلْأَصَمُّ) বলে। মুযা'আফ দু প্রকার। যথা–

(১) اَلْمُضَعَّفُ الثُّلَاثِـيْ

(২) اَلْمُضَعَّفُ الرُّبَاعِـيْ

اَلْمُضَعَّفُ الثُّلَاثِيُّ : ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের عين كلمة ও لام كلمة এক জাতীয় হয়। যেমন– فَرَّ–مَدَّ ও اِمْتَدَّ যা মূলে ছিলো فَرَرَ – مَدَدَ ও اِمْتَدَدَ । এই সংজ্ঞাটি সরফীদের দৃষ্টিতে।
اَلْمُضَعَّفُ الرُّبَاعِيْ : ঐ ফে'লকে বলে, যার فاء كلمة ও প্রথম لام كلمة এবং عين كلمة ও দ্বিতীয় لام كلمة এক জাতীয় বর্ণ হবে। যেমন– عَسْعَسَ ،زَلْزَلَ ও قَلْقَلَ ইত্যাদি।

مَهْمُوْزٌ (মাহমুয) : এর সংজ্ঞা হল–

هُوَ كُلُّ فِعْلٍ كَانَ أَحَدُ أُصُوْلِهِ حَرْفَ هَمْزَةٍ

অর্থাৎ مَهْمُوْزٌ (মাহমুয) ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরে হামযা হয়। যেমন - أَخَذَ ،سَأَلَ ও قَرَأَ

بَيَانُ الْمُعْتَلِ

مُعْتَلٌّ-এর সংজ্ঞা হল–

هُوَ كُلُّ فِعْلٍ كَانَ أَحَدُ حُرُوْفِهِ الْأَصْلِيَّةِ حَرْفاً مِنْ حُرُوْفِ الْعِلَّةِ

অর্থাৎ مُعْتَلٌّ এমন ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরে হরফে ইল্লাত হয়। যেমন– وَجَدَ ،قَالَ ও سَعَى

প্রকারভেদ : মু'তালকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১. مِثَالٌ (মিছাল) ২. أَجْوَفُ (আযওয়াফ)
৩. نَاقِصٌ (নাকিস) ও ৪. لَفِيْفٌ (লাফিফ)

اَلْمِثَالُ (মিছাল) : মিছাল (مِثَالٌ) ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের فَاء كَلِمَة হরফে ইল্লাত হয়। যেমন– وَعَدَ ও يَسَرَ । মিছালকে মিছাল নামকরণ করা হয়েছে এ জন্যে যে, তার مَاضِيْ-এর فَاء كَلِمَة-এর মধ্যে কোনো তা'লীল হয় না।

اَلْأَجْوَفُ (আযওয়াফ) : اَلْأَجْوَفُ (আযওয়াফ) ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের عَيْن كَلِمَةْ হরফে ইল্লাত হয়। যেমন– قَالَ (قَوَلَ) ও بَاعَ (بَيَعَ) । আর أَجْوَف-কে أَجْوَف নামকরণ করা হয়েছে এ জন্য যে, এর মূল অক্ষরের মধ্যবর্ণ হরফে সহীহ থেকে মুক্ত।

আর أَجْوَف-কে ذَا الثَّلَاثَة (তিন হরফবিশিষ্ট) নামেও নামকরণ করা হয়। কেননা অতীত কালের ক্রিয়ার শেষে فَاعِلٌ-এর তা (تَاء) যুক্ত হলে এটি তিন বর্ণ বিশিষ্ট হয়। যেমন– قَالَ ও بَاعَ হইতে بِعْتُ ও قُلْتُ

اَلنَّاقِصُ (নাকিস) : اَلنَّاقِصُ (নাকিস) ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের لام كلمة হরফে ইল্লাত হয়। যেমন– غَزَا ও رَمٰى কোনো কোনো সময় تَعْلِيْل এর ক্ষেত্রে শব্দের শেষ বর্ণ থেকে হরফে ইল্লাত পড়ে যায় বিধায় তাকে نَاقِصْ (নাকিস) নামকরণ করা হয়েছে। যেমন– غَزَتْ ও أَرْمَتْ আর নাকিসকে اَلْأَرْبَعَة নামেও নামকরণ করা হয়। কেননা অতীত কালের ক্রিয়ার শেষে فَاعِل-এর تَاء যুক্ত হলে এটি চার বর্ণবিশিষ্ট হয়। যেমন غَزَوْتُ ও رَمَيْتُ।

اَللَّفِيْفُ (লাফীফ) : لَفِيْفٌ-কে দু ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– مَفْرُوْقٌ ও مَقْرُوْنٌ

مَفْرُوْقٌ (মাফরূক) : ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের فَاء كَلِمَة ও لَامْ كَلِمَةْ-তে حَرْفُ عِلَّةْ হয়। যেমন– وَقَى ও وَفَى। আর একে مَفْرُوْقٌ নামে নামকরণ করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর মূল অক্ষরের দুটি حَرْفُ عِلَّة পৃথক হয়েছে। অর্থাৎ, حَرْفُ صَحِيْح দুই হরফে ইল্লাতকে পৃথক করেছে।

مَقْرُوْنٌ (মাকরূন) : ঐ ফে'লকে বলে, যার মূল অক্ষরের عَيْن كَلِمَة ও لَامْ كَلِمَةْ-তে حَرْفُ عِلَّةْ হয়। যেমন– طَوٰى ও رَوٰى।

مَقْرُوْنٌ-কে مَقْرُوْنٌ নামে নামকরণ করার কারণ হল, উভয়টি حَرْفُ عِلَّة-এর একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, جِنْس-এর প্রকারগুলো فِعْل এর মতো اِسْم-এর মধ্যেও প্রয়োজ্য। যেমন–

شَمْسٌ (صَحِيْح) وَجْهٌ، يَمِيْنٌ، قَوْلٌ، سَيْفٌ، دَلْوٌ (مُعْتَلٌ)

أَمْرٌ–بِئْرٌ، نَبَأٌ (مَهْمُوْزٌ) جَوٌّ، حَيٌّ ، جَدٌّ، بُلْبُلٌ (مُضَعَّفٌ)

২০১৫

تَدْرِيْبَاتٌ

(أ) **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১. **فعل** (ফে'ল)-এর পরিচয় ও উহার প্রকারগুলো উল্লেখ কর।

২. সহীহ ও হরফে ইল্লাত হওয়ার দিক থেকে كلمة কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা দাও।

৩. সহীহ কত প্রকার ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. **معتل** কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

(ب) **নিচের فعل গুলো থেকে صحيح ও معتل হওয়ার দিক বিবেচনা করে فعل-এর প্রকার নির্ণয় কর:**

قَامَ، تَسَرْبَلَ ، زَلْزَلَ ، اِنْقَسَمَ ، يَسْعٰى ، تَصُوْمُ ، يَقْضِيْ ، اِسْتَخْرَجَ ، اِنْفَتَحَ ، وَدَعَ ، اِقْشَعَرَّ ، تَلَطَّفَ .

(ج) **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং তা থেকে মু'তালের ফে'লগুলো বের কর :**

مَرْحَلَةُ التَّنَاوُلِ بِالْيَدِ تَبْدَأُ مِنَ الْعَامِ الْأَوَّلِ مِنْ حَيَاةِ الطِّفْلِ، فَيَظْهَرُ اِهْتِمَامًا عَابِرًا بِالْكُتُبِ، فَيَنْتَزِعُهَا فِي فَمِهِ وَيَنْتَزِعُ الْأَوْرَاقَ وَيُمَزِّقُهَا. وَلْيَكْتَسِبِ الطِّفْلُ هٰذِهِ الْخِبْرَةَ، يُمْكِنُ أَنْ نَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْرَاقًا مِنْ مَجَلَّاتٍ قَدِيْمَةٍ، يُحْسِنُ أَنْ تَكُوْنَ صُوَرُهَا مُلَوَّنَةً لِجَذْبِ اِنْتِبَاهِهِ.

(د) **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়, অতঃপর মাহমুয ও মু'তালের ইসমগুলো বের কর :**

يَحْتَاجُ مُعْظَمُ النَّاسِ إِلٰى سَبْعٍ أَوْ ثَمَانِيَ سَاعَاتٍ نَوْمَ كُلَّ يَوْمٍ، تَزِيْدُ أَوْ تَنْقُصُ قَلِيْلًا حَسْبَ طَبِيْعَةِ الْجَسَدِ وَالسِّنِّ. فَالَّذِيْنَ تَتَرَاوَحُ أَعْمَارُهُمْ بَيْنَ ١٧ و ٢٥ سَنَةً يَحْتَاجُوْنَ إِلٰى أَكْثَرِ مِنْ ذٰلِكَ قَلِيْلًا، وَيَحْتَاجُ الْأَطْفَالُ إِلٰى فَتَرَاتٍ أَطْوَلَ بِكَثِيْرٍ."

(هـ) **নিচের শব্দগুলো থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন কর :**

١- يَمُدُّ : (أ) صحيح (ب) مهموز (ج) مضاعف

٢- يَأْكُلُ : (أ) مهموز (ب) مضاعف (ج) أجوف

٣- وَافَقَ : (أ) مثال (ب) أجوف (ج) لفيف مقرون

٤- مَثْنٰى : (أ) ناقص (ب) مثال (ج) سالم

٥- جَلْجَلَ : (أ) صحيح سالم (ب) لفيف مقرون (ج) أجوف

اَلدَّرْسُ الْـخَامِسُ

اَلْإِعْلَالُ وَقَوَاعِدُهُ

ই'লাল ও তার নিয়মাবলি

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ	তার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।
يَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا	কাফির বলবে, হায়! যদি আমি মাটি হয়ে যেতে পারতাম!
وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوْراً	তাদেরকে শয়তান ধোকা ব্যতিত কোনো অঙ্গীকারই প্রদান করে না।
حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ	যতক্ষণ না তা পুরাতন খেজুর শাখার ন্যায় ফিরে আসে।

প্রথম উদাহরণের تَجْرِيْ মূলত : تَجْرِيُ ছিল। পূর্ববর্ণের হরকত অনুযায়ী ইয়া বর্ণটির পেশকে সাকিন করে পড়া হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণের يَقُوْلُ শব্দটি মূলত يَقْوُلُ ছিল। এখানেও ওয়াও এর পূর্ববর্ণের হরকতের আলোকে পেশকে সাকিন করা হয়েছে। উভয় উদাহরণের হরকত পরিবর্তন করে পড়া হয়েছে। তৃতীয় উদাহরণের يَعِدُ শব্দটি মূলত يَوْعِدُ ছিল। এখানে ওয়াও বর্ণটিকে বিলুপ্ত করে পড়া হয়েছে। আর চতুর্থ উদাহরণের عَادَ শব্দটি মূলত عَوَدَ ছিল। এ উদাহরণে وَاوْটিকে اَلِف দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া হয়েছে।

আরবি ভাষায় শব্দকে সহজে উচ্চারণের জন্য কখনও হরকতের পরিবর্তন করে, কখনও বর্ণ পরিবর্তন করে, কখনও হরফ বিলুপ্ত করে পড়ার নিয়ম রয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তন, স্থানান্তর-এর নিয়মকে إِعْلَالٌ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

إِعْلَالٌ-এর পরিচয় : إِعْلَالٌ শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল, রোগাক্রান্ত করা, তা'লীল করা। পরিভাষায় إِعْلَالٌ বলা হয়-

هُوَ تَغْيِيْرٌ يَحْدُثُ فِيْ بَعْضِ حُرُوْفِ الْعِلَّةِ الْمَوْجُوْدَةِ فِيْ كَلِمَةٍ مَّا، وَيَكُوْنُ هٰذَا التَّغْيِيْرُ إِمَّا بِتَسْكِيْنِهَا أَوْ نَقْلِهَا أَوْ حَذْفِهَا أَوْ قَلْبِهَا.

অর্থাৎ কোনো শব্দের হরফে ইল্লতের পরিবর্তন করে কিংবা সাকিন করে কিংবা বিলুপ্ত করে কিংবা স্থানান্তর করে যে পরিবর্তন করা হয়, তাকে إِعْلَالٌ বলে।

২০২৫

إِعْلَالٌ-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন :

(ক) ২৯টি আরবি বর্ণমালার মধ্যে حَرْف عِلَّة তিনটি। সেগুলো হচ্ছে وَاوْ-أَلِفْ-يَاءْ যাদের একত্রে وَاى বলে।

(খ) আরবদের নিকট حَرْف عِلَّة গুলো উচ্চারণ করা অত্যন্ত কষ্টকর।

(গ) উচ্চারণে কষ্টকর এ হরফগুলোকে সহজতর করার জন্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পদ্ধতির কোনো একটির অনুসরণ করা হয়। যেমন-

(১) কখনো কখনো حَرْف عِلَّة কে বিলুপ্ত (حَذْفٌ) করা হয়।

(২) আবার কখনো এগুলোকে বিলুপ্ত (حَذْفٌ) না করে একটি حَرْف-কে অন্য একটি حَرْف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

(৩) অথবা, কখনো হরকতযুক্ত حَرْف عِلَّة-কে সাকিন করার মাধ্যমে সহজতর করা হয়।

(ঘ) حَرْف عِلَّة তিনটির মধ্যে وَاوْ সর্বাপেক্ষা কঠিনতর, তারপর يَاء তারপর أَلِفٌ

(ঙ) وَاوْ চায় তার পূর্বে পেশ হওয়া, يَاءْ চায় তার পূর্বে যের হওয়া, আর أَلِفْ চায় তার পূর্বে যবর হওয়া।

(চ) فَاءْ مُعْتَلْ (مِثَالٌ)-এর রূপান্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রে صَحِيْحٌ-এর মতোই। তবে দু' একটা ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে।

وَاوْ-কে রূপান্তর করার নিয়মাবলি

শব্দের মধ্যে যদি حَرْفُ عِلَّةْ ; وَاوْ পাওয়া যায়, তবে অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে তাকে সহজতর করা হয়। নিম্নে নিয়মগুলো উল্লেখ করা হল–

নিয়ম- ১

যে সকল وَاوْ শব্দের মধ্যে يَاءْ এবং كَسْرَةْ لَازِمَةْ-এর মধ্যে পতিত হয়, আর يَاءْ-এর হরকতটি وَاوْ এর অনুকূলে না হয় (অর্থাৎ পেশ না হয়ে যবর কিংবা যের হয়) উক্ত وَاوْ কে বিলুপ্ত করে দিতে হয়। যেমন- يَوْعِدُ থেকে يَعِدُ অর্থাৎ সে একজন পুরুষ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বা দিবে।

উদাহরণে, শব্দটি يَعِدُ মূলত يَوْعِدُ ছিলো। যেহেতু وَاوْ টি يَاءْ এবং كَسْرَةْ لَازِمَةْ-এর মধ্যে পতিত হয়েছে। সেহেতু তাকে বর্ণিত নিয়মানুসারে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে يَعِدُ হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ শব্দটি যখন فِعْل مُضَارِع مَعْرُوْف থেকে রূপান্তরিত করা হয়, তখন কয়েকটি সীগাহ যেমন- تَعِدُ- تَعِدَانِ- تَعِدُوْنَ- تَعِدِيْنَ- تَعِدن- أَعِدُ- نَعِدُ এগুলোর থেকেও وَاوْ টিকে حذف

(বিলুপ্ত) করা হয়। যদিও এ শব্দগুলোতে وَاوْ টি تَاءْ ও كَسْرَة لَازِمَة-এর মধ্যে পতিত হয়েছে, পূর্বের নিয়মানুযায়ী হয়নি। এটা এজন্যে যে, যাতে এ بَابْ থেকে রূপান্তর করা অন্যান্য শব্দসমূহের মধ্যে পার্থক্য বা ভিন্নতার সৃষ্টি না হয়।

ব্যতিক্রম :

يُوْجِبُ শব্দের মধ্যে وَاوْ حَرْف عِلَّةْ-টি يَاءْ এবং كَسْرَة لَازِمَة এর মধ্যবর্তী হওয়া সত্ত্বেও নিয়মানুযায়ী وَاوْ টিকে বিলুপ্ত (حذف) করা হয়নি। কারণ, يَاءْ এর হরকতটি واو-এর বিপরীতে নয় বরং সমগোত্রীয়।

নিয়ম : ২

উপরে বর্ণিত নিয়মের আলোকে যে সকল مُسْتَقْبِلْ-এর সীগাহ থেকে وَاوْ বিলুপ্ত হয়। সে সকল সীগাহর مَصْدَرْ থেকেও وَاوْ বিলুপ্ত হয়। যেমন- عِدَةٌ যার মূল হচ্ছে وَعْدٌ এবং زِنَةٌ যার মূল হচ্ছে وَزْنٌ উদাহরণে, عِدَةٌ ও زِنَةٌ শব্দ দু'টি مَصْدَرْ যার থেকে مُسْتَقْبِلْ এর সীগাহ হচ্ছে- يعد ও يزن। যেহেতু শব্দ দুটি থেকে وَاوْ বিলুপ্ত হয়েছে, সেহেতু তাদের مَصْدَرْ থেকেও وَاوْ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

নিয়ম : ৩

যদি কোনো فِعْل-এর মধ্যে কোনো কারণবশত تَعْلِيْل (পরিবর্তন) সাধিত হয় তবে তার উপর কিয়াস করে উক্ত فِعْل-এর মাসদারেও পরিবর্তন হবে। অনুরূপভাবে, যদি কোনো مَصْدَرْ-এর মধ্যে تَعْلِيْل হয় তবে তার فِعْل-এর মধ্যেও تَعْلِيْل হবে। এটা এ জন্য যে, যাতে মূল ও শাখার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। যেমন- قَامَ ও قِيَامٌ

উদাহরণে, قَامَ শব্দটি فِعْل যার মূল হচ্ছে قَوَمَ। এ শব্দটির واو হরফটি পরিবর্তিত হয়ে أَلف এ রূপান্তরিত হয়েছে। فِعْل-এর মধ্যে এ রূপান্তর হওয়ার কারণে তার مَصْدَرْ হল قِيَامٌ (যার মূল হচ্ছে قِوَامٌ) তাতেও পরিবর্তন সাধিত হয়ে قِيَام হয়েছে। অর্থাৎ واو টি ياء দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে।

পরিবর্তন না হওয়ার উদাহরণ : যেমন قَاوَمَ ও قِوَام- قَاوَمَ শব্দটি فِعْل। শব্দটিতে واو পরিবর্তন না হবার কারণে তার مَصْدَرْ- قِوَامٌ এ واو পরিবর্তিত হয়নি।

স্মরণযোগ্য যে, আরবি শব্দসমূহের مَصْدَرْ ও فِعْل-এর মধ্যে কোন্‌টি মূল আর কোন্‌টি শাখা এ ব্যাপারে আরবি ব্যাকরণবিদগণ দু ভাগে বিভক্ত। যেমন–

(ক) কুফীদের মতানুযায়ী فِعْل হচ্ছে মৌলিক শব্দ আর مَصْدَرْ হচ্ছে তার শাখা। তাই فِعْل-এর মধ্যে تَعْلِيْل হলে مَصْدَرْ এর মধ্যেও تَعْلِيْل হবে।

(খ) আর বসরীদের মতানুযায়ী مَصْدَرْ হল فعل-এর উৎপত্তিস্থল। অতএব مَصْدَرْ হল, মূল আর فعل তার শাখা।

এ মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সকলে একমত যে, مَصْدَرْ কিংবা فِعْل-এর যে কোনো একটিতে تَعْلِيْل হলে তার অন্যটিতেও تَعْلِيْل হবে।

নিয়ম : ৪

যদি بَابْ إِفْعَالْ ও بَابْ اِسْتِفْعَال-এর ক্রিয়ামূলের كَلِمَةْ فَاءْ-তে وَاوْ হয়, তবে وَاوْ টি مَصْدَرْ-এর মধ্যে يَاءْ-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন-

أَوْقَدَ ফে'লের مَصْدَرْ -إِيْقَادْ এবং اِسْتَوْقَدَ ফে'লের مَصْدَرْ -اِسْتِيْقَادْ

উদাহরণে, أَوْقَدَ ও اِسْتَوْقَدَ -فِعْل দুটির كَلِمَةْ فَاءْ-তে واو হয়েছে। তাই সে واو তাদের مَصْدَرْ যথাক্রমে اِسْتِيْقَادْ ও إِيْقَادْ-এর মধ্যেও রূপান্তরিত হয়েছে। مَصْدَرْ দুটির মূলরূপ হচ্ছে إِوْقَادْ ও اِسْتِوْقَادْ

নিয়ম : ৫

যদি কোনো শব্দে সাকিনবিশিষ্ট وَاوْ হয় আর সে وَاوْ এর পূর্বাক্ষরে যের হয় তবে উক্ত وَاوْ টি يَاءْ তে রূপান্তরিত হয়।

যেমন- مِيْزَانٌ যার মূল হল مِوْزَانٌ এবং إِيْجَلٌ যার মূল হল إِوْجَلٌ

উদাহরণ দুটির মূল শব্দ مِوْزَانٌ ও إِوْجَلٌ এর মধ্যে পতিত واو টি سَاكِنْ যার পূর্বাক্ষর যের। ফলে নিয়মানুযায়ী উক্ত واو টি ياء তে রূপান্তরিত হয়ে مِيْزَانٌ ও إِيْجَلٌ হয়েছে।

নিয়ম : ৬

যদি بَابْ ضَرَبَ ও حَسِبَ-এর كَلِمَةْ فَاءْ-তে وَاوْ হয়, তবে সে وَاوْ- مُضَارِعْ-এর সীগাহ থেকে বিলুপ্ত হয়। যেমন- وَجَبَ-يَجِبُ যার মূল হচ্ছে يَوْجِبُ এবং وَمِقَ-يَمِقُ যার মূল হচ্ছে يَوْمِقُ

يَاءْ-কে রূপান্তর করার নিয়মাবলি

নিয়ম : ১

যদি فِعْل مُضَارِعْ-এর সীগাহর فَاءْ কালেমাতে يَاءْ سَاكِنْ হয় আর عَلَامَة مُضَارِعْ পেশবিশিষ্ট হয় তবে উক্ত يَاءْ টি وَاوْ তে রূপান্তরিত হয়। যেমন- يُيْسِرَ থেকে يُوْسِرِ ; يُيْقِنُ থেকে يُوْقِنُ

উদাহরণে يُيْسِرُ ও يُيْقِنُ শব্দ দুটি فِعْل مُضَارِعْ-এর সীগাহ। আর فَاءْ كَلِمَةْ-তে يَاءْ سَاكِنْ হয়েছে। আর তার পূর্বে পেশ হয়েছে, তাই উক্ত ياء টি واو-তে রূপান্তরিত হয়ে যথাক্রমে يُوْسِرُ ও يُوْقِنُ হয়েছে।

নিয়ম : ২

যদি بَابُ اِفْتِعَالْ এর فَاءْ كَلِمَةْ বা প্রথমাক্ষরে وَاوْ কিংবা يَاءْ হয়, তবে সে وَاوْ এবং يَاءْ টি تَ দ্বারা পরিবর্তিত হয় এবং উক্ত تَاءْ কে تَاء-এর মধ্যে اِدْغَامْ করা হয়। যেমন-

اِتَّقَدَ থেকে اِوْتَقَدَ ; يَتَّقِدُ থেকে يَوْتَقِدُ ; اِتِّقَادٌ থেকে اِوْتِقَادٌ

এভাবে اِتَّسَرَ থেকে اِوْتَسَرَ ; يَتَّسِرُ থেকে يَوْتَسِرُ ; اِتِّسَارٌ থেকে اِوْتِسَارٌ

تَدْرِيْبَاتٌ

১। حَرْفُ عِلَّةْ কয়টি ও কী কী? তার মধ্যে কোন্‌টি উচ্চারণে সবচেয়ে কঠিন? লেখ।

২। কখন واو -কে বিলুপ্ত করে শব্দের মধ্যে تعليل করা হয়?

৩। واو কে ياء তে রূপান্তরিত করার নিয়মগুলো সংক্ষেপে লেখ।

৪। শব্দের মধ্যে কোনটি মূল مَصْدَرْ না কি فعل? সরফীদের মতভেদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা কর।

৫। কখন باب افتعال এর واو টি تاء তে রূপান্তরিত হয়? লেখ।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর মূলরূপ লেখ : إِيْقَادٌ- اِتَّقَدَ- قِيَامُ- تَعِدُ- مِيْزَانٌ- عِدَةٌ

৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলো কোন নিয়মের আলোকে রূপান্তরিত হয়েছে? লেখ–

يَجِبُ- زِنَةٌ- يُوْقِنُ- إِيْجَلْ

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

عدة থেকে مضارع-এর সীগাহ হচ্ছে -----------------।

زنة থেকে مضارع-এর সীগাহ হচ্ছে ------------------।

৯। معتل-এর দুটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ

اَلْفِعْلُ الْمَاضِيُ : تَصْرِيْفُهُ

ফে‘লে মাযী ও তার রূপান্তর

اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ-এর পরিচয় :

هُوَ مَا دَلَّ عَلٰى حَدَثٍ وَزَمَنٍ فاتَ قَبْلَ النُّطْقِ بِهٖ .

অর্থাৎ, যে فعل বা ক্রিয়া দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ বলে।

পূর্বের শ্রেণিতে তোমরা صَحِيْح শব্দ দ্বারা فِعْل مَاضِيْ-এর রূপান্তরসহ فِعْل مُضَارِعْ ; فِعْلُ الْأَمْرِ ; فِعْلُ النَّهْيِ ; اِسْمُ الْفَاعِلْ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ-এর রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনেছ। নিম্নে কিছু مُعْتَلْ শব্দ থেকে فِعْل مَاضِيْ-এর রূপান্তর দেওয়া হল–

(ক) اَلْقَوْلُ (বলা); (খ) اَلْـخَوْفُ (ভয় পাওয়া); (গ) اَلْبَيْعُ (বিক্রয় করা);

(ঘ) اَلدُّعَاءُ (আহবান করা); (ঙ) اَلرَّمْيُ (নিক্ষেপ করা)

(ক) معتل عين واوي (أجوف واوي)-এর শব্দ القول (বলা) মাসদার (বাবে نَصَرَ، يَنْصُرُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা–

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ				تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ			
صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ	
قُوِلَا	قُوِلَ	قِيْلَا	قِيْلَ	قَوَلَا	قَوَلَ	قَالَا	قَالَ
قُوِلَتْ	قُوِلُوْا	قِيْلَتْ	قِيْلُوْا	قَوَلَتْ	قَوَلُوْا	قَالَتْ	قَالُوْا
قُوِلْنَ	قُوِلَتَا	قُلْنَ	قِيْلَتَا	قَوَلْنَ	قَوَلَتَا	قُلْنَ	قَالَتَا
قُوِلْتُمَا	قُوِلْتَ	قُلْتُمَا	قُلْتَ	قَوَلْتُمَا	قَوَلْتَ	قُلْتُمَا	قُلْتَ
قُوِلْتِ	قُوِلْتُمْ	قُلْتِ	قُلْتُمْ	قَوَلْتِ	قَوَلْتُمْ	قُلْتِ	قُلْتُمْ
قُوِلْتُنَّ	قُوِلْتُمَا	قُلْتُنَّ	قُلْتُمَا	قَوَلْتُنَّ	قَوَلْتُمَا	قُلْتُنَّ	قُلْتُمَا
قُوِلْنَا	قُوِلْتُ	قُلْنَا	قُلْتُ	قَوَلْنَا	قَوَلْتُ	قُلْنَا	قُلْتُ

(খ) معتل عين واوي (أجوف واوي)-এর শব্দ اَلْخَوْفُ (ভয় পাওয়া) মাসদার (বাবে سَمِعَ، يَسْمَعُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা–

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
خَافَ	خَافَا	خَوِفَ	خَوِفَا	خِيْفَ	خِيْفَا	خُوِفَ	خُوِفَا
خَافُوا	خَافَتْ	خَوِفُوْا	خَوِفَتْ	خِيْفُوا	خِيْفَتْ	خُوِفُوْا	خُوِفَتْ
خَافَتَا	خِفْنَ	خَوِفَتَا	خَوِفْنَ	خِيْفَتَا	خِفْنَ	خُوِفَتَا	خُوِفْنَ
خِفْتَ	خِفْتُمَا	خَوِفْتَ	خَوِفْتُمَا	خِفْتَ	خِفْتُمَا	خُوِفْتَ	خُوِفْتُمَا
خِفْتُمْ	خِفْتِ	خَوِفْتُمْ	خَوِفْتِ	خِفْتُمْ	خِفْتِ	خُوِفْتُمْ	خُوِفْتِ
خِفْتُمَا	خِفْتُنَّ	خَوِفْتُمَا	خَوِفْتُنَّ	خِفْتُمَا	خِفْتُنَّ	خُوِفْتُمَا	خُوِفْتُنَّ
خِفْتُ	خِفْنَا	خَوِفْتُ	خَوِفْنَا	خِفْتُ	خِفْنَا	خُوِفْتُ	خُوِفْنَا

(গ) معتل عين يائي (أجوف يائي)-এর শব্দ اَلْبَيْعُ (বিক্রয় করা) মাসদার (বাবে ضَرَبَ، يَضْرِبُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা–

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
بَاعَ	بَاعَا	بَيَعَ	بَيَعَا	بِيْعَ	بِيْعَا	بُيِعَ	بُيِعَا
بَاعُوْا	بَاعَتْ	بَيَعُوْا	بَيَعَتْ	بِيْعُوْا	بِيْعَتْ	بُيِعُوْا	بُيِعَتْ
بَاعَتَا	بِعْنَ	بَيَعَتَا	بَيَعْنَ	بِيْعَتَا	بِعْنَ	بُيِعَتَا	بُيِعْنَ
بِعْتَ	بِعْتُمَا	بَيَعْتَ	بَيَعْتُمَا	بِعْتَ	بِعْتُمَا	بُيِعْتَ	بُيِعْتُمَا
بِعْتُمْ	بِعْتِ	بَيَعْتُمْ	بَيَعْتِ	بِعْتُمْ	بِعْتِ	بُيِعْتُمْ	بُيِعْتِ
بِعْتُمَا	بِعْتُنَّ	بَيَعْتُمَا	بَيَعْتُنَّ	بِعْتُمَا	بِعْتُنَّ	بُيِعْتُمَا	بُيِعْتُنَّ
بِعْتُ	بِعْنَا	بَيَعْتُ	بَيَعْنَا	بِعْتُ	بِعْنَا	بُيِعْتُ	بُيِعْنَا

(ঘ) معتل لام (ناقص واوي)-এর শব্দ اَلدُّعَاءُ (আহবান করা) মাসদার (বাবে نَصَرَ، يَنْصُرُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা–

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
دَعَا	دَعَوَا	دَعَوَ	دَعَوَا	دُعِيَ	دُعِيَا	دُعِوَ	دُعِوَا
دَعَوْا	دَعَتْ	دَعَوُوْا	دَعَوَتْ	دُعُوْا	دُعِيَتْ	دُعِوُوْا	دُعِوَتْ
دَعَتَا	دَعَوْنَ	دَعَوَتَا	دَعَوْنَ	دُعِيَتَا	دُعِيْنَ	دُعِوَتَا	دُعِوْنَ
دَعَوْتَ	دَعَوْتُمَا	دَعَوْتَ	دَعَوْتُمَا	دُعِيْتَ	دُعِيْتُمَا	دُعِوْتَ	دُعِوْتُمَا
دَعَوْتُمْ	دَعَوْتِ	دَعَوْتُمْ	دَعَوْتِ	دُعِيْتُمْ	دُعِيْتِ	دُعِوْتُمْ	دُعِوْتِ
دَعَوْتُمَا	دَعَوْتُنَّ	دَعَوْتُمَا	دَعَوْتُنَّ	دُعِيْتُمَا	دُعِيْتُنَّ	دُعِوْتُمَا	دُعِوْتُنَّ
دَعَوْتُ	دَعَوْنَا	دَعَوْتُ	دَعَوْنَا	دُعِيْتُ	دُعِيْنَا	دُعِوْتُ	دُعِوْنَا

(ঙ) معتل لام (ناقص يائي)-এর শব্দ اَلرَّمْيُ (নিক্ষেপ করা) মাসদার (বাবে ضَرَبَ، يَضْرِبُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা–

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
رَمٰي	رَمَيَا	رَمَيَ	رَمَيَا	رُمِيَ	رُمِيَا	رُمِيَ	رُمِيَا
رَمَوْا	رَمَتْ	رَمَيُوْا	رَمَيَتْ	رُمُوْا	رُمِيَتْ	رُمِيُوْا	رُمِيَتْ
رَمَتَا	رَمَيْنَ	رَمَيَتَا	رَمَيْنَ	رُمِيَتَا	رُمِيْنَ	رُمِيَتَا	رُمِيْنَ
رَمَيْتَ	رَمَيْتُمَا	رَمَيْتَ	رَمَيْتُمَا	رُمِيْتَ	رُمِيْتُمَا	رُمِيْتَ	رُمِيْتُمَا
رَمَيْتُمْ	رَمَيْتِ	رَمَيْتُمْ	رَمَيْتِ	رُمِيْتُمْ	رُمِيْتِ	رُمِيْتُمْ	رُمِيْتِ
رَمَيْتُمَا	رَمَيْتُنَّ	رَمَيْتُمَا	رَمَيْتُنَّ	رُمِيْتُمَا	رُمِيْتُنَّ	رُمِيْتُمَا	رُمِيْتُنَّ
رَمَيْتُ	رَمَيْنَا	رَمَيْتُ	رَمَيْنَا	رُمِيْتُ	رُمِيْنَا	رُمِيْتُ	رُمِيْنَا

উল্লিখিত শব্দগুলোতে কী ধরনের তালীল বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে তা নিন্মে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল–

(১) قَالَ মূলত قَوَلَ ছিলো। হরকতবিশিষ্ট وَاوْ এর পূর্বাক্ষর যবরবিশিষ্ট হওয়ায় উক্ত وَاوْ-কে তার পূর্বাক্ষরের যবর অনুযায়ী اَلِفْ – حَرْفُ عِلَّةْ দ্বারা পরিবর্তন করায় قَالَ হয়েছে। একই নিয়মে قَالَا- قَالُوْا- قَالَتْ- قَالَتَا এ চারটি সীগাহরও تَعْلِيْلْ হয়েছে।

(২) قُلْنَ মূলত قَوَلْنَ ছিলো। واو হরকতবিশিষ্ট এবং তার পূর্বাক্ষর যবর হওয়ায় পড়তে কঠিন, তাই واو কে তার পূর্বাক্ষরের যবর অনুযায়ী اَلِفْ – حَرْفُ عِلَّةْ দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে قَاْلْنَ হয়েছে। এখন اَلِفْ ও لَامْ এ দুটি সাকিন বিশিষ্ট حَرْف একত্রিত হওয়ায় পড়া অসম্ভব। তাই, اَلِفْ কে حَذف করা হলে قَلْنَ হয়েছে। অতঃপর উহ্য واو এর নিদর্শন স্বরূপ ق-এর উপর পেশ দেয়ার ফলে قُلْنَ হয়েছে। একই নিয়মে নিম্নলিখিত সীগাহগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে–

قُلْتَ، قُلْتُمَا، قُلْتُمْ، قُلْتِ، قُلْتُمَا، قُلْتُنَّ، قُلْتُ، قُلْنَا

(৩) قِيْلَ মূলত قُوِلَ ছিলো। যের যুক্ত-واو-এর পূর্বাক্ষর قَافْ-টি পেশবিশিষ্ট হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন হয়েছে। এজন্যে واو এর كَسْرَةْ টিকে স্থানান্তর করে قاف এ দেয়ার ফলে শব্দটির রূপ قِوْلَ হয়েছে। এবার وَاوْ টি سَاكِنْ বিশিষ্ট এবং তার পূর্বাক্ষর যের বিশিষ্ট হওয়ার নিয়মানুযায়ী واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে قِيْلَ হয়েছে। এ নিয়মানুসারে قِيْلَتَا، قِيْلَتْ، قِيْلُوْا، قِيْلَا শব্দগুলোর تَعْلِيْل হয়।

(৪) قُلْنَ মূলত قُوِلْنَ ছিলো। যেরবিশিষ্ট واو এর পূর্বাক্ষর قاف পেশবিশিষ্ট হওয়ায় শব্দটি উচ্চারণে কঠিন। তাই واو এর যেরকে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বাক্ষর قاف এ দেয়ায় قِوْلْنَ হয়েছে। এখন যেহেতু وَاوْ এবং لَامْ দুটি হরফ সাকিনবিশিষ্ট হওয়ার কারণে পড়া অসম্ভব। তাই واو কে বিলুপ্ত করার ফলে قِلْنَ হয়েছে। অতঃপর বিলুপ্ত واو এর নিদর্শন স্বরূপ قاف এ যেরের পরিবর্তে পেশ দেয়ার ফলে শব্দটি قُلْنَ হয়েছে। এ নিয়মানুসারে قُلْتَ، قُلْتُمَا، قُلْتُمْ، قُلْتِ، قُلْتُمَا، قُلْتُنَّ، قُلْتُ، قُلْنَا শব্দগুলোর تَعْلِيْل হয়।

(৫) خَافَ মূলত خَوِفَ ছিলো। হরকতবিশিষ্ট واو-এর পূর্বের হরফ যবর বিশিষ্ট হওয়ায় উক্ত واو তার পূর্বের হরফের যবর অনুযায়ী اَلِف- حَرْف عِلَّةْ দ্বারা পরিবর্তন করায় خَافَ হয়েছে। অনুরূপভাবে خَافَا ، خَافُوْا ، خَافَتْ ، خَافَتَا সীগাগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(৬) خِفْنَ মূলত: خَوِفْنَ ছিলো। শব্দে واو হরকতবিশিষ্ট এবং তার পূর্বের হরফে যবরবিশিষ্ট হওয়ায় পড়তে কঠিন তাই واو কে তার পূর্বের হরফের যবর অনুযায়ী اَلِفْ- حَرْف عِلَّةْ দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে خَافْنَ হয়েছে। এখন فَاء ও اَلِف এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট حَرْف একত্রিত হওয়ায় পড়া অসম্ভব। তাই, اَلِف কে حَذف করা হলে خَفْنَ হয়েছে। পূর্বে خَاء এর পরের واو হরফটি যেরযুক্ত ছিলো তা বোঝানোর জন্যে নিদর্শনস্বরূপ خاء এর যবরকে পরিবর্তন করে যের দেয়ার ফলে خِفْنَ হয়েছে। একই নিয়মে নিম্নলিখিত সীগাগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে–

خِفْنَا ، خِفْتُ ، خِفْتِ ، خِفْتُمْ ، خِفْتُمَا ، خِفْتَ

(৭) خِيْفَ মূলত خُوِفَ ছিলো। যেরযুক্ত-واو-এর পূর্বের হরফে خَاءটি পেশবিশিষ্ট হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন হয়েছে। এজন্যে وَاوْ -এর- كَسْرَة টিকে স্থানান্তর করে خَاء এ দেয়ার ফলে শব্দটির রূপ خِوْفَ হয়েছে। এবার واو টি سَاكِن বিশিষ্ট এবং তার পূর্বের হরফে যেরবিশিষ্ট হওয়ায় নিয়মানুযায়ী واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে خِيْفَ হয়েছে। একই নিয়মে নিম্নলিখিত সীগাগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে– خِيْفَتَا، خِيْفَتْ، خِيْفُوْا، خِيْفَا

(৮) خِفْنَ মূলত: خُوِفْنَ ছিলো। যেরযুক্ত وَاو এর পূর্বের হরফে خَاء টি পেশবিশিষ্ট হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন হয়েছে। এজন্যে وَاوْ এর كَسْرَة টিকে স্থানান্তর করে خَاءْ দেয়ার ফলে শব্দটির রূপ خِوْفْنَ হয়েছে। এখন وَاوْ টি نُوْن ও وَاو দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় وَاوْ টি বিলুপ্ত করা হলে خِفْنَ হয়েছে। এ নিয়মানুসারে خِفْنَا ، خِفْتُ ، خِفْتُنَّ ، خِفْتِ ، خِفْتُمْ ، خِفْتُمَا ، خِفْتَ সীগাগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(৯) بَاعَ মূলত بَيَعَ ছিলো। শব্দে يَاء হরফটি যবরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফেও যবরবিশিষ্ট। তাই নিয়মানুযায়ী উক্ত يَاءْ কে اَلِف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে بَاعَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে بَاعَتَا ، بَاعَتَ ، بَاعُوْا ، بَاعَا শব্দগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(১০) بِعْنَ মূলত بَيَعْنَ ছিলো। (ضَرَبْنَ ওজনের সাথে মিল রেখে)। শব্দে يَاء হরফটি যবরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফেও যবরবিশিষ্ট । তাই নিয়মানুযায়ী উক্ত يَاء কে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে بَاْعْنَ হয়েছে। এখন اَلِفْ এবং عَيْن-এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় اَلِف

হরফটিকে حَذف বা বিলুপ্ত করার ফলে بَعْنَ হয়েছে। بَاعَ অক্ষরের পরে মূলত يَاء ছিলো এ কথা বোঝানোর জন্য باء-এর যবরকে যের দ্বারা পরিবর্তন করায় بِعْنَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে নিম্ন সীগাহগুলোর تعليل হয়ে থাকে– بِعْتَ ، بِعْتُمَا ، بِعْتُمْ ، بِعْتِ ، بِعْتُمَا ، بِعْتُنَّ ، بِعْتُ ، بِعْنَا

(১১) بِيْعَ মূলত بُيِعَ ছিলো (ضُرِبَ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি যেরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে পেশবিশিষ্ট, যা উচ্চারণে কঠিন। তাই যেহেতু ياء এর বামে যের চায় সেহেতু ياء এর যেরকে স্থানান্তর করে باء এর নীচে দেয়ায় بِيْعَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে بِيْعَا، بِيْعُوْا، بِيْعَتْ ، بِيْعَتَا শব্দগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(১২) بِعْنَ মূলত بُيِعْنَ ছিলো। (ضُرِبْنَ ওজনের সাথে মিল রেখে)। শব্দে ياء হরফটি যেরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে পেশবিশিষ্ট, যা উচ্চারণে কঠিন। আর যেহেতু ياء তার বামে যের চায়, সেহেতু ياء -এর যেরকে স্থানান্তর করে باء -এর নীচে দেয়ায় بِيْعْنَ হয়েছে। এখন ياء এবং عين-এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে حَذْف করার ফলে بِعْنَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে بِعْتَ ، بِعْتُمَا ، بِعْتُمْ ، بِعْتِ ، بِعْتُمَا ، بِعْتُنَّ ، بِعْتُ ، بِعْنَا-এর সীগাহগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(১৩) دَعَا মূলত دَعَوَ ছিলো। শব্দে واو হরফটি হরকতযুক্ত আর তার পূর্বের হরফেও যবরবিশিষ্ট। তাই যবরের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে دَعَا হয়েছে।

(১৪) دَعُوْا মূলত دَعَوُوْا ছিলো। শব্দে واو হরফটি হরকতযুক্ত আর তার পূর্বের হরফ যবরবিশিষ্ট। তাই واو এর চাহিদা অনুযায়ী উক্ত পেশ স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফ দেয়ায় دَعُوْوا হয়েছে। এখন দুটি واو সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ১টি কে حذف করার ফলে دَعُوْا হয়েছে।

(১৫) دُعِيَ মূলত دُعِوَ ছিলো (نُصِرَ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি হরকতযুক্ত আর তার পূর্বের হরফেও যেরবিশিষ্ট। তাই যেরের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে دعي হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে নিম্ন সীগাহগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে–

دُعِيَا ، دُعِيْتُ ، دُعِيْتَا ، دُعِيْنَ، دُعِيْتَ، دُعِيْتُمَا، دُعِيْتِ، دُعِيْتُمْ ، دُعِيْتُمَا، دُعِيْتُنَّ، دَعِيْتُ، دُعِيْتُ، دُعِيْنَا

(১৬) دُعُوْا মূলত دُعِوُوْا ছিলো (نُصِرُوا ওজনে)। শব্দে واو হরফটি পেশযুক্ত আর তার পূর্বের হরফে যেরবিশিষ্ট হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন। তাই যেরের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে دُعِيُوْا হয়েছে। এখন ياء হরফটি পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফের যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন তাই ياء-এর হরকতকে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফে দেয়ায় دُعُيْوْا হয়েছে। এবার واو ও ياء দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে حذف করার ফলে دُعُوْا হয়েছে।

(১৭) رَمٰي মূলত رَمَيَ ছিলো (ضرب ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি হরকতযুক্ত আর তার পূর্বের হরফেও যবরবিশিষ্ট। তাই ياء এর পূর্বের হরফের যবরের চাহিদা অনুযায়ী الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে رَمٰى হয়েছে।

(১৮) رَمَوْا মূলত رَمَيُوْا ছিলো (ضَرَبُوْا ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফেও যবর। তাই ياء এর পূর্বের হরফের যবরের চাহিদা অনুযায়ী ياء কে ألف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে رَمَاْوْا হয়েছে। এখন ألف এবং واو এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় الف কে حذف করার ফলে رَمَوْا হয়েছে।

(১৯) رَمَتْ মূলত رَمَيَتْ ছিলো (ضَرَبَتْ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফেও যবর। তাই ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে رَمَات হয়েছে। এখন الف এবং تاء এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় الف কে حذف করার ফলে رَمَتْ হয়েছে।

رَمَتْ - وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ। এর সাথে اَلِفْ যোগ করে رَمَتَا গঠন করা হয়েছে। এ বহসের উল্লিখিত সীগাহগুলোর ছাড়া বাকী সীগাহগুলোর মধ্যে تَعْلِيْل হয় না। এ বহসে মাত্র ১টি সীগাহর تَعْلِيْل হয়।

(২০) رُمُوْا মূলত رُمِيُوْا ছিলো (ضربوا ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই ياء এর পেশকে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফের দেয়ায় رُمُيْوْا হয়েছে। এবার ياء এবং واو এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে حذف করার ফলে رُمُوْا হয়েছে।

تَدْرِيْبَاتٌ

(أ) **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১। دَعَا এবং دَعْنَ এর তালীল করার নিয়ম লেখ।

২। بِيْعَ এবং بِعْتُمَا এর তালীলের নিয়ম বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৩। رَمَيَا ও رَمَيْتُمْ এর তালীলের নিয়মাবলি আলোচনা কর।

৪। خِيْفَ ও خِفْتُنَّ এর তালীল কর।

(ب) নিম্নোক্ত শব্দগুলো তালীল হবার পূর্বে কিরূপ ছিল? লেখ।

قَالُوْا، قِيْلَتَا، دَعْنَا، خَافَتَا، رَمَيَا، رُمْتُمْ

(ج) নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং তা থেকে فعل ماضي এর معتل عين واوي এর শব্দগুলো বের করে তা তালীলের নিয়ম বর্ণনা কর–

وَكَانَ هٰذَا الإِعْلاَنُ أَوَّلَ إِعْلاَنٍ قَوِيٍّ بِالدَّعْوَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ وَبِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَعْلَنَهُ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَكَّةَ فِيْ أَرْضٍ لَيْسَتْ أَرْضُهُ وَدَارٍ لَيْسَتْ دَارُهُ وَلَمْ تَنَمْ عَيْنُهُ حَتَّى فَعَلَ مَا يُرِيْدُ. وَهُنَا أَقْبَلَ الْمُشْرِكُوْنَ عَلَى أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَضَرَبُوْهُ بِقُوَّةٍ حَتَّى كَادَ يَمُوْتَ. ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ وَقَفَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَلَمْ يَقِفْ لِسَانُهُ بَلْ ظَلَّ يَقُوْلُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ : تَصْرِيْفُهُ

ফে'লে মুযারে ও তার রূপান্তর

مُعْتَل শব্দ থেকে فِعْل مُضَارِعْ-এর রূপান্তর পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হল-

(ক) مُعْتَلْ عَيْن وَاوِيْ (أَجْوَف وَاوِيْ)-এর শব্দ اَلْقَوْلُ মাসদার (বাবে نَصَرَ، يَنْصُرُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা -

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
يَقُوْلُ	يَقُوْلاَنِ	يَقْوُلُ	يَقْوُلاَنِ	يُقَالُ	يُقَالاَنِ	يُقْوَلُ	يُقْوَلاَنِ
يَقُوْلُوْنَ	تَقُوْلُ	يَقْوُلُوْنَ	تَقْوُلُ	يُقَالُوْنَ	تُقَالُ	يُقْوَلُوْنَ	تُقْوَلُ
تَقُوْلاَنِ	يَقُلْنَ	تَقْوُلاَنِ	يَقْوُلْنَ	تُقَالاَنِ	يُقَلْنَ	تُقْوَلاَنِ	يُقْوَلْنَ
تَقُوْلُ	تَقُوْلاَنِ	تَقْوُلُ	تَقْوُلاَنِ	تُقَالُ	تُقَالاَنِ	تُقْوَلُ	تُقْوَلاَنِ
تَقُوْلُوْنَ	تَقُوْلِيْنَ	تَقْوُلُوْنَ	تَقْوُلِيْنَ	تُقَالُوْنَ	تُقَالِيْنَ	تُقْوَلُوْنَ	تُقْوَلِيْنَ
تَقُوْلاَنِ	تَقُلْنَ	تَقْوُلاَنِ	تَقْوُلْنَ	تُقَالاَنِ	تُقَلْنَ	تُقْوَلاَنِ	تُقْوَلْنَ
أَقُوْلُ	نَقُوْلُ	أَقْوُلُ	نَقْوُلُ	أُقَالُ	نُقَالُ	أُقْوَلُ	نُقْوَلُ

(খ) مُعْتَلْ عَيْن وَاوِيْ (أَجْوَف وَاوِيْ) -এর শব্দ اَلْـخَوْفُ মাসদার (বাবে سَمِعَ، يَسْمَعُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
يَخَافُ	يَخَافَانِ	يَخْوَفُ	يَخْوَفَانِ	يُخَافُ	يُخَافَانِ	يُخْوَفُ	يُخْوَفَانِ
يَخَافُوْنَ	تَخَافُ	يَخْوَفُوْنَ	تَخْوَفُ	يُخَافُوْنَ	تُخَافُ	يُخْوَفُوْنَ	تُخْوَفُ
تَخَافَانِ	يَخَفْنَ	تَخْوَفَانِ	يَخْوَفْنَ	تُخَافَانِ	يُخَفْنَ	تُخْوَفَانِ	يُخْوَفْنَ
تَخَافُ	تَخَافَانِ	تَخْوَفُ	تَخْوَفَانِ	تُخَافُ	تُخَافَانِ	تُخْوَفُ	تُخْوَفَانِ
تَخَافُوْنَ	تَخَافِيْنَ	تَخْوَفُوْنَ	تَخْوَفِيْنَ	تُخَافُوْنَ	تُخَافِيْنَ	تُخْوَفُوْنَ	تُخْوَفِيْنَ
تَخَافَانِ	تَخَفْنَ	تَخْوَفَانِ	تَخْوَفْنَ	تُخَافَانِ	تُخَفْنَ	تُخْوَفَانِ	تُخْوَفْنَ
أَخَافُ	نَخَافُ	أَخْوَفُ	نَخْوَفُ	أُخَافُ	نُخَافُ	أُخْوَفُ	نُخْوَفُ

(গ) مُعْتَلْ عَيْن (أَجْوَف يَائِيْ)-এর শব্দ اَلْبَيْعُ মাসদার (বাবে ضَرَبَ، يَضْرِبُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ				تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ			
صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ	
يُبْيَعَانِ	يُبْيَعُ	يُبَاعَانِ	يُبَاعُ	يَبْيِعَانِ	يَبْيِعُ	يَبِيْعَانِ	يَبِيْعُ
تُبْيَعُ	يُبْيَعُوْنَ	تُبَاعُ	يُبَاعُوْنَ	تَبْيِعُ	يَبْيِعُوْنَ	تَبِيْعُ	يَبِيْعُوْنَ
يُبْيَعْنَ	تُبْيَعَانِ	يُبَعْنَ	تُبَاعَانِ	يَبْيِعْنَ	تَبْيِعَانِ	يَبِعْنَ	تَبِيْعَانِ
تُبْيَعَانِ	تُبْيَعُ	تُبَاعَانِ	تُبَاعُ	تَبْيِعَانِ	تَبْيِعُ	تَبِيْعَانِ	تَبِيْعُ
تُبْيَعِيْنَ	تُبْيَعُوْنَ	تُبَاعِيْنَ	تُبَاعُوْنَ	تَبْيِعِيْنَ	تَبْيِعُوْنَ	تَبِيْعِيْنَ	تَبِيْعُوْنَ
تُبْيَعْنَ	تُبْيَعَانِ	تُبَعْنَ	تُبَاعَانِ	تَبْيِعْنَ	تَبْيِعَانِ	تَبِعْنَ	تَبِيْعَانِ
نُبْيَعُ	أُبْيَعُ	نُبَاعُ	أُبَاعُ	نَبْيِعُ	أَبْيِعُ	نَبِيْعُ	أَبِيْعُ

(ঘ) معتل لام (ناقص واوي)-এর শব্দ اَلدُّعَاءُ মাসদার (বাবে يَنْصُرُ، نَصَرَ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ				تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ			
صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ	
يُدْعَوَانِ	يُدْعَوُ	يُدْعَيَانِ	يُدْعٰى	يَدْعُوَانِ	يَدْعُوُ	يَدْعُوَانِ	يَدْعُوْ
تُدْعَوُ	يُدْعَوُوْنَ	تُدْعٰى	يُدْعَوْنَ	تَدْعُوُ	يَدْعُوُوْنَ	تَدْعُوْ	يَدْعُوْنَ
يُدْعَوْنَ	تُدْعَوَانِ	يُدْعَيْنَ	تُدْعَيَانِ	يَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	يَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ
تُدْعَوَانِ	تُدْعَوُ	تُدْعَيَانِ	تُدْعٰى	تَدْعُوَانِ	تَدْعُوُ	تَدْعُوَانِ	تَدْعُوْ
تُدْعَيِيْنَ	تُدْعَوُوْنَ	تُدْعَيْنَ	تُدْعَوْنَ	تَدْعُوِيْنَ	تَدْعُوُوْنَ	تَدْعِيْنَ	تَدْعُوْنَ
تُدْعَوْنَ	تُدْعَوَانِ	تُدْعَيْنَ	تُدْعَيَانِ	تَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ
نُدْعَوُ	أُدْعَوُ	نُدْعٰى	أُدْعٰى	نَدْعُوُ	أَدْعُوُ	نَدْعُوْ	أَدْعُوْ

(ঙ) مُعْتَلُ لَام (نَاقِص يَائِي) এর শব্দ اَلرَّمْيُ মাসদার (বাবে ضَرَبَ، يَضْرِبُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ				تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ			
صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ	
يُرْمَيَانِ	يُرْمَيُ	يُرْمَيَانِ	يُرْمٰى	يَرْمِيَانِ	يَرْمِيُ	يَرْمِيَانِ	يَرْمِيْ
تُرْمَيُ	يُرْمُوْنَ	تُرْمٰى	يُرْمَوْنَ	تَرْمِيُ	يَرْمِيُوْنَ	تَرْمِيْ	يَرْمُوْنَ
يُرْمَيْنَ	تُرْمَيَانِ	يُرْمَيْنَ	تُرْمَيَانِ	يَرْمِيْنَ	تَرْمِيَانِ	يَرْمِيْنَ	تَرْمِيَانِ
تُرْمَيَانِ	تُرْمَيُ	تُرْمَيَانِ	تُرْمٰى	تَرْمِيَانِ	تَرْمِيُ	تَرْمِيَانِ	تَرْمِيْ
تُرْمَيْنَ	تُرْمَوُوْنَ	تُرْمَيْنَ	تُرْمَوْنَ	تَرْمِيِيْنَ	تَرْمِيُوْنَ	تَرْمِيْنَ	تَرْمُوْنَ
تُرْمَيْنَ	تُرْمَيَانِ	تُرْمَيْنَ	تُرْمَيَانِ	تَرْمِيْنَ	تَرْمِيَانِ	تَرْمِيْنَ	تَرْمِيَانِ
نُرْمَيُ	أُرْمَيُ	نُرْمٰى	أُرْمٰى	نَرْمِيُ	أَرْمِيُ	نَرْمِيْ	أَرْمِيْ

উল্লিখিত শব্দাবলিতে কী ধরনের তালীল বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল–

(১) يَقُوْلُ মূলত يَقْوُلُ ছিলো। حَرْفُ عِلَّةٍ - وَاوْ টি হরকতবিশিষ্ট আর এর পূর্বাক্ষর حَرْفُ صَحِيْح قَاف টি سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতটি তার পূর্বাক্ষর قَافْ এ দেয়ার ফলে يَقُوْلُ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে تَعْلِيْل সীগাগুলোর تَقُوْلُ أَقُوْلُ، تَقُوْلِيْنَ، تَقُوْلُوْنَ، تَقُوْلاَنِ، تَقُوْلُ، يَقُوْلُوْنَ، يَقُوْلاَنِ হয়ে থাকে।

(২) يَقُلْنَ মূলত يَقْوُلْنَ ছিলো। واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও حَرَكَةٌ বিশিষ্ট; আর তার পূর্বাক্ষর قاف টি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ। তাই উক্ত واو এর حَرَكَةٌ কে স্থানান্তর করে قَاف এর উপর দেয়ায় يَقُوْلْنَ হয়েছে। এখন واو এবং لام দুটি سَاكِنْ বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় পড়া অসম্ভব, তাই واو কে حَذْف বা বিলুপ্ত করার ফলে يَقُلْنَ হয়েছে।

(৩) يُقَالُ মূলত يُقْوَلُ ছিলো। واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٍ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বাক্ষর قاف টি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই উক্ত واو এর حركة কে স্থানান্তরিত করে قاف এ দেয়ায় يُقَوْلُ হয়েছে। এখন واو টি سَاكِنْ বিশিষ্ট আর তার পূর্বাক্ষর যবর অথচ নিয়মানুযায়ী

যবর তার বামে اَلِفْ চায়, তাই واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করায় يُقَالُ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে يُقَالاَنِ ، يُقَلْنَ، يُقَالُوْنَ، تُقَالُ، تُقَالاَنِ، تُقَالُوْنَ، تُقَالِيْنَ، تُقَالُ ، أُقَالُ ও نُقَالُ সীগাহগুলোর تَعْلِيْل হয়।

(৪) يُقَلْنَ মূলত يُقْوَلْنَ ছিলো। واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও حَرَكَة বিশিষ্ট আর তার পূর্বের قاف হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই وَاوْ-এর حركة কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের قَافْ এ দেয়ায় يَقُوْلْنَ হয়েছে। এখন واو এবং لام দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় وَاوْ কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে يُقَلْنَ হয়েছে।

(৫) يَخَافُ মূলত يَخْوَفُ ছিলো (يَسْمَعُ ওজনে)। وَاوْ –حَرْفُ عِلَّةٌ টি হরকত বিশিষ্ট আর এর পূর্বের হরফ خَاءْ – حَرْفُ صَحِيْح টি ساكن বিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতটি তার পূর্বের হরফে خاء এ দেওয়ার ফলে يَخُوْفُ হয়েছে। واو হরফটি মূলত যবরযুক্ত ছিলো আর বর্তমানে তার পূর্বের হরফ যবরযুক্ত। তাই واو কে যবর এর চাহিদার আলোকে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে يَخَافُ হয়েছে। অনুরূপ নিয়মে يَخَافَانَ ، يَخَافُوْنَ ، يَخَافِيْنَ ، أَخَافُ ، نَخَافُ সীগাহগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(৬) يَخَفْنَ মূলত يَخْوَفْنَ ছিলো (يَسْمَعْنَ ওজনে)। শব্দে وَاوْ হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও حَرَكَة বিশিষ্ট; আর তার পূর্বাক্ষর خَاءْ টি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই উক্ত واو এর حَرْكَة কে স্থানান্তর করে خَاءْ এর উপর দেয়ায় يَخُوْفْنَ হয়েছে। এখন واو এবং لام দুটি سَاكِنْ বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় পড়া অসম্ভব, তাই واو কে حَذْف বা বিলুপ্ত করার ফলে يَخَفْنَ হয়েছে।

(৭) يُخَافُ মূলত يُخْوَفُ ছিলো (يُسْمَعُ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি حَرْفُ عِلَّة হওয়া সত্ত্বেও হরকত বিশিষ্ট আর তার পূর্বাক্ষর خاء টি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই উক্ত واو এর حَرْكَة কে স্থানান্তরিত করে خَاء এ দেয়ায় يُخُوْفُ হয়েছে। এখন واو টি سَاكِنْ বিশিষ্ট আর তার পূর্বাক্ষর যবর অথচ নিয়মানুযায়ী যবর তার বামে الف চায়, তাই واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করায় يُخَافُ হয়েছে। অনুরূপ নিয়মে يُخَافَانِ ، يُخَافُوْنَ ، تُخَافُ ، تُخَافَانِ ، تُخَافُوْنَ ، تُخَافِيْنَ ، أُخَافُ ও نُخَافُ সীগাগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(৮) يَخَفْنَ মূলত : يَخْوَفْنَ ছিলো (يُسْمَعْنَ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও واو বিশিষ্ট আর তার পূর্বাক্ষর خاء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই حَرَكَة এর حَرَكَةٌ কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বাক্ষর خاء এ দেয়ায় يَخُوْفْنَ হয়েছে। এখন واو এবং লাম দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় واو কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে يَخَفْنَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে تُخَفْنَ এর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(৯) يَبِيْعُ মূলত يَبْيِعُ ছিলো (يَضْرِبُ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفُ عِلَّة হওয়া সত্ত্বেও حركة বিশিষ্ট। আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও ساكن বিশিষ্ট। তাই ياء এর حَرَكَةٌ কে স্থানান্তর করে তার পূর্বের باء এ দেয়ায় يَبِيْعُ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে يَبِيْعُوْنَ ، يَبِيْعَانِ ، تَبِيْعُ ، تَبِيْعَانِ ، تَبِيْعُوْنَ، تَبِيْعِيْنَ ، أَبِيْعُ ، نَبِيْعُ সীগাহগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(১০) يَبِعْنَ মূলত يَبْيِعنَ ছিলো (يَضْرِبْنَ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও حَرَكَةٌ বিশিষ্ট। আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই ياء এর حركة কে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফ باء এ দেয়ায় يَبِيْعْنَ হয়েছে। এখন ياء ও عين বর্ণ দুটি سَاكِنْ হওয়ায় ياء কে حَذْف করা হলে يَبِعْنَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে تَبِعْنَ এর تعليل ও হয়ে থাকে।

(১১) يُبَاعُ মূলত يُبْيَعُ ছিলো। (يُضْرَبُ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও حَرَكَة বিশিষ্ট। আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই ياء এর حَرَكَةٌ কে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফ باء এ দেয়ায় يُبَيْعُ হয়েছে। ياء মূলত যবরযুক্ত ছিলো এখন তার পূর্বের হরফে যবরযুক্ত হওয়ায় উক্ত ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে يُبَاعُ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে নিম্নোক্ত সীগাহগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে–

نُبَاعُ ، أُبَاعُ ، تُبَاعِيْنَ ، تُبَاعُوْنَ ، نُبَاعَانِ ، تُبَاعُ، يُبَاعُوْنَ ، يُبَاعَانِ

(১২) يَبْعَنَ মূলত يَبْيَعْنَ ছিলো। (يَضْرَبْنَ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفُ عِلَّة হওয়া সত্ত্বেও ياء সাকিন বিশিষ্ট। আর তার পূর্বের হরফটি باء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই حركة এর حركة কে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফ এ باء দেয়ায় يُبَيْعْنَ হয়েছে। ياء হরফটি যবরবিশিষ্ট ছিল। আর এখন তার পূর্বের হরফও যবর বিশিষ্ট হয়েছে তাই ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে ফলে يُبَاْعْنِ হয়েছে। এখন الف এবং عين দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় الف কে حذف করার ফলে يُبَعْنَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে تُبَعْنَ এর تعليل হয়ে থাকে।

(১৩) يَدْعُوْ মূলত يَدْعُوُ ছিলো (يَنْصُرُ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি পেশযুক্ত আর তার পূর্বের হরফ পেশবিশিষ্ট বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই عين এর পেশ এর চাহিদা অনুযায়ী বামের واو টিকে সাকিন করার ফলে يَدْعُوْ হয়েছে। অনুরূপভাবে تَدْعُوْ – أَدْعُوْ এবং نَدْعُوْ এর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(১৫) يَدْعُوْنَ মূলত يَدْعُوُوْنَ ছিলো (يَنْصُرُوْنَ ওজনে)। প্রথমত يَدْعُو শব্দের تَعْلِيْل-এর নিয়মে واو কে সাকিন করায় يَدْعُوْوْنَ হয়েছে। এবার দুটি সাকিনবিশিষ্ট واو একত্রিত হওয়ায় একটিকে حذف করার ফলে يَدْعُوْنَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে تَدْعُوْنَ এর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(১৬) تَدْعِيْنَ মূলত تَدْعُوِيْنَ ছিলো। (تَنْصُرِيْنَ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি যেরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে পেশ বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই واو এর যেরকে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফে দেয়ায় تَدْعِوْيِنَ হয়েছে। এবার واو এবং ياء এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় واو টিকে حذف করার ফলে تَدْعِيْنَ হয়েছে।

(১৭) يُدْعٰى মূলত يُدْعَوُ ছিলো (يَنْصَرُ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি مَاضِي তে তৃতীয় স্থানে ছিল। এখন তা চতুর্থ স্থানে পতিত হওয়ায় ياء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে يُدْعَيُ হয়েছে। এবার ياء টি حَرَكَةْ যুক্ত আর তার পূর্বের হরফে যবরবিশিষ্ট। তাই ياء হরফটি তার পূর্বের হরফের যবরের চাহিদানুযায়ী الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে يُدْعٰى হয়েছে। এ নিয়মে تُدْعى – أُدْعى ও ندعى এর تَعْلِيل হয়ে থাকে।

(১৮) يَدْعَوْنَ মূলত يَدْعَوُوْنَ ছিলো (يَنْصَرُوْنَ ওজনে)। يَدْعٰى শব্দের تَعْلِيْل এর নিয়মে প্রথমে واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করার পর ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করায় يَدْعَاْوْنَ হয়েছে। এবার الف এবং واو এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় الف কে حَذْف করার ফলে يَدْعَوْنَ হয়েছে।

(১৯) يَرْمِي মূলত يَرْمِيُ ছিলো (يَضْرِبُ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই ياء এর চাহিদার ভিত্তিতে ياء কে সাকিন করায় يَرْمِيْ হয়েছে। অনুরূপভাবে تَرْمِى এর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(২০) يَرْمُوْنَ মূলত يَرْمِيُوْنَ ছিলো। (يَضْرِبُوْنَ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফ যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই ياء এর হরকতকে স্থানান্তর করে পূর্বের হরফে দেওয়ায় يَرْمُيْوْنَ হয়েছে। এখন ياء এবং واو এ দুটি বর্ণ সাকিন হওয়ায় ياء কে حَذْف করা হলে يَرْمُوْنَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে تَرْمُوْنَ এর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(২১) تَرْمِيْنَ মূলত تَرْمِيِيْنَ ছিলো (تَضْرِبِيْنَ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি যেরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই যেরের চাহিদানুযায়ী ياء কে সাকিন করা হয়েছে। এবার দুটি ياء একত্রে সাকিন হওয়ায় একটি বিলুপ্ত করা হয়েছে ফলে تَرْمِيْنَ হয়েছে।

(২২) يُرْمٰى মূলত يُرْمَيُ ছিলো (يُضْرَبُ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি হরকতযুক্ত আর তার পূর্বের হরফ যবর বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই যবরের চাহিদানুযায়ী ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে يرمى হয়েছে। এ নিয়মে نُرْمٰى ও أُرْمٰى - تُرْمٰى এর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(২৩) يُرْمَوْنَ মূলত يُرْمَيُوْنَ ছিলো (يُضْرَبُوْنَ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের حرف এ যবর বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই যবরের চাহিদানুযায়ী ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে يُرْمَاْوْنَ হয়েছে। এবার الف এবং واو এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় الف কে বিলুপ্ত করার ফলে يُرْمَوْنَ হয়েছে। এ নিয়মেই تُرْمَوْنَ এর تعليل হয়।

(২৪) يُرْمَيْنَ মূলত يُرْمَيِيْنَ ছিল (يُضْرَبِيْنَ ওজনে)। এর تعليل – يُرْمَوْنَ এর تعليلএর এর মতই। শুধু واو এর স্থলে ياء বলতে হবে।

تَدْرِيْبَاتٌ

(أ) **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১। يَدْعُو এবং يَدْعُوْنَ এর তালীল করার নিয়ম লেখ।

২। يَبِيْعَانِ এবং يَخِفْنَ এর তালীলের নিয়ম বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৩। تَرْمِيَا ও أَرْمِيْ এর তালীলের নিয়মাবলি আলোচনা কর।

৪। تَدْعُوَانِ ও تَدْعِيْنَ এর তালীল কর।

(ب) **নিম্নোক্ত শব্দগুলো তালীল হবার পূর্বে কিরূপ ছিল? লেখ।**

يَرْمِيْنَ ، تُرْمِي ، يُدْعَي ، يُدْعَيَانِ، تَدْعِيْنَ، تَبِيْعَانِ، تَقُوْلِيْنَ

(ج) নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পড় এবং তা থেকে مُعْتَل عَيْن وَاوِيْ এর فِعْل مَاضِي ও فِعْل مُضَارِع-এর শব্দগুলো বের করে তার তালীলের নিয়ম বর্ণনা কর–

١- قَامَتِ الثَّقَافَةُ الإِسْلَامِيَّةُ عَلَى الإِيْمَانِ بِاللهِ وَتَوْحِيْدِهِ.

٢- يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ).

٣- وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى.

٤- اَلْمُؤْمِنُوْنَ لَا يَخَافُوْنَ اِلا اللهَ.

٥- بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ مِنْ هٰذَا السُّوْقِ.

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ

فِعْلُ الْأَمْرِ : تَصْرِيْفُهُ

ফে'লে আমর ও তার রূপান্তর

فِعْلُ الْأَمْرِ-এর পরিচয় : أَمْرٌ-এর শাব্দিক অর্থ, আদেশ করা। আর পরিভাষায়, যে فِعْل বা ক্রিয়ার মাধ্যমে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝানো হয়, তাকে فِعْلُ الْأَمْرِ বলে। যেমন- اُنْصُرْ (তুমি সাহায্য কর) এবং اِذْهَبْ (তুমি যাও)।

নিম্নে কতিপয় معتل শব্দ থেকে فِعْلُ الْأَمْرِ-এর রূপান্তর দেওয়া হল–

(ক) مُعْتَل عَيْن وَاوِيْ (أَجْوَف وَاوِي)-এর শব্দ اَلْقَوْلُ মাসদার (বাবে نَصَرَ، يَنْصُرُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা–

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ				تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ			
صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ	
لِتُقْوَلَا	لِتُقْوَلْ	لِتُقَالَا	لِتُقَلْ	اُقْوُلَا	اُقْوُلْ	قُوْلَا	قُلْ
لِتُقْوَلِيْ	لِتُقْوَلُوْا	لِتُقَالِيْ	لِتُقَالُوْا	اُقْوُلِيْ	اُقْوُلُوْا	قُوْلِيْ	قُوْلُوْا
لِتُقْوَلْنَ	لِتُقْوَلَا	لِتُقْلَنَ	لتُقَالَا	اُقْوُلْنَ	اُقْوُلَا	قُلْنَ	قُوْلَا
لِيُقْوَلَا	لِيُقْوَلْ	لِيُقَالَا	لِيُقَلْ	لِيَقْوُلَا	لِيَقْوُلْ	لِيَقُوْلَا	لِيَقُلْ
لِتُقْوَلْ	لِيُقْوَلُوْا	لِتُقَلْ	لِيُقَالُوْا	لِتَقْوُلْ	لِيَقْوُلُوْا	لِتَقُلْ	لِيَقُوْلُوْا
لِيُقْوَلْنَ	لِتُقْوَلَا	لِيُقَلْنَ	لِتُقَالَا	لِيَقْوُلْنَ	لِتَقْوُلَا	لِيَقُلْنَ	لِتَقُوْلَا
لِنُقْوَلْ	لِأُقْوَلْ	لِنُقَلْ	لِأُقَلْ	لِنَقْوُلْ	لِأَقْوُلْ	لِنَقُلْ	لِأَقُلْ

(খ) مُعْتَلْ عَيْن وَاوِيْ (أَجْوَف وَاوِيْ) এর শব্দ اَلْـخَوْفُ মাসদার (سَمِعَ، يَسْمَعُ বাবে) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা–

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
خَفْ	خَافَا	اِخْوَفْ	اِخْوَفَا	لِتُخَفْ	لِتُخَافَا	لِتُخْوَفْ	لِتُخْوَفَا
خَافُوْا	خَافِيْ	اِخْوَفُوا	اِخْوَفِيْ	لِتُخَافُوْا	لِتُخَافِيْ	لِتُخْوَفُوْا	لِتُخْوَفِيْ
خَافَا	خَفْنَ	اِخْوَفَا	اِخْوَفْنَ	لِتُخَافَا	لِتُخَفْنَ	لِتُخْوَفَا	لِتُخْوَفْنَ
لِيَخَفْ	لِيَخَافَا	لِيَخْوَفْ	لِيَخْوَفَا	لِيُخَفْ	لِيُخَافَا	لِيُخْوَفْ	لِيُخْوَفَا
لِيَخَافُوْا	لِتَخَفْ	لِيَخْوَفُوْا	لِيَخْوَفِيْ	لِيُخَافُوْا	لِتُخَفْ	لِيُخْوَفُوْا	لِتُخْوَفْ
لِتَخَافَا	لِيَخَفْنَ	لِيَخْوَفَا	لِيَخْوَفْنَ	لِتُخَافَا	لِيُخَفْنَ	لِتُخْوَفَا	لِيُخْوَفْنَ
لِأَخَفْ	لِنَخَفْ	لِأَخْوَفْ	لِنَخْوَفْ	لِأُخَفْ	لِنُخَفْ	لِأُخْوَفْ	لِنُخْوَفْ

(গ) مُعْتَلْ عَيْن يَائِـي (أَجْوَف يَائِـي)-এর শব্দ اَلْبَيْعُ মাসদার (ضَرَبَ، يَضْرِبُ বাবে) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা–

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
بِعْ	بِيْعَا	اِبْيِعْ	اِبْيِعَا	لِتُبَعْ	لِتُبَاعَا	لِتُبْيَعْ	لِتُبْيَعَا
بِيْعُوْا	بِيْعِيْ	ابْيِعُوْا	اِبْيِعِيْ	لِتُبَاعُوْا	لِتُبَاعِيْ	لِتُبْيَعُوْا	لِتُبْيَعِيْ
بِيْعَا	بِعْنَ	اِبْيِعَا	اِبْيِعْنَ	لِتُبَاعَا	لِتُبَعْنَ	لِتُبْيَعَا	لِتُبْيَعْنَ
لِيَبِعْ	لِيَبِيْعَا	لِيَبْيِعْ	لِيَبْيِعَا	لِيُبَعْ	لِيُبَاعَا	لِيُبْيَعْ	لِيُبْيَعَا
لِيَبِيْعُوْا	لِتَبِعْ	لِيَبْيِعُوْا	لِتَبْيِعْ	لِيُبَاعُوْا	لِتُبَعْ	لِيُبْيَعُوْا	لِتُبْيَعُوْا
لِتَبِيْعَا	لِيَبِعْنَ	لِتَبْيِعَا	لِيَبْيِعْنَ	لِتُبَاعَا	لِيُبَعْنَ	لِتُبْيَعَا	لِيُبْيَعْنَ
لِأَبِعْ	لِنَبِعْ	لِأَبْيِعْ	لِنَبْيِعْ	لِأُبَعْ	لِنُبَعْ	لِأُبْيَعْ	لِنُبْيَعْ

(ঘ) مُعْتَلْ لَام (نَاقِصْ وَاوِيْ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা- (يَنْصُرُ، نَصَرَ বাবে) মাসদার اَلدُّعَاءُ শব্দ এর-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ				تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ			
صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ	
لِتُدْعَيَا	لِتُدْعَى	لِتُدْعَيَا	لِتُدْعَ	أُدْعُوَا	أُدْعُوْ	أُدْعُوَا	أُدْعُ
لِتُدْعَوِىْ	لِتُدْعَوُوْا	لِتُدْعَيْ	لِتُدْعَوْا	أُدْعُوِيْ	أُدْعُوُوْا	أُدْعِي	أُدْعُوْا
لِتُدْعَيْنَ	لِتُدْعَيَا	لِتُدْعَيْنَ	لِتُدْعَيَا	أُدْعُوْنَ	أُدْعُوَا	أُدْعُوْنَ	أُدْعُوَا
لِيُدْعَيَا	لِيُدْعَى	لِيُدْعَيَا	لِيُدْعَ	لِيَدْعُوَا	لِيَدْعُوْ	لِيَدْعُوَا	لِيَدْعُ
لِتُدْعَىْ	لِيُدْعَوَا	لِتُدْعَ	لِيُدْعَوْا	لِتَدْعُوْ	لِيَدْعُوُوْا	لِتَدْعُ	لِيَدْعُوْا
لِيُدْعَوْنَ	لِتُدْعَيَا	لِيُدْعَيْنَ	لِتُدْعَيَا	لِيَدْعُوْنَ	لِتَدْعُوَا	لِيَدْعُوْنَ	لِتَدْعُوَا
لِنُدْعَىْ	لِأُدْعَىْ	لِنُدْعَ	لِأُدْعَ	لِنَدْعُوْ	لِأَدْعُوْ	لِنَدْعُ	لِأَدْعُ

(ঙ) مُعْتَلْ لَامْ (نَاقِص يَائِي) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা- (ضَرَبَ، يَضْرِبُ বাবে) মাসদার اَلرَّمْيِ শব্দ এর-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَجْهُوْلِ				تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ اَلْمُثْبَتْ لِلْمَعْرُوْفِ			
صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ	
لِتُرْمَيَا	لِتُرْمَي	لِتُرْمَيَا	لِتُرْمَ	اِرْمِيَا	اِرْمِي	اِرْمِيَا	اِرْمِ
لِتُرْمَيْ	لِتُرْمَوْا	لِتُرْمَيْ	لِتُرْمَوْا	اِرْمِيْ	اِرْمُوْا	اِرْمِيْ	اِرْمُوْا
لِتُرْمَيْنَ	لِتُرْمَيَا	لِتُرْمَيْنَ	لِتُرْمَيَا	اِرْمِيْنَ	اِرْمِيَا	اِرْمِيْنَ	اِرْمِيَا
لِيُرْمَيَا	لِيُرْمَي	لِيُرْمَيَا	لِيُرْمَ	لِيَرْمِيَا	لِيَرْمِ	لِيَرْمِيَا	لِيَرْمِ
لِتُرْمَيْ	لِيُرْمَيُوْا	لِتُرْمَ	لِيُرْمَوْا	لِتَرْمِي	لِيَرْمِيُوْا	لِتَرْمِ	لِيَرْمُوْا
لِيُرْمَيْنَ	لِتُرْمَيَا	لِيُرْمَيْنَ	لِتُرْمَيَا	لِيَرْمِيْنَ	لِتَرْمِيَا	لِيَرْمِيْنَ	لِتَرْمِيَا
لِنُرْمَيْ	لِأُرْمَيْ	لِنُرْمَ	لِأُرْمَ	لِنَرْمِ	لِأَرْمِ	لِنَرْمِ	لِأَرْمِ

উল্লিখিত শব্দাবলিতে কী ধরনের তালীল বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে, তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল –

(১) قُلْ মূলত اُقْوُلْ ছিল। واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। অথচ এর পূর্বাক্ষর قَافْ হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে قَافْ এ দেয়ায় اُقُوْلْ হয়েছে। এবার যেহেতু واو এবং لام এ দুটি سَاكِنْ বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে সেহেতু واو কে حَذف করায় أُقُلْ হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে قاف এর উপর سَاكِنْ থাকায় পড়তে সমস্যা ছিলো বিধায় هَمْزَة وَصل কে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন قاف হরফটি পেশ হওয়ায় পড়তে সমস্যা নেই তাই هَمْزَة টিকে حَذْف বা বিলুপ্ত করে দেয়ার ফলে قُلْ হয়েছে।এ নিয়মের অধীনে قُوْلَا ، قُوْلُوْا، قُوْلِـى، قُوْلَا، সীগাহগুলোর হয়ে تَعْلِيْل থাকে।

(২) قُلْنَ মূলত أُقْوُلْنَ ছিল। واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও حَرَكَةٌ বিশিষ্ট আর قاف হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তর করে পূর্বাক্ষর قاف এ দেয়ার ফলে أُقُوْلْنَ হয়েছে। এবার واو এবং لام দুটি সাকিনযুক্ত হরফ একত্রিত হওয়ায় পড়া অসম্ভব, তাই واو কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে أُقُلْنَ হল। যেহেতু প্রথমদিকে قاف সাকিনযুক্ত থাকায় পড়া সম্ভব ছিল না, তাই তার পূর্বে هَمْزَة وَصْل নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন قاف হরফটি হরকতবিশিষ্ট হওয়ায় পড়তে অসুবিধা নেই বিধায় هَمْزَة وَصْل কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে قُلْنَ হল।

(৩) لِتُقَل মূলত لِتُقْوَل ছিল। واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর এর পূর্বের قاف হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের قاف এ দেয়ায় لِتُقَوْلْ হয়েছে। এখন واو হরফটি সাকিনবিশিষ্ট এবং তার পূর্বে যবর আছে তাই যবর অনুযায়ী واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে لِتُقَالْ হয়েছে। এখন যেহেতু الف এবং لام এ দুটি ساكن বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে, সেহেতু واو কে خذف করায় لِتُقَلْ হয়েছে।

(৪) لِتُقَالاَ মূলত لِتُقْوَلاَ ছিল। শব্দে واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বাক্ষর قاف হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তর করে قاف এ দেয়ার ফলে لِتُقَوْلاَ হয়েছে। এবার واو টি সাকিনবিশিষ্ট আর তার পূর্বাক্ষর যবরবিশিষ্ট। তাই যবর অনুযায়ী واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে لِتُقَالاَ হয়েছে।

(৫) لِيَقُلْ মূলত لِيَقُوْلْ ছিল। শব্দে واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বাক্ষরটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই واو-এর حركة কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বাক্ষর قاف এ দেয়ার ফলে لِيَقُوْلْ হয়েছে। এবার যেহেতু واو এবং لام দুটি সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে, যা পড়া অসম্ভব সেহেতু واو কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে لِيَقُلْ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে لِتَقُلْ ও لِيَقُلْنَ এর تَعْلِيْل হয়ে থাকে। যার মূলরূপ হচ্ছে لِتَقُوْلْ ও لِيَقُوْلْنَ

(৬) لِيَقُوْلاَ মূলত لِيَقْوُلاَ ছিল। শব্দে واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর قاف হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তর করে قاف এ দেয়ার ফলে لِيَقُوْلاَ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে لِتَقُوْلاَ ও لِيَقُوْلُوْا এর সীগাহগুলোর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(৭) لِيُقَلْ মূলত لِيُقْوَلْ ছিল। শব্দে واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর এর পূর্বাক্ষর قاف হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বাক্ষর قاف এ দেয়ায় لِيُقَوْلْ হয়েছে। এখন واو হরফটি সাকিনবিশিষ্ট এবং তার পূর্বে যবর আছে, তাই যবর অনুযায়ী واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে لِيُقَالْ হয়েছে। যেহেতু الف এবং لام এ দুটি ساكن বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে সেহেতু الف কে حذف করায় لِيُقَلْ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে لِتُقَلْ ও لِيُقَلْنَ এর تعليل হয়ে থাকে। এর মূলরূপসমূহ যথাক্রমে لِتُقْوَلْ ও لِيُقْوَلِنَ- لِيُقَالاَ – لِيُقَالُوا ও لِتُقَالاَ এর تَعْلِيْل ও أَمْرُ الْغَائِبْ لِلْمَعْرُوْف এ বর্ণিত تَعْلِيْل এর অনুরূপ।

(৮) خَفْ মূলত اِخْوَفْ ছিল (اِسْمَعْ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। অথচ এর পূর্বের হরফ خاء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে خاء এ দেয়ায় اِخَوْفْ হয়েছে।

واو হরফটি মূলত যবরযুক্ত ছিল বর্তমানে তার পূর্বের হরফও যবরযুক্ত তাই واو কে যবরের চাহিদার আলোকে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে اِخَاف হয়েছে। এখন الف এবং فاء এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় الف কে বিলুপ্ত করায় اِخف হয়েছে। ইতঃপূর্বে প্রথম হরফ সাকিনবিশিষ্ট ছিলো বিধায় পড়ার সুবিধার্থে প্রথমে هَمْزَة وَصْل লওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রথম অক্ষরে সাকিন না থাকায় উক্ত هَمْزَة وَصْل কে বিলুপ্ত করার ফলে خَفْ হয়েছে। এ নিয়মের মতই خَفْنَ এর تعليل হয়ে থাকে। কেননা خَفْنَ মূলত اِخْوَفْنَ ছিলো।

(৯) خَفَا মূলত اِخْوَفَا ছিল (اِسْمَعَا ওজনে)। শব্দে واو হরফটি حَرْف عِلَّةْ হওয়া সত্ত্বেও حركة বিশিষ্ট আর خاء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও ساكن বিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফে خاء এ দেয়ার ফলে اِخَوْفَا হয়েছে।

واو হরফটি মূলত যবরযুক্ত ছিল বর্তমানে তার পূর্বের হরফ ও যবরযুক্ত তাই واو কে যবরের চাহিদার আলোকে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে اِخَافْ হয়েছে। যেহেতু প্রথমদিকে خاء সাকিনযুক্ত থাকায় পড়া সম্ভব ছিল না। তাই তার পূর্বে هَمْزَة وَصْل লওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন خاء হরফটি হরকত বিশিষ্ট হওয়ায় পড়তে অসুবিধা নেই বিধায় هَمْزَة وَصْل কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে خَافَا হয়েছে। অনুরূপভাবে خَافِي – خَافُوْاএ সীগাগুলোর تعليل হয়ে থাকে।

(১০) لِتُخَفْ মূলত لِتُخْوَفْ ছিল (لتسمع ওজনে)। শব্দে واو হরফটি حَرْف عِلَّةْ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর এর পূর্বের خاء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের হরফ خاء এ দেয়ায় لِتُخَوْفْ হয়েছে। এখন واو হরফটি সাকিনবিশিষ্ট এবং তার পূর্বে যবর আছে তাই যবর অনুযায়ী واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে لِتُخَاْفْ হয়েছে। যেহেতু الف এবং فاء এ দুটি ساكن বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে সেহেতু واو কে حذف করায় لِتُخَفْ হয়েছে। অনুরূপভাবে لِتُخَفْنَ ছিগায় تعليل হয়ে থাকে। لِتُخَفْنَ মূলত : لِتُخْوَفْنَ ছিল। আর পূর্বে বর্ণিত خافا ছিগার تعليل এর মতই لِتُخَافَا ، لِتُخَافُوْا ، لِتُخَافِي এর تعليل হয়ে থাকে। সীগাগুলোর মূলত যথাক্রমে لتخوفا – لتخوفوا – لتخوفي ছিল।

(১১) بِعْ মূলত اِبْيِعْ ছিল (اِضْرِبْ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفُ عِلَّة হওয়া সত্ত্বেও হরকত বিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء এ দেয়ায় اِبَيْع হয়েছে। এখন عين ও ياء দুটি সাকিনবিশিষ্ট حرف একত্রিত হওয়ায় ياء কে বিলুপ্ত করার ফলে اِبِع হয়েছে। প্রথম হরফ সাকিনবিশিষ্ট ছিলো বিধায় পড়ার সুবিধার্থে প্রথমে هَمْزَة وَصْل লওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রথম অক্ষরে সাকিন না থাকায় উক্ত هَمْزَة وَصْل কে বিলুপ্ত করার ফলে بِعْ হয়েছে। এ নিয়মের মতই بِعْنَ এর تعليل হয়ে থাকে। কেননা بِعْنَ মূলত اِبْيِعْنَ ছিল।

(১২) بِيْعَا মূলত اِبْيِعَا ছিল (اضربا ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفُ عِلَّة হওয়া সত্ত্বেও হরকত বিশিষ্ট। আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْف صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে خاء এ দেয়ায় اِبِيْعَا হয়েছে। প্রথম হরফ সাকিনবিশিষ্ট ছিল বিধায় পড়ার

সুবিধার্থে প্রথমে هَمْزَة وَصْل নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রথম অক্ষরে সাকিন না থাকায় উক্ত هَمْزَة وَصْل কে বিলুপ্ত করার ফলে بِيْعَا হয়েছে।

(১৩) لِتَبِعْ মূলত لِتُبْيِعْ ছিল (لِتُضْرِبْ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْف عِلَّةْ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْف صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই ياء এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء এ দেয়ায় لِتُبِيْعْ হয়েছে। এখন যেহেতু ياء এবং عين এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে সেহেতু ياء কে حذف করায় لِتُبِعْ হয়েছে।

(১৪) لِتُبَاعَا মূলত لِتُبْيِعَا ছিল (لِتُضْرِبَا ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفُ عِلَّةْ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء এ দেয়ায় لِتُبَيْعَا হয়েছে। এখন باء হরফটি যবরবিশিষ্ট। আর তার বাম পাশে ياء সাকিন অথচ যবর চায় তার বামে الف হওয়া। এজন্যে ياء কে الف দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে لِتُبَاعَا হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে لِتُبَاعِيْ – لِتُبَاعُوْا সীগাহগুলোর تعليل হয়ে থাকে।

(১৫) لِيَبِعْ মূলত لِيَبْيِعْ ছিল (لِيَضْرِبْ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْف عِلَّةْ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْف صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء এ দেয়ায় لِيَبِيْعْ হয়েছে। এখন ياء এবং عين এ দুটি সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে বিলুপ্ত করার ফলে لِيَبِعْ হয়েছে। অন্য সীগাহগুলোকে এ নিয়মের ওপর تعليل করতে হবে।

(১৬) لِيُبَعْ মূলত لِيُبْيَعْ ছিল (لِيُضْرَبْ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْف عِلَّةْ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْف صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই ياء এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء এ দেয়ায় لِيُبَيْعْ হয়েছে। এখন ياء এবং عين এ দুটি সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে বিলুপ্ত করার ফলে لِيُبَعْ হয়েছে। অন্য সীগাহগুলোকে এ নিয়মের ওপর تعليل করতে হবে।

(১৭) أُدْعُ মূলত أُدْعُوْ ছিল (أُنْصُرْ ওজনে)। যেহেতু নিয়ম হচ্ছে أمر-এর সীগাহর শেষাক্ষর مَجْزُوْم বা সাকিনযুক্ত হয় এবং কোনো শব্দের শেষে حَرْف عِلَّةْ হলে তা সাকিনের সময় বিলুপ্ত হয়। এ নিয়মের আলোকে واو কে বিলুপ্ত করার ফলে أُدْعُ হয়েছে।

(১৮) اُدْعِيْ মূলত اُدْعُوِي ছিল (اُنْصُرِيْ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি যেরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের পেশবিশিষ্ট বিধায় উচ্চারণে কঠিন। তাই واو এর حركة-কে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফে দেয়ায় اُدْعِوْي হয়েছে। এবার واو এবং ي দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় واو কে বিলুপ্ত করার ফলে اُدْعِيْ হয়েছে।

(১৯) لِيَدْعُ মূলত لِيَدْعُوْ ছিল। (لِيَنْصُرْ ওজনে)। এর تعليل টি اُدْعُ এর تعليل এর মতো। অনুরূপভাবে لِتَدْعُ এর تعليل হবে।

(২০) لِأَدْعُ মূলত لِأَدْعُوْ ছিল (لِأَنْصُرْ ওজনে)। আর لِنَدْعُ মূলত لِنَدْعُوْ ছিলো (لِنَنْصُرْ ওজনে)। এ শব্দ দুটির تَعْلِيْل টিও اُدْعُ এর تعليل এর মতই।

(২১) اِرْمِ মূলত اِرْمِيْ ছিল (اِضْرِبْ ওজনে)। যেহেতু নিয়ম হচ্ছে أَمْر-এর সীগাহর শেষাক্ষর مَجْزُوْم বা সাকিনযুক্ত হয় আর কোনো শব্দের শেষে حَرْفُ عِلَّةْ হলে তা সাকিনের সময় বিলুপ্ত হয়। এ নিয়মের আলোকে ياء কে বিলুপ্ত করার ফলে اِرْمِ হয়েছে।

تَدْرِيْبَاتٌ

(الف) **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১। قُوْلُوْا এবং لِتُقَلْنَ এর তালীল করার নিয়ম লেখ।

২। لِتُخَافُوْا এবং اِرْمِيْنَ এর তালীলের নিয়ম বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৩। لِيُبَعَا ও بِعِيْ এর তালীলের নিয়মাবলি আলোচনা কর।

৪। تَدْعُوَانِ এর তালীল কর।

(ب) **নিম্নোক্ত শব্দগুলো তালীল হবার পূর্বে কিরূপ ছিল ? লেখ।**

لاَ يَخَفْ ، لاَ يَخَفَا، لأَقُلْ، لِنَقُلْ، لِتُبَعَا ، لِيُبَعْن

(ج) **বাড়ির কাজ :** القيام মাসদার দ্বারা أمر حاضر معروف এর সীগাহ তৈরি কর।

اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ

فِعْلُ النَّهْيِ : تَصْرِيْفُهُ

ফে'লে নাহী ও তার রূপান্তর

فِعْلُ النَّهْيِ-এর সংজ্ঞা : যে فعل বা ক্রিয়া দ্বারা কোনো কিছু হতে বিরত থাকার জন্য বলা হয়, তাকে فِعْلُ النَّهْيِ বা নিষেধবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন- لَا تَكْذِبْ

নিম্নে কতিপয় معتل শব্দ থেকে فِعْلُ النَّهْيِ-এর রূপান্তর দেওয়া হল–

(ক) مُعْتَل عَيْن وَاوِيْ (أَجْوَف وَاوِيْ)-এর اَلْقَوْلُ মাসদার (বাবে نَصَرَ، يَنْصُرُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা–

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
لَاتَقُلْ	لَاتَقُوْلَا	لاتَقْوُلْ	لاتَقْوُلَا	لَاتُقَلْ	لَاتُقَالَا	لاتُقْوَلْ	لاتُقْوَلَا
لَاتَقُوْلُوْا	لَاتَقُوْلِيْ	لاتَقْوُلُوْا	لاتَقْوُلِيْ	لَاتُقَالُوْا	لَاتُقَالِيْ	لاتُقْوَلُوْا	لاتُقْوَلِيْ
لَاتَقُوْلَا	لَاتَقُلْنَ	لاتَقْوُلَا	لاتَقْوُلْنَ	لَاتُقَالَا	لَاتُقَلْنَ	لاتُقْوَلَا	لاتُقْوَلْنَ
لَايَقُلْ	لَا يَقُوْلَا	لايَقْوُلْ	لايَقْوُلَا	لَايُقَلْ	لَايُقَالَا	لايُقْوَلْ	لايُقْوَلَا
لَايَقُوْلُوْا	لَاتَقُلْ	لايَقْوُلُوْا	لاتَقْوُلْ	لَايُقَالُوْا	لَاتُقَلْ	لايُقْوَلُوْا	لاتُقْوَلْ
لَا تَقُوْلَا	لَا يَقُلْنَ	لاتَقْوُلَا	لايَقْوُلْنَ	لَاتُقَالَا	لَايُقَلْنَ	لاتُقْوَلَا	لايُقْوَلْنَ
لَاأَقُلْ	لانَقُلْ	لاأَقْوُلْ	لا نَقْوُلْ	لَاأُقَلْ	لَانُقَلْ	لاأُقْوَلْ	لانُقْوَلْ

(খ) مُعْتَل عَيْن وَاوِيْ (أَجْوَف وَاوِيْ)-এর اَلْخَوْفُ মাসদার (বাবে سَمِعَ، يَسْمَعُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
لَاتَخَفْ	لَاتَخَافَا	لَاتَخْوَفْ	لَاتَخْوَفَا	لَاتُخَفْ	لَا تُخَافَا	لَاتُخْوَفْ	لَاتُخْوَفَا
لَاتَخَافُوْا	لَاتَخَافِيْ	لَاتَخْوَفُوْا	لَاتَخْوَفِيْ	لَاتُخَافُوْا	لَاتُخَافِيْ	لَاتُخْوَفُوْا	لَاتُخْوَفِيْ
لَاتَخَافَا	لَاتَخَفْنَ	لَاتَخْوَفَا	لَاتَخْوَفْنَ	لَاتُخَافَا	لَاتُخَفْنَ	لَاتُخْوَفَا	لَاتُخْوَفْنَ
لَايَخَفْ	لَايَخَافَا	لَايَخْوَفْ	لَايَخْوَفَا	لَايُخَفْ	لَايُخَافَا	لَايُخْوَفْ	لَايُخْوَفَا
لَايَخَافُوْا	لَاتَخَفْ	لَايَخْوَفُوْا	لَاتَخْوَفْ	لَايُخَافُوْا	لَاتُخَفْ	لَايُخْوَفُوْا	لَاتُخْوَفْ
لَاتَخَافَا	لَايَخَفْنَ	لَاتَخْوَفَا	لَايَخْوَفْنَ	لَاتُخَافَا	لَايُخَفْنَ	لَاتُخْوَفَا	لَايُخْوَفْنَ
لَاأَخَفْ	لَانَخَفْ	لَاأَخْوَفْ	لَانَخْوَفْ	لَاأُخَفْ	لَانُخَفْ	لَاأُخْوَفْ	لَانُخْوَفْ

(গ) مُعْتَلْ عَيْن يَائِـي (أَجْوَف يَائِـي) -এর اَلْبَيْعُ এর মাসদার (বাবে ضَرَبَ، يَضْرِبُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা–

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
لَاتَبِعْ	لَاتَبِيْعَا	لَاتَبْيِعْ	لَاتَبْيِعَا	لَاتُبَعْ	لَاتُبَاعَا	لَاتُبْيَعْ	لَاتُبْيَعَا
لَاتَبِيْعُوا	لَاتَبِيْعِيْ	لَاتَبْيِعُوْا	لَاتَبْيِعِيْ	لَاتُبَاعُوْا	لَاتُبَاعِيْ	لَاتُبْيَعُوْا	لَاتُبْيَعِيْ
لَاتَبِيْعَا	لَاتَبِعْنَ	لَاتَبْيِعَا	لَاتَبْيِعْنَ	لَاتُبَاعَا	لَاتُبَعْنَ	لَاتُبْيَعَا	لَاتُبْيَعْنَ
لَايَبِعْ	لَايَبِيْعَا	لَايَبْيِعْ	لَايَبْيِعَا	لَايُبَعْ	لَايُبَاعَا	لَايُبْيَعْ	لَايُبْيَعَا
لَايَبِيْعُوْا	لَاتَبِعْ	لَايَبْيِعُوْا	لَاتَبْيِعْ	لَايُبَاعُوْا	لَاتُبَعْ	لَايُبْيَعُوْا	لَاتُبْيَعْ
لَاتَبِيْعَا	لَايَبِعْنَ	لَاتَبْيِعَا	لَايَبْيِعْنَ	لَاتُبَاعَا	لَايُبَعْنَ	لَاتُبْيَعَا	لَايُبْيَعْنَ
لَاأَبِعْ	لَانَبِعْ	لَاأَبْيِعْ	لَانَبْيِعْ	لَاأُبَعْ	لَانُبَعْ	لَاأُبْيَعْ	لَانُبْيَعْ

(ঘ) مُعْتَل لَام (نَاقِص وَاوِيْ) এর শব্দ اَلدُّعَاءُ মাসদার (বাবে يَنْصُرُ، نَصَر) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَعْرُوْفِ				تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَجْهُوْلِ			
صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ	
لَاتَدْعُ	لَاتَدْعُوَا	لَاتَدْعُوْ	لَاتَدْعُوَا	لَاتُدْعَ	لَاتُدْعَيَا	لَاتُدْعَوْ	لَاتُدْعَوَا
لَاتَدْعُوْا	لَاتَدْعِيْ	لَاتَدْعُوُوْا	لَاتَدْعُيِيْ	لَاتُدْعَوْا	لَاتُدْعَيْ	لَاتُدْعَوُوْا	لَاتُدْعَيِيْ
لَاتَدْعُوَا	لَاتَدْعُوْنَ	لَاتَدْعُوَا	لَاتَدْعُوْنَ	لَاتُدْعَيَا	لَاتُدْعَيْنَ	لَاتُدْعَوَا	لَاتُدْعَوْنَ
لَايَدْعُ	لَايَدْعُوَا	لَايَدْعُوْ	لَايَدْعُوَا	لَايُدْعٰى	لَايُدْعَيَا	لَايُدْعَوْ	لَايُدْعَوَا
لَايَدْعُوْا	لَاتَدْعُ	لَايَدْعُوُوْا	لَاتَدْعُوْ	لَايُدْعَوْا	لَاتُدْعَ	لَايُدْعَوُوْا	لَاتُدْعَوْ
لَاتَدْعُوَا	لَايَدْعُوْنَ	لَاتَدْعُوَا	لَايَدْعُوْنَ	لَاتُدْعَيَا	لَايُدْعَيْنَ	لَاتُدْعَوَا	لَايُدْعَوْنَ
لَاأَدْعُ	لَانَدْعُ	لَاأَدْعُوْ	لَانَدْعُوْ	لَاأُدْعَ	لَانُدْعَ	لَاأُدْعَوْ	لَانُدْعَوْ

(৬) مُعْتَلْ لَامْ (نَاقِصْ يَائِـي)-এর শব্দ اَلرَّمِـيُّ মাসদার (বাবে ضَرَبَ، يَضْرِبُ) দ্বারা রূপান্তরের নমুনা-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَجْهُوْلِ				تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ لِلْمَعْرُوْفِ			
صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ قَبْلَ التَّعْلِيْلِ		صُوْرَتُهُ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ	
لَاتُرْمَيَا	لَاتُرْمَيُ	لَاتُرْمَيَا	لَاتُرْمَ	لَاتَرْمِيَا	لَاتَرْمِيْ	لَاتَرْمِيَا	لَاتَرْمِ
لَاتُرْمَيِي	لَاتُرْمَيُوْا	لَاتُرْمَيْ	لَاتُرْمَوْا	لَاتَرْمِيِيْ	لَاتَرْمِيُوْا	لَاتَرْمِيْ	لَاتَرْمُوْا
لَاتُرْمَيْنَ	لَاتُرْمَيَا	لَاتُرْمَيْنَ	لَاتُرْمَيَا	لَاتَرْمِيْنَ	لَاتَرْمِيَا	لَاتَرْمِيْنَ	لَاتَرْمِيَا
لَايُرْمَيَا	لَايُرْمَ	لَايُرْمَيَا	لَايُرْمَ	لَايَرْمِيَا	لَايَرْمِيْ	لَايَرْمِيَا	لَايَرْمِ
لَاتُرْمَيْ	لَايُرْمَيُوْا	لَاتُرْمَ	لَايُرْمَوْا	لَاتَرْمِي	لَايَرْمِيُوْا	لَاتَرْمِ	لَايَرْمُوْا
لَايُرْمَيْنَ	لَاتُرْمَيَا	لَايُرْمَيْنَ	لَاتُرْمَيَا	لَايَرْمِيْنَ	لَاتَرْمِيَا	لَايَرْمِيْنَ	لَاتَرْمِيَا
لَانُرْمَيْ	لَاأُرْمَيْ	لَانُرْمَ	لَاأُرْمَ	لَانَرْمِيْ	لَاأَرْمِيْ	لَانَرْمِ	لَاأَرْمِ

উল্লিখিত শব্দাবলিতে কী ধরনের তালীল বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল-

(১) لاَ تَقُلْ মূলত لاَ تَقْوُلْ ছিল। واو হরফটি حَرْف عِلَّةْ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। অথচ এ পূর্বাক্ষর قاف হরফটি حَرْف صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে قاف এ দেয়ায় لاَ تَقُوْلْ হয়েছে। এবার যেহেতু واو এবং لام এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে সেহেতু واو কে حذف করায় لَا تَقُلْ হয়েছে।

(২) لاَ تُقَلْ মূলত لاَ تُقْوَلْ ছিল। শব্দে واو হরফটি حَرْف عِلَّةْ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর এর পূর্বের قَاف হরফটি حَرْف صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের قاف এ দেয়ায় لاَ تُقَوْلْ হয়েছে। এখন واو হরফটি সাকিনবিশিষ্ট এবং তার পূর্বে যবর আছে তাই যবর অনুযায়ী الف কে واو দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে لَا تُقَالْ হয়েছে। এখন الف এবং لام এ দুটি ساكن বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় পড়তে অসুবিধা হয়। তাই واو কে حذف করায় لاَ تُقَلْ হয়েছে।

(৩) لاَ يَقُلْ মূলত لاَ يَقْوُلْ ছিল। শব্দে واو হরফটি حَرْف عِلَّةْ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের قاف হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও سَاكِنْ বিশিষ্ট। তাই واو এর حركة কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের قاف এ দেয়ার ফলে لاَ يَقُوْلْ হয়েছে। এখন واو এবং لام দুটি সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে, যা পড়া অসম্ভব সেহেতু واو কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে لاَ يَقُلْ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে لاَ تَقُلْ ও لاَ يَقُلْنَ এর تَعْلِيْل হয়ে থাকে।

(৪) لَا يَقُوْلاَ মূলত لَا يَقْوُلاَ ছিল। শব্দে واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর قاف হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে قاف এ দেয়ার ফলে لَا يَقُوْلاَ হয়েছে। এ নিয়মে لَا يَقُوْلُوْا এবং لَا تَقُوْلُوْا এর تَعْلِيْل হয়ে থাকে। এ সীগাহগুলোর تَعْلِيْل فِعْلِ النَّهْيِ الْغَائِبِ لِلْمَجْهُوْلِ- تَعْلِيْل এর ছিগাসমূহের تَعْلِيْل এর অনুরূপ। শুধুমাত্র مَعْرُوْف এর সীগার পরিবর্তে مَجْهُوْل এর সীগাহ হবে।

(৫) لَا تَخَفْ মূলত لا تَخْوَفْ ছিল (لا تَسْمَعْ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি حَرْف عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের خاء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও ساكن বিশিষ্ট। তাই واو এর حركة কে স্থানান্তরিত করে তার পূর্বের হরফ خاء এ দেয়ার ফলে لَا تَخَوْفْ হয়েছে। এখন واو এবং فاء দুটি সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হয়েছে, যা পড়া অসম্ভব সেহেতু واو কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে لَا تَخَفْ হয়েছে।

(৬) لَاتَبِعْ মূলত لَاتَبْيِعْ ছিল (لَاتَضْرِبْ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حرف علة হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের باء হরফটি حرف صحيح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء এ দেয়ায় لَاتَبِيْعْ হয়েছে। এখন ياء এবং عين এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে বিলুপ্ত করার ফলে لَاتَبِعْ হয়েছে।

উল্লিখিত নিয়মাবলির উপর ভিত্তি করে হরফে ইল্লাত সম্বলিত অন্যান্য সকল সীগায় তালীল হবে।

تَدْرِيْبَاتٌ

(أ) **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১। لَاتَقُوْلاَ এবং لَا تَقُوْلِي এর তালীল করার নিয়ম লেখ।

২। لَاتَخَافُوْا এবং لَايَخَافَا এর তালীলের নিয়ম বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৩। لَاتَبِعْنَ ও لَا تَرْمِ এর তালীলের নিয়মাবলি আলোচনা কর।

৪। لَاتَدْعُوْ ও لَا أَدْعُ এর তালীল কর।

(ب) **নিম্নোক্ত শব্দগুলো তালীল হবার পূর্বে কিরূপ ছিলো? লেখ–**

لَا يَخَفْ ، لَا يَخَفَا، لَا أَقُلْ ، لَا تَخِفْنَ، لَا تَرْمِ ، تَدْعُ

(ج) **বাড়ির কাজ :** النوم মাসদার দ্বারা نهي غائب للمعروف এর সীগাহ তৈরি কর।

اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ

اِسْمُ الْفَاعِلِ وَاِسْمُ الْمَفْعُوْلِ : تَصْرِيْفُهُمَا

بَيَانُ اِسْمِ الْفَاعِلِ

اِسْمُ الْفَاعِلِ-এর পরিচয় :

اِسْمُ الْفَاعِلِ هُوَ اِسْمٌ مُشْتَقٌّ يَدُلُّ عَلَى الَّذِىْ فَعَلَ الْفِعْلَ

অর্থাৎ, اِسْمُ الْفَاعِلْ-এমন اِسْمُ مُشْتَقْ-কে বলে, যা এমন সত্তাকে নির্দেশ করে যিনি কাজটি সম্পাদন করেছেন। যেমন- ضَرَبَ থেকে ضَارِبٌ আবার دَرَسَ হতে دَارِسٌ ইত্যাদি।

নমুনা হিসেবে مُعْتَلْ থেকে গঠিত কতিপয় اِسْمُ الْفَاعِلْ শব্দের রূপান্তর নিম্নে দেওয়া হল–

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الْفَاعِلِ				
اَلرَّمْيُ	اَلدُّعَاءُ	اَلْبَيْعُ	اَلْـخَوْفُ	اَلْقَوْلُ
رَامٍ	دَاعٍ	بَائِعٌ	خَائِفٌ	قَائِلٌ
رَامِيَانِ	دَاعِيَانِ	بَائِعَانِ	خَائِفَانِ	قَائِلَانِ
رَامُوْنَ	دَاعُوْنَ	بَائِعُوْنَ	خَائِفُوْنَ	قَائِلُوْنَ
رَامِيَةٌ	دَاعِيَةٌ	بَائِعَةٌ	خَائِفَةٌ	قَائِلَةٌ
رَامِيَتَانِ	دَاعِيَتَانِ	بَائِعَتَانِ	خَائِفَتَانِ	قَائِلَتَانِ
رَامِيَاتٌ	دَاعِيَاتٌ	بَائِعَاتٌ	خَائِفَاتٌ	قَائِلَاتٌ

নিম্নলিখিত নিয়মের অধীনে اِسْمُ الْفَاعِلْ- এর সীগাহগুলোর تَعْلِيْل হয়। যেমন-

যদি اِسْمُ الْفَاعِلْ -এর সীগাহতে اِلِف زَائِدَة এর পরে واو কিংবা ياء হয়, তবে সে واو এবং ياء টি هَمْزَةْ -তে রূপান্তরিত হয়।

(১) قَائِلٌ মূলত قَاوِلٌ ছিল। واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةْ ইহা اِسْمُ الْفَاعِلْ এর সীগাহ اَلِفْ زَائِدَةْ এর পরে পতিত হওয়ায় নিয়মানুযায়ী هَمْزَةْ দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে قَائِلٌ হয়েছে।

(২) خَائِفٌ মূলত خَاوِفٌ ছিল। واو – حَرْفُ عِلَّةْ টি اِسْمُ الْفَاعِلْ এর اَلِفْ زَائِدَة এর পরে হওয়ায়

নিয়মানুযায়ী واو কে هَمْزَةٌ দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে خَائِفٌ হয়েছে। অনুরূপভাবে নিম্নলিখিত সীগাহগুলোর تعليل হয়ে থাকে–

خَائِفَاتٌ ، خَائِفَتَانِ ، خَائِفَةٌ ، خَائِفُوْنَ ، خَائِفَانِ

(৩) بَائِعٌ মূলত بَايِعٌ ছিল (ضارب ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি اِسْمُ الْفَاعِلْ এর اَلِفْ زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত الف এর পর প্রান্তের নিকটবর্তী স্থানে পতিত হয়েছে বিধায় নিয়ম অনুযায়ী উক্ত ياء কে هَمْزَة দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে بَائِعٌ হয়েছে। এ নিয়মের অধীনে নিম্নলিখিত সীগাহগুলোর تعليل হয়ে থাকে–

بَائِعَاتٌ ، بَائِعَتَانِ ، بَائِعَةٌ ، بَائِعُوْنَ ، بَائِعَانِ

(৪) دَاعٍ মূলত دَاعِوٌ ছিল (ناصر ওজনে)। শব্দে واو হরফটি (শব্দের শেষ প্রান্তে) পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের যেরযুক্ত হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন। তাই যেরের চাহিদানুযায়ী তার বামের واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করায় دَاعِيٌ হয়েছে, (বা دَاعِيُنْ)। এবার যের বিশিষ্ট عين অক্ষরের পরে হরকত বিশিষ্ট ياء হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন বিধায় ياء টি সাকিন করার ফলে (دَاعِين) হয়েছে দুটি। সাকিন বিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে বিলুপ্ত করায় داعن হয়েছে। যার লিখিত রূপ داع

(৫) دَاعِيَان মূলত دَاعِوَانِ ছিল (ناصران ওজনে)। শব্দে واو টি যবরবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে যের বিধায় উচ্চারণে কঠিন হওয়ায় যেরের চাহিদানুযায়ী واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে داعيان হয়েছে।

(৬) رَامٍ মূলত رَامِيٌ ছিল। যার লিখিত রূপ رَامِيُنْ হতে পারে (ضارب ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি (শব্দের শেষ প্রান্তে) পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের যেরযুক্ত হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন। তাই ميم এর যেরের চাহিদানুযায়ী তার বামের-ياء-কে সাকিন করার ফলে رَامِيْنْ হয়েছে। এবার ياء দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় ياء কে বিলুপ্ত করার ফলে رام হয়েছে।

(৭) رَامُوْنَ মূলত رَامِيُوْنَ ছিল। (ضَارِبُوْنَ ওজনে) শব্দে ياء হরফটি পেশবিশিষ্ট আর তার পূর্বের হরফে যেরযুক্ত হওয়ায় উচ্চারণে কঠিন। তাই ياء এর পেশকে স্থানান্তর করে তার পূর্বের হরফে দেয়ায় رَامُيْوَن হয়েছে। এবার ياء এবং واو এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট ياء কে বিলুপ্ত করার ফলে رَامُوْن হয়েছে।

بَيَانُ اِسْمِ الْمَفْعُوْلِ

اِسْمُ الْمَفْعُوْل-এর পরিচয় :

اِسْمُ الْمَفْعُوْل هُوَ اِسْمٌ مُشْتَقٌّ يَدُلُّ عَلٰى الَّذِىْ وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ

অর্থাৎ اِسْمُ الْمَفْعُوْل-এমন اِسْمُ مُشْتَقْ -কে বলে, যা এমন সত্তাকে নির্দেশ করে যার ওপর কর্তার ক্রিয়াটি পতিত হয়েছে। যেমন- مَنْصُوْرٌ ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় একে 'কর্মবাচক বিশেষ্য' বলে। নমুনা হিসেবে مُعْتَلْ থেকে গঠিত কতিপয় اِسْمُ الْمَفْعُوْل শব্দের রূপান্তর নিম্নে দেওয়া হল–

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الْفَاعِلِ				
اَلرَّمِيُ	اَلدُّعَاءُ	اَلْبَيْعُ	اَلْخَوْفُ	اَلْقَوْلُ
مَرْمِيٌّ	مَدْعُوٌّ	مَبِيْعٌ	مَخُوْفٌ	مَقُوْلٌ
مَرْمِيَّانِ	مَدْعُوَّانِ	مَبِيْعَانِ	مَخُوْفَانِ	مَقُوْلَانِ
مَرْمِيُّوْنَ	مَدْعُوُّوْنَ	مَبِيْعُوْنَ	مَخُوْفُوْنَ	مَقُوْلُوْنَ
مَرْمِيَّةٌ	مَدْعُوَّةٌ	مَبِيْعَةٌ	مَخُوْفَةٌ	مَقُوْلَةٌ
مَرْمِيَّتَانِ	مَدْعُوَّتَانِ	مَبِيْعَتَانِ	مَخُوْفَتَانِ	مَقُوْلَتَانِ
مَرْمِيَّاتٌ	مَدْعُوَّاتٌ	مَبِيْعَاتٌ	مَخُوْفَاتٌ	مَقُوْلَاتٌ

নিম্নলিখিত নিয়মের অধীনে اِسْمُ الْمَفْعُوْل-এর সীগাহগুলোর تَعْلِيْل হয়। যেমন-

(১) مَقُوْلٌ মূলত مَقْوُوْلٌ ছিল। শব্দে واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةْ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর তার পূর্বের قاف হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর حركة স্থানান্তর করে قاف এ দেয়ায় مَقُوْوْلٌ হয়েছে। এখন সাকিনবিশিষ্ট দুটি واو একত্রিত হওয়ায় পড়তে অসুবিধা তাই একটি واو কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে مَقُوْلٌ হয়েছে।

(২) مَخُوْفٌ মূলত مَخْوُوْفٌ ছিল (مَسْمُوْعٌ ওজনে)। শব্দে واو হরফটি حَرْفُ عِلَّةْ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট। আর তার পূর্বের خاء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর حركة স্থানান্তর করে خاء এ দেয়ায় مَخُوْوْفٌ হয়েছে। এখন সাকিনবিশিষ্ট দুটি واو একত্রিত হওয়ায় পড়তে অসুবিধা তাই একটি واو কে حذف বা বিলুপ্ত করার ফলে مَخُوْفٌ হয়েছে। অনুরূপভাবে مَخُوْفَاتٌ، مَخُوْفَتَانِ، مَخُوْفَةٌ، مَخُوْفُوْنَ، مَخُوْفَانِ তালীল হয়ে থাকে।

(৩) مَبِيْعٌ মূলত مَبْيُوْعٌ ছিল (مَضْرُوْبٌ ওজনে)। শব্দে ياء হরফটি حَرْفُ عِلَّةٌ হওয়া সত্ত্বেও হরকতবিশিষ্ট আর তার পূর্বের باء হরফটি حَرْفُ صَحِيْح হওয়া সত্ত্বেও সাকিনবিশিষ্ট। তাই واو এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে باء দেওয়ায় مَبُيْوْعٌ হয়েছে। এখন ياء এবং واو এ দুটি সাকিনবিশিষ্ট হরফ একত্রিত হওয়ায় واو কে বিলুপ্ত করার ফলে مَبُيْعٌ হয়েছে। এখন ياء টি সাকিনবিশিষ্ট বিধায় সে চায় তার ডানে যের হওয়া। তাই باء এর পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করায় مَبِيْعٌ হয়েছে।

(৪) مَرْمِيٌّ মূলত مَرْمُوْيٌ ছিল (مَضْرُوْبٌ ওজনে)। নিয়ম হল : যদি واو এবং ياء একই শব্দের মধ্যে একত্রিত হয় তবে শর্তসাপেক্ষে واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। শব্দে واو এবং ياء একই শব্দের মধ্যে একত্রিত হওয়ায় واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে مَرْمُيْيٌ হয়েছে। এবার প্রথম ياء কে দ্বিতীয় ياء-এর মধ্যে إدغام করায় مَرْمُيٌّ হয়েছে। এবার যেহেতু ياء এর চাহিদা হচ্ছে তার ডানে যের হওয়া। তাই ميم এর পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে مَرْمِيٌّ হয়েছে।

تَدْرِيْبَاتٌ

(الف) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। قَائِلَانِ এবং مَقُوْلُوْنَ এর তালীল করার নিয়ম লেখ।

২। خَائِفَاتٌ এবং مَخُوْفَانِ এর তালীলের নিয়ম বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৩। بَائِعَتَانِ ও مَبِيْعُوْنَ এর তালীলের নিয়মাবলি আলোচনা কর।

৪। مَرْمِيَّانِ ও مَرْمِيَّاتٌ এর তালীল কর।

(ب) নিম্নোক্ত শব্দগুলো তালীল হবার পূর্বে কিরূপ ছিলো ? লেখ।

دَاعِيَانِ ، مَدْعُوَتَانِ ، مَرْمِيَّاتٌ ، مَخُوْفَةٌ ، بَائِعَاتٌ

(ج) বাড়ির কাজ :

روح মাসদার দ্বারা اسم فاعل ও اسم مفعول -এর সীগাহ তৈরি কর।

اَلدَّرْسُ الْـحَادِي عَشَرَ

اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ وَالْمُتَعَدِّيْ

ফে‘লে লাযেম ও মুতা‘আদ্দী

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

(أ)

قَامَ الطِّفْلُ – শিশুটি দাঁড়াল।

نَامَ الْوَلَدُ – ছেলেটি ঘুমাল।

يَخْرُجُ الْأُسْتَاذُ مِنَ الْبَيْتِ – শিক্ষক ঘর থেকে বের হবে।

وَقَفَتْ فَاطِمَةُ عَلَى السَّقْفِ – ফাতিমা ছাদের উপর অবস্থান করল।

عَادَ الْحَاجُّ مِنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ – হজ্জব্রত পালনকারী মক্কা মুকাররামা থেকে ফিরল।

(ب)

خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ – আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

يُكْرِمُ الطَّالِبُ الْأُسْتَاذَ – ছাত্রটি শিক্ষককে সম্মান করে।

يَشْرَحُ الْمُدَرِّسُ الدَّرْسَ – শিক্ষক পাঠটি ব্যাখা করলেন।

شَكَرَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ – বালকটি পিতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

تَقْرَأُ فَاطِمَةُ الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَ – ফাতিমা কুরআন কারিম পাঠ করছে।

উপরে বর্ণিত (أ) ও (ب) অংশে বর্ণিত উদাহরণগুলোর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) অংশের নিম্নরেখাবিশিষ্ট فِعْل গুলো তার فَاعِلْ দ্বারাই পূর্ণ অর্থ প্রদান করেছে। কর্মের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু (ب) অংশের উদাহরণগুলোর নিম্ন রেখাবিশিষ্ট فِعْل এবং فَاعِلْ উল্লেখ করলে বাক্যের পূর্ণতা পায় না, সেক্ষেত্রে একটি কর্মের (مَفْعُوْل) প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই যেসব فعل-এর কর্মের (مَفْعُوْل) প্রয়োজন হয় না, তাকে فِعْل لَازِمْ বা অকর্মক ক্রিয়া বলে। আর যেসব فعل-এর কর্মের প্রয়োজন হয়, তাকে فِعْلْ مُتَعَدِّ বা সকর্মক ক্রিয়া বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

اَللُّزُوْم ও اَلتَّعَدِّيْ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে فعل দু'প্রকার। যথা–

(ক) اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ বা অকর্মক ক্রিয়া। (খ) اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيْ বা সকর্মক ক্রিয়া।

بَيَانُ الْفِعْل اللَّازِم

لَازِمْ শব্দের অর্থ আবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয়, জরুরি, অকর্মক ইত্যাদি। পরিভাষায় فِعْل لَازِمْ হল–

هُوَ الْفِعْلُ الَّذِيْ لَا يَحْتَاجُ إِلٰى مَفْعُوْلٍ بِهِ لِإِتْمَامِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ

অর্থাৎ বাক্যের অর্থে পরিপূর্ণতার জন্য যে فعل-এর مَفْعُوْل بِهِ প্রয়োজন হয় না (বরং فاعل টি فعل দ্বারাই সম্পূর্ণ হয়ে যায়।) তাকে فِعْل لَازِمْ বলে। যেমন- طَالَ (লম্বা হল) حَمُرَ (রক্তিম বর্ণ হল) حَسُنَ (মর্যাদাবান হল) كَرُمَ (সম্মানিত/উদার হল) رَاحَ (চলে গেলে) اِنْصَرَفَ (প্রস্থান করল) شَرُفَ (সুন্দর হল) ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা বলেন– وَحَسُنَ أُوْلٰئِكَ رَفِيْقًا

অর্থাৎ 'আর সাথী হিসেবে তারা কতইনা উত্তম।' (সূরা নিসা : ৬৯)

কিছু কিছু فعل একই বাক্যে কখনো لَازِمْ হয় এবং কখনো مُتَعَدِّيْ হয়। এ প্রকার فعل-টি ع কালিমায় যের বিশিষ্ট হয় এবং সাধারণত فِعْل ثُلَاثِيْ থেকে আসে। যেমন – বাবে سَمِعَ থেকে। এক্ষেত্রে فعل গুলো যদি কোনো রোগ ব্যধি, দুঃখ-শোক ইত্যাদি বোঝায়, তবে সেই فعل টি হবে فعل لازم। যেমন– مَرِضَ خَالِدٌ (খালেদ অসুস্থ হল) سَقِمَ الرَّجُلُ (লোকটি পীড়িত হল) فَرِحَ النَّاجِحُ (সফলকাম ব্যক্তি খুশি হল) فَزِعَ الطِّفْلُ (শিশুটি ভয় পেল)।

পক্ষান্তরে فعل গুলো যদি রোগ-ব্যধি, দুঃখ-শোক ইত্যাদি না বুঝিয়ে অন্যকিছু বোঝায়, তবে সেটা (একই باب থেকে আসা সত্ত্বেও) فِعْل مُتَعَدِّيْ হবে। যেমন– رَبِحَ خَالِدٌ اَلْجَائِزَةَ (খালেদ পুরস্কার লাভ করল) نَسِيَ الْمَرِيْضُ الدَّوَاءَ (অসুস্থ ব্যক্তি ঔষধ খেতে ভুলে গেল) شَرِبَ الظَّامِئُ الْمَاءَ (পিপাসার্ত পানি পান করল)।

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي

مُتَعَدِّيْ শব্দের অর্থ অতিক্রমকারী, সকর্মক ইত্যাদি। পরিভাষায় فِعْل مُتَعَدِّىْ বলা হয়–

هُوَ الْفِعْلُ الَّذِيْ يَتَعَدَّى الْفَاعِلُ إِلَى الْمَفْعُوْلِ بِهِ لِإِتْمَامِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ

অর্থাৎ বাক্যের অর্থে পরিপূর্ণতার জন্য যে فعل-এর فَاعِلْ টি مَفْعُوْل بِهِ -এর দিকে ধাবিত হয়, তাকে فِعْل مُتَعَدِّىْ বলে। অর্থাৎ যে فعل-এর অর্থ পরিপূর্ণ করার জন্য مَفْعُوْل بِهِ আবশ্যক। যেমন– أَكَلَ الْجَائِعُ الطَّعَامَ (ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাবার খেল) كَسَرَ الْمُهْمِلُ الزُّجَاجَ (অমনোযোগী ব্যক্তি কাঁচ ভাঙ্গল)।

اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيْ-এর প্রকার :

فِعْل مُتَعَدِّىْ তিন প্রকার। যথা–

১. এমন فِعْل যা একটি মাত্র مَفْعُوْل بِهِ-এর দিকে সম্প্রসারিত। এর আলোচনা مَفْعُوْل بِهِ-এর অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

২. এমন فِعْل যা একই সাথে দুটি مَفْعُوْل بِهِ-এর দিকে সম্প্রসারিত হয়। এ প্রকারের فِعْل مُتَعَدِّيْ আবার দু ভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. এমন দুটি مَفْعُوْل به-এর দিকে সম্প্রসারিত, যাদের আসল হল مُبْتَدَأ ও خَبْر

খ. এমন দুটি مَفْعُوْل به-এর দিকে সম্প্রসারিত, যাদের আসল مُبْتَدَأ ও خَبْر নয়।

৩. এমন فعل যা একই সাথে তিনটি مَفْعُوْل به-এর দিকে تَعَدِّيْ বা সম্প্রসারিত হয়।

প্রথম প্রকার : যে فعل গুলো এমন দুইটি مَفْعُوْل بِهِ কে نصب দিবে, যাদের আসল مُبْتَدَأ ও خَبْر। সেগুলো হল, ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا। এ প্রকার ফে'ল আবার তিন প্রকার। যথা–

(১) أَفْعَالُ يَقِيْن তথা رَأَى، عَلِمَ، وَجَدَ، دَرى، تَعَلَّمْ، أَلْفى যেমন–

رَأَيْتُ الصِّدْقَ خَيْرَ وَسِيْلَةٍ لِلنَّجَاحِ فِـي الْحَيَاةِ.

(সততাকে আমি দেখেছি জীবনে সফলতার উত্তম মাধ্যম হিসাবে)

(২) أَفْعَالُ الرَّجْحَان তথা ظَنَّ، خَالَ، حَسِبَ، زَعِمَ، عَدَّ، حَجَا، هَبَّ যেমন–

زَعِمْتُ الدَّرْسَ سَهْلًا (পাঠটিকে সহজ মনে করেছি।)

(৩) أَفْعَالُ التَّحْوِيْل তথা صَيَّرَ، جَعَلَ، وَهَبَ، اِتَّخَذَ، تَرَكَ، رَدَّ যেমন–

جَعَلَ النَّجَّارُ الْخَشَبَ بَابًا (কাঠ মিস্ত্রী কাঠটিকে দরজায় পরিণত করল)

দ্বিতীয় প্রকার : এমন فِعْل যা এমন দুইটি مَفْعُوْل بِه-কে نَصَبْ দেয়, তবে যাদের আসল مُبْتَدَأ ও خَبَر নয়। তা নিম্নরূপ–

كَسَا যেমন : আল্লাহ বলেন– فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

(অতঃপর আমি অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি)।

سَأَلَ : যেমন– سَأَلَ الْفَقِيْرُ الْغَنِيَّ مَالًا (ফকিরটি ধনী লোকটির নিকট সম্পদ চাইল)।

أَعْطٰى : যেমন– أَعْطَيْتُ الْفَقِيْرَ رِيَالًا (আমি গরিব লোকটিকে এক রিয়াল দান করেছি)।

أَطْعَمَ : যেমন : আল্লাহ বলেন– وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا

(তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য দান করে)।

سَقٰى : যেমন– سَقَيْتُ الظَّامِئَ مَاءً (পিপাসার্ত ব্যক্তিকে আমি পানি পান করিয়েছি।

عَلَّمَ : যেমন : আল্লাহ বলেন– وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

(এবং তিনি (আল্লাহ) আদমকে শিখালেন সমস্ত বস্তু সামগ্রীর নাম)।

زَوَّدَ : যেমন– زَوَّدْتُ الْمُسَافِرَ قُوْتًا (মুসাফিরটিকে আমি খাবার সরবরাহ করেছি)।

তৃতীয় প্রকার : এমন ফে'ল যা তিনটি مَفْعُوْل به-এর দিকে ধাবিত হয়। যেমন–

أَرٰى، أَعْلَمَ ، حَدَّثَ، أَنْبَأَ، خَبَّرَ، أَخْبَرَ

তিন مَفْعُوْل بِه বিশিষ্ট فِعْل مُتَعَدِّيْ দু ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. هَمْزَةُ النَّقْل নামে অভিহিত هَمْزَةٌ কিংবা দুটি فعل যেমন : أَرٰى، أَعْلَمَ এর মাধ্যমে তিনটি مفعول এর দিকে تَعَدِّيْ বা সম্প্রসারিত হবে। যেমন : أَرٰى وَالِدُكَ زَيْدًا خَالِدًا أَخَاكَ (তোমার বাবা যায়েদকে দেখিয়েছেন তোমার ভাই খালেদকে) أَعْلَمْتُ عَلِيًّا خَالِدًا مُسَافِرًا (আমি আলিকে জানালাম যে, খালেদ মুসাফির) এই দুইটি উদাহরণে مفعول গুলোর মধ্য থেকে প্রথম مفعول টি মূলত فاعل ছিলো। তবে এটা همزة দ্বারা فعل টি تعدي বা সম্প্রসারিত হওয়ার আগে ছিলো। বাক্যটির আসল এরকম : رَأٰى زَيْدٌ خَالِدًا أَخَاكَ (যায়েদ তোমার ভাই খালেদকে দেখেছে) عَلِمَ عَلِيٌّ خَالِدًا مُسَافِرًا (আলি জানলো যে, খালেদ মুসাফির)।

কখনো কখনো أرى–فعل টি ৩টি مفعول কে نصب দিবে। যেমন আল্লাহ বলেন-

كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ

(এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে।)

পক্ষান্তরে, বাকি পাঁচটি **فعل** কোনো ধরনের মাধ্যম ছাড়াই ৩টি **مفعول**-এর দিকে **تعدي** বা সম্প্রসারিত হয়। **فعل** গুলো হল–

حَدَّثَ : যেমন- حَدَّثَ إِبْرَاهِيْمُ خَالِدًا مَوْجُوْدًا

(ইবরাহিম খবর দিয়ে বললো যে, খালেদ আছে)

نَبَّأَ : যেমন : কাব ইবনে যুহাইর বলেন–

نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ أَوْعَدَنِي : وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ مَأْمُوْل

(আমাকে খবর দেয়া হল যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে ধমক দিয়েছেন, তবে রাসূলের (সা.) নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তি প্রত্যাশিত।)

أَنْبَأَ : যেমন : أَنْبَأْتُ بَكْرًا عَلِيًّا قَادِمًا (আমি বকরকে খবর দিলাম যে, আলি আসছে।)

خَبَّرَ : যেমন : خَبَّرْتُ الطُّلَّابَ الْإِمْتِحَانَ غَدًا

(আমি ছাত্রদেরকে জানালাম যে, আগামীকাল পরীক্ষা।)

أَخْبَرَ : যেমন : أَخْبَرْتُ وَالِدِيْ عَلِيًّا قَادِمًا (আমি বাবাকে আলি আসার খবর দিলাম।)

تَدْرِيْبَاتٌ

(أ) **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১। **فعل متعدي** ও **فعل لازم** কাকে বলে ? উদাহরণসহ লেখ।

২। **فعل متعدي** কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৩। **افعال التحويل** কাকে বলে? তিনটি **أفعال التحويل** উল্লেখ কর।

(ب) **নিম্নোক্ত উদাহরণগুলো থেকে مفعول বের কর :**

فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَات، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، وَجَدْتُ الْعِلْمَ نَافِعًا. صَيَّرَ الْخَائِطُ الْقُمَاشَ ثَوْبًا، نَصَرَ خَالِدٌ بَكْرًا، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ، سَقَيْتُ الْخَالِدَ مَاءً، حَدَّثَ إِبْرَاهِيْمُ خَالِدًا مَوْجُوْدًا.

اَلدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ

خَاصِّيَّاتُ الْأَبْوَابِ

বাবের খাসিয়াতসমূহ

আরবিতে মোট ৪৩টি بَاب রয়েছে। প্রতিটি بَاب-এর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে এক بَاب কে অন্য بَاب থেকে পৃথক করা যায়। আরবি শব্দের بَاب-এর বিভিন্নতার কারণে শব্দের অর্থও বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই প্রতিটি بَاب-এর বৈশিষ্ট্য জানা না থাকলে بَاب নির্ণয় করা বেশ কঠিন। আর بَاب-এর এ বৈশিষ্ট্যকে خَاصِّيَّة বলে। ثُلَاثِي مُجَرَّدْ-এর আটটি বাবের তেমন কোনো خَاصِّيَّة নেই। তবে অন্যান্য বাবসমূহের অধিকহারে خَاصِّيَّة রয়েছে। উল্লেখযোগ্য خَاصِّيَّة গুলো হল–

১। تَعْدِيَةٌ : تَعْدِيَةٌ শব্দের অর্থ অতিক্রম করা। পরিভাষায় فِعْلُ لَازِمْ কে فِعْلُ مُتَعَدِّي তে পরিণত করাকে تَعْدِيَةٌ বলে।

২। تَصْيِيْرٌ : تَصْيِيْرٌ শব্দের অর্থ বানানো। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর فَاعِلٌ কর্তৃক مَفْعُوْل بِهِ কে উক্ত فِعْل-এর গুণে গুণান্বিত বানানোকে تَصْيِيْرٌ বলে।

৩। وِجْدَانٌ : وِجْدَانٌ শব্দের অর্থ পাওয়া। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর فَاعِلٌ কর্তৃক উক্ত فِعْل-এর مَفْعُوْل بِهِ কে فِعْل-এর গুণে গুণান্বিত পাওয়াকে وِجْدَانٌ বলে।

৪। سَلْبٌ : سَلْبٌ শব্দের অর্থ দূর করা। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর فَاعِلٌ কর্তৃক উক্ত فِعْل-এর مَفْعُوْل بِهِ থেকে فِعْل-এর মূল অক্ষরের গুণ বা অবস্থা দূর করাকে سَلْبٌ বলে।

৫। بُلُوْغٌ : بُلُوْغٌ শব্দের অর্থ পৌছা। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর فَاعِلٌ-এর উক্ত فِعْل-এর মূল অক্ষরের স্থানে বা সময়ে পৌছাকে بُلُوْغٌ বলে।

৬। صَيْرُوْرَةٌ :صَيْرُوْرَةٌ শব্দের অর্থ হওয়া। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর فَاعِلٌ-এর উক্ত فِعْل-এর মূলঅক্ষরের গুণে গুণান্বিত হওয়া বা মূল অক্ষরের স্থানে বা সময়ে কোনো কিছুর অধিকারী হওয়াকে صَيْرُوْرَةٌ বলে।

৭। مُبَالَغَةٌ : مُبَالَغَةٌ শব্দের অর্থ আধিক্য। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর فَاعِلٌ-এর উক্ত فِعْل-এর মূল অক্ষরের পরিমাণে বা অবস্থায় অধিক হওয়াকে مُبَالَغَةٌ বলে।

৮। اِبْتِدَاءٌ : اِبْتِدَاءٌ শব্দের অর্থ শুরু হওয়া। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর ثُلَاثِي مَزِيْد فِيْه-এর কোনো বাব থেকে ব্যবহার শুরু হওয়া বা ثُلَاثِي مَزِيْد فِيْه কোনো বাব থেকে নতুন অর্থে ব্যবহার শুরু হওয়াকে اِبْتِدَاءٌ বলে।

৯। قَصْرٌ : قَصْرٌ শব্দের অর্থ সংক্ষেপ করা। পরিভাষায় কোনো فِعْل-কে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহার করাকে قَصْرٌ বলে।

১০। مُوَافَقَةٌ : مُوَافَقَةٌ শব্দের অর্থ অনুরূপ হওয়া। পরিভাষায় ثُلَاثِي مَزِيْد فِيْه-এর কোনো বাবের فِعْل-এর অন্য বাবের فِعْل-এর অর্থের বা ثُلَاثِي مَزِيْد فِيْه-এর কোনো বাবের فِعْل-এর ثُلَاثِي مُجَرَّد-এর কোনো বাবের فِعْل-এর অর্থের অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক হওয়াকে مُوَافَقَةٌ বলে।

১১। تَكَلُّفٌ: تَكَلُّفٌ শব্দের অর্থ বানোয়াটি করা। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর فَاعِلٌ কর্তৃক তার নিজ সত্তাকে উক্ত فِعْل-এর মূলের দিকে নিসবত করাকে تَكَلُّفٌ বলে।

১২। مُشَارَكَةٌ : مُشَارَكَةٌ শব্দের অর্থ কোনো কাজে পরস্পর অংশগ্রহণ করা। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর فَاعِلٌ ও مَفْعُوْل بِهٖ-এর উক্ত فِعْل সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পরস্পর অংশগ্রহণ করাকে مُشَارَكَةٌ বলে।

১৩। لِيَاقَةٌ : لِيَاقَةٌ শব্দের অর্থ কোনো কিছুর যোগ্য হওয়া বা যোগ্যতা অর্জন করা। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর فَاعِلٌ-এর উক্ত فِعْل-এর মূলের অর্থের অবস্থার যোগ্য হওয়াকে لِيَاقَةٌ বলে।

১৪। طَلَبٌ : طَلَبٌ শব্দের অর্থ চাওয়া বা দাবি করা। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর فَاعِلٌ কর্তৃক مَفْعُوْل بِهٖ-এর নিকট উক্ত فِعْل-এর মূল চাওয়াকে طَلَبٌ বলে।

১৫। اِتِّخَاذٌ : اِتِّخَاذٌ শব্দের অর্থ গ্রহণ করা। পরিভাষায় কোনো فِعْل-এর فَاعِلٌ কর্তৃক مَفْعُوْل بِهٖ-কে উক্ত فِعْل-এর মূল হিসেবে গ্রহণ করাকে اِتِّخَاذٌ বলে।

বাবসমূহের خَاصِّيَاتٌ বা বৈশিষ্ট্যাবলি

نَصَرَ ، يَنْصُرُ-এর خَاصِّيَة বা বৈশিষ্ট্য :

১। لُزُوْمٌ বা অকর্মক হওয়া। যেমন– دُخُوْلٌ (প্রবেশ করা), خُلُوْدٌ (স্থায়ী হওয়া) ইত্যাদি।

২। صَيْرُوْرَةٌ হওয়া। যেমন– بَابَ الرَّجُلُ (লোকটি দারোয়ান হল)।

৩। ক্রিয়ামূল গ্রহণ করা। যেমন– ثَلَثَ زَيْدٌ اَلْمَالَ (যায়েদ সম্পদের একতৃতীয়াংশ গ্রহণ করল)

ضَرَبَ ، يَضْرِبُ-এর خَاصِّيَة বা বৈশিষ্ট্য :

১। تَعْدِيَة বা সকর্মক হওয়া। যেমন– كَسْبٌ (উপার্জন করা), مَعْرِفَةٌ (চিনা) ইত্যাদি।

২। ক্রিয়ামূল দূর করা। যেমন– حَفَيْتُ الْأَمْرَ (আমি বিষয়টির গোপনীয়তা দূর করলাম)।

৩। ক্রিয়ামূল প্রদান করা। যেমন– خَبَزْتُ فَقِيْرًا (আমি ফকিরকে রুটি দান করলাম)।

سَمِعَ ، يَسْمَعُ-এর خَاصِّيَة বা বৈশিষ্ট্য :

১। لُزُوْمٌ বা অকর্মক হওয়া। অর্থাৎ, যেসব فِعْل لَازِمْ পীড়া, আরোগ্য, শোক, আনন্দ, সৌন্দর্য ইত্যাদি নির্দেশ করে, সেগুলো অধিকাংশ সময়ে এ বাব থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন– مَرِضَ (অসুস্থ হওয়া), حَزِنَ (চিন্তিত হওয়া), فَرِحَ (আনন্দিত হওয়া) ইত্যাদি।

২। صَيْرُوْرَةٌ হওয়া। যেমন– بَابَ الرَّجُلُ (লোকটি দারোয়ান হল)।

৩। تَشْبِيْهٌ বা সাদৃশ্য করা। যেমন– أَسِدَ الرَّجُلُ (লোকটি সিংহের ন্যায় হল।)

فَتَحَ ، يَفْتَحُ-এর خَاصِّيَة বা বৈশিষ্ট্য :

১। عَيْن كَلِمَةْ অথবা لَامْ كَلِمَةْ -তে (ء – ه – ح – خ – ع – غ) حُرُوْفُ الْحَلْقِيْ-এর যে কোনো একটি হরফ থাকবে। উল্লেখ্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। যেমন- غَضَّ ، يَغُضُّ এবং سَجِيَ ، يَسْجِيْ ، رَكَنَ ، يَرْكُنُ ইত্যাদি। তবে এগুলোর ব্যবহার খুবই কম।

২। এ বাবের ফে'লগুলো সাধারণত مُتَعَدِّ হয়। যেমন– رَفْعٌ (উত্তোলন করা), قَطْعٌ (কর্তন করা) ইত্যাদি।

كَرُمَ ، يَكْرُمُ-এর خَاصِّيَّة বা বৈশিষ্ট্য :

১। لُزُوْمٌ বা অকর্মক হওয়া। অর্থাৎ, এ বাব এর সকল মাসদারই فِعْل لَازِمْ হয়।

২। এ বাবটির ফে'ল জন্মগত ও অভ্যাসগত অর্থ নির্দেশ করে।

৩। এ বাবের اِسْمُ الْفَاعِل-এর সীগাহ فَعِيْلٌ ওযনে গঠিত হয়।

بَابُ إِفْعَالٍ-এর خَاصِّيَّة বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল-

১। تَعْدِيَةٌ বা সকর্মক হওয়া। অর্থাৎ, فِعْل لَازِمْ কে فِعْل مُتَعَدٌّ করা। যেমন- جَلَسَ زَيْدٌ (যায়েদ বসল) أَجْلَسْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে বসালাম)।

২। سَلْبٌ বা মূলধাতু দূর করে দেওয়া। যেমন- أَبْخَلَ زَيْدٌ بَكْرًا (যায়েদ বকরের কৃপণতা দূর করল)।

৩। صَيْرُوْرَةٌ বা বানানো। যেমন– أَعْلَمَ زَيْدٌ بَكْرًا (যায়েদ বকরকে ইলমওয়ালা বানাল)।

৪। وِجْدَانٌ বা পাওয়া। যেমন- أَكْبَرْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে বড় দেখতে পেয়েছি)।

৫। بُلُوْغٌ বা পৌঁছা। যেমন– أَعْرَبَ الْحَاجُّ (হাজী আরবে পৌঁছেছেন)।

৬। اِبْتِدَاءٌ বা নতুনভাবে নতুন অর্থে ব্যবহার শুরু হওয়া। যেমন– نَذْرٌ (নিজের উপর ওয়াজিব করা) থেকে إِنْذَارٌ (সতর্ক করা)।

৭। لِيَاقَةٌ বা কোনো কিছুর যোগ্য হওয়া বা যোগ্যতা অর্জন করা। যেমন- أَلَامَ الرَّجُلُ (লোকটি তিরস্কারযোগ্য হল)।

৮। إِعْطَاءُ الْمَأْخَذِ বা فَاعِلٌ কর্তৃক উক্ত مَفْعُوْل بِهِ-এর فِعْل কে فِعْل-এর মূল প্রদান করা। যেমন– أَعْظَمَ زَيْدٌ الْكَلْبَ (যায়েদ কুকুরটিকে হাড় দিল)।

৯। অন্য বাবের অনুরূপ হওয়া। যেমন– أَدْجَى اللَّيْلُ ও دَجَى اللَّيْلُ (রাত অন্ধকার হয়েছে)।

১০। حَيْنُوْنَةٌ বা فَاعِلٌ কর্তৃক উক্ত فِعْل-এর মূল সময়ে পৌঁছা। যেমন– أَحْصَدَ الزَّرْعُ (ফসল কাটার সময় উপনিত হয়েছে)।

بَابُ تَفْعِيْل-এর خَاصِّيَّة বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল-

১। تَعْدِيَة বা সকর্মক হওয়া। যেমন- عَلِمَ زَيْدٌ حَقًّا (যায়েদ সত্য চিনেছে), عَلَّمْتُ زَيْدًا حَقًّا (আমি যায়েদকে সত্য চিনিয়েছি)।

২। مُبَالَغَةْ বা কোনো কাজে আধিক্য হওয়া। এটা তিনভাবে হতে পারে–

(ক) সরাসরি ফে'লের মধ্যে مُبَالَغَةْ হওয়া। যেমন– صَرَّحَ زَيْدٌ (যায়েদ খুব প্রকাশ করেছে)।

(খ) ফে'লের فَاعِلٌ-এর মধ্যে مُبَالَغَةْ হওয়া। যেমন– غَدَّرَ الْقَوْمُ (কাওম গাদ্দারী করেছে)।

(গ) مَفْعُوْل بِهِ-এর মধ্যে مُبَالَغَةْ হওয়া। যেমন– قَطَّعْتُ الثِّيَابَ (আমি কাপড়গুলো টুকরা টুকরা করেছি)।

৩। سَلْبٌ বা মূল অর্থ দূর করা। যেমন- قَذَّيْتُ عَيْنَهٗ (আমি তার চোখ থেকে ময়লা দূর করলাম)।

৪। نِسْبَةٌ বা فَاعِلٌ কর্তৃক مَفْعُوْل بِهِ কে ফে'লের মূল অর্থের দিকে সম্পৃক্ত করা। যেমন- صَدَّقْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে সত্যায়ন করেছি)।

৫। دُعَاءٌ বা প্রার্থনা করা। যেমন- حَيَّيْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে দীর্ঘজীবি হওয়ার দোআ করলাম)।

৬। صَيْرُوْرَةٌ হওয়া। যেমন– نَوَّرَتِ السَّمَاءُ (আকাশ আলোকিত হয়েছে)।

৭। بُلُوْغٌ বা পৌছা। যেমন– خَيَّمَ زَيْدٌ (যায়েদ তাবুতে পৌছেছে)।

৮। تَخْلِيْطٌ বা فَاعِلْ কর্তৃক مَفْعُوْلٌ بِهِ কে ফে'লের মূল দিয়ে সজ্জিত করা। যেমন– ذَهَّبْتُ الْإِنَاءَ (আমি পাত্রটি স্বর্ণাঙ্কিত করেছি)।

৯। قَصْرٌ বা সংক্ষেপ করা। যেমন– سَبَّحْتُ (আমি সুবহানাল্লাহ বলেছি)।

১০। إِلْبَاسٌ বা فاعل কর্তৃক مفعول به কে ফে'লের মূল পরিধান করা যেমন– جَلَّلْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে জুল পরিধান করেছি)।

بَابُ تَفَعُّل-এর خَاصَّيَّة বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল–

১। تَكَلُّفٌ বা ভান করা যেমন– تَبَصَّرَ زَيْدٌ (যায়েদ নিজেকে বসবাসকারী বলে দাবি করল)।

২। تَجَنُّبٌ বা ফে'লের মূল থেকে বেঁচে থাকা। যেমন– تَحَوَّبَ زَيْدٌ (যায়েদ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকল)।

৩। لُبْسٌ বা ফে'লের মূল পরিধান করা। যেমন– تَخَتَّمَ زَيْدٌ (যায়েদ আংটি পরিধান করেছে)।

৪। تَدْرِيْجٌ বা কোনো কিছু ধীরে ধীরে করা। যেমন– تَجَرَّعْتُ الْمَاءَ (আমি ঢক ঢক করে পানি পান করেছি)।

৫। صَيْرُوْرَةٌ হওয়া। যেমন– تَمَوَّلَ زَيْدٌ (যায়েদ মালদার হয়েছে)।

৬। مُوَافَقَةٌ বা ثُلَاثِي مُجَرَّد-এর কোনো বাবের অনুরূপ অর্থ হওয়া। যেমন– تَقَبَّلَ ও قَبِلَ (সে গ্রহণ করেছে)।

৭। نِسْبَةٌ বা فَاعِلٌ কর্তৃক مَفْعُوْل بِهِ কে ফে'লের মূল অর্থের দিকে সম্পৃক্ত করা। যেমন– (যায়েদ নিজেকে গ্রামের দিকে নিসবত করেছে)।

৮। سَلْبٌ বা মূল অর্থ দূর করা। যেমন- حَابَ (সে পাপ করল) থেকে تَحَوَّبَ (সে পাপ থেকে বিরত রইল)।

৯। شِكَايَةٌ বা فَاعِلٌ কর্তৃক ফে'লের মূলের অভিযোগ করা। যেমন– تَظَلَّمَ زَيْدٌ (যায়েদ অত্যাচারের অভিযোগ করেছে)।

১০। مُجَانَبَةٌ বা فَاعِلٌ কর্তৃক ফে'লের মূলের নিকটবর্তী হওয়া। যেমন– تَأَثَّمَ الرَّجُلُ (লোকটি পাপের নিকটবর্তী হয়েছে)।

بَاب مُفَاعَلَة-এর خَاصِّيَّة বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল–

১। مُشَارَكَةٌ বা পরস্পর অংশগ্রহণ করা। যেমন– سَابَقَ زَيْدٌ بَكْرًا (যায়েদ বকরের সাথে প্রতিযোগিতা করেছে)।

২। مُوَافَقَةٌ বা ثُلَاثِي مُجَرَّد-এর কোনো বাবের অনুরূপ অর্থ হওয়া। যেমন– سَافَرَ ও سَفَرَ (সে ভ্রমণ করেছে)।

৩। إِبْتِدَاءٌ বা নতুনভাবে ব্যবহার শুরু হওয়া। যেমন– نَدِىَ الشَّيْءُ (জিনিসটি সিক্ত হয়েছে) ও نَادَى الشَّيْءُ (জিনিসটি প্রকাশ পেয়েছে)।

৪। مُبَالَغَةٌ বা অর্থের আধিক্য নির্দেশ করা। যেমন– طَاوَلْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদের সাথে লম্বায় প্রাধান্য লাভ করেছি)।

بَابْ تَفَاعُلْ-এর خَاصِّيَّة বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল–

১। فاعل ও مفعول একই কাজে অংশ নেয়া। যেমন- تَبَاعَدَ زَيْدٌ وَبَكْرٌ (যায়েদ ও বকর পরস্পর দূরত্ব অবলম্বন করেছে)।

২। চাহিদাহীন দ্রব্য প্রাপ্তির ভান করা। যেমন- تَمَارَضَ زَيْدٌ (যায়েদ অসুস্থ হওয়ার ভান করেছে)।

৩। مُوَافَقَةٌ বা ثُلَاثِي مُجَرَّد-এর কোনো বাবের অনুরূপ অর্থ হওয়া। যেমন– عَلَى ও تَعَالَى একই অর্থ প্রদান করেছে।

৪। إِبْتِدَاءٌ বা নতুনভাবে ব্যবহার শুরু হওয়া। যেমন– بَرَكَ (বুক গেড়ে বসা) ও تَبَارَكَ (মহিমান্বিত হওয়া)।

৫। تَدْرِيْجٌ বা কোনো কিছু ধীরে ধীরে করা। যেমন– تَوَارَدَ الْقَوْمُ (দল বা লোকেরা দফায় দফায় অবতরণ করেছে)।

بَاب اِفْتِعَال-এর خَاصِّيَّة বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল–

১। একই কাজে পরস্পরের অংশগ্রহণ করা। যেমন- اِخْتَصَمَ الْقَوْمُ (কওমের লোকেরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়েছে)।

২। ক্রিয়ামূলের বিষয় গ্রহণ করা। যেমন- اِحْتَجَرَ زَيْدٌ (যায়েদ পাথর বানিয়েছে)।

৩। إِبْتِدَاءٌ বা নতুনভাবে ব্যবহার শুরু হওয়া। যেমন– سَلِمَ (সে নিরাপদ থেকেছে)। আর اِسْتَلَمَ (সে চুম্বন করেছে)।

৪। تَصَرُّفٌ বা فَاعِلٌ কর্তৃক ফে'ল অর্জনের চেষ্টা-পরিশ্রম করা। যেমন– اِكْتَسَبَ زَيْدٌ مَالًا (যায়েদ পরিশ্রম করে সম্পদ অর্জন করেছে)।

৫। مُبَالَغَةٌ বা অর্থের আধিক্য নির্দেশ করা। যেমন– اِعْتَدَّ زَيْدٌ (যায়েদ অধিক গণনা করেছে)।

৬। طَلَبٌ বা চাওয়া। যেমন– اِكْتَدَّ زَيْدٌ بَكْرًا (যায়েদ বকরের নিকট সহযোগিতা চেয়েছে)।

بَاب اِسْتِفْعَال-এর خَاصِّيَّة বা বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির বৈশিষ্ট্য হল–

১। طَلَبٌ বা কারো কাছ থেকে কোনো কিছু চাওয়া বা অনুসন্ধান করা। যেমন- اِسْتَطْعَمَنِي رَجُلٌ (লোকটি আমার নিকট খাদ্য চেয়েছে)।

২। কোনো কিছু ধারণা করা। যেমন- اِسْتَحْسَنَ خَالِدٌ (খালিদ ভাল ধারণা করল)।

৩। কাউকে কোনো গুণে গুণান্বিত পাওয়া। যেমন- اِسْتَكْرَمْتُ زَيْدًا (আমি তাকে মর্যাদাশীল পেলাম)।

৪। মূল ধাতুর অর্থ থেকে অন্য কিছুতে পরিবর্তিত হওয়া। যেমন- اِسْتَحْجَرَ الطِّيْنُ (মাটি পাথর হয়ে গেল)।

৫। قَصْرٌ বা সংক্ষেপ করা। যেমন– اِسْتَرْجَعَ زَيْدٌ (যায়েদ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন বলেছে)।

৬। تَكَلُّفٌ বা ভান করা যেমন– اِسْتَجْرَأَ الرَّجُلُ (লোকটি দুঃসাহসী হওয়ার ভান করল)।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। خَاصِّيَّة বা বৈশিষ্ট্য কাকে বলে? বাবে مفاعلة -এর خاصية গুলো কী কী? লেখ।

২। বাবে إفعال -এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

৩। বাবে فتح ও استفعال এর خاصية আলোচনা কর।

৪। বাবে نصر ও ضربএর বৈশিষ্ট্য লেখ।

৫। নিচের বাক্যগুলো পড়ো এবং باب إفعال ও باب استفعال-এর শব্দগুলো বের কর অতঃপর প্রত্যেকটি باب এর ১টি বৈশিষ্ট্য লেখ।

١- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ .

٢- أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

٣- اَللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْن.

٤- اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْن.

٥- فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ.

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ

أَوْزَانُ مَصَادِرِ الْأَفْعَالِ الثُّلَاثِيَّةِ وَبَعْضُ مَصَادِرِ الْأَبْوَابِ الْمَشْهُوْرَةِ

ছুলাছী ফে'লের মাসদারের ওযনসমূহ ও প্রসিদ্ধ বাবের কিছু মাসদার

أَوْزَانُ مَصَادِرِ الْأَفْعَالِ الثُّلَاثِيَّةِ

ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ-এর مَصْدَرْ অনেক। এগুলো শুনে শুনে জানতে হয়। এর কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন নেই। বিভিন্ন বই-পত্র, গল্প, সাহিত্য ও অভিধান পড়াশুনার মাধ্যমে ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ-এর মাসদারগুলো জানা যায়। নিচে কতিপয় অধিক প্রচলিত ওজন পেশ করা হল–

১। فِعَالَةٌ ওজনের মাসদার। এটি পেশা ও শিল্প বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত متعدي হয়। যেমন- تِجَارَةٌ (ব্যবসা করা) تَجَرَ ; زِرَاعَةٌ (চাষাবাদ করা) زَرَعَ ইত্যাদি।

২। فِعَالٌ ওজনের মাসদার। এটি নিষেধ করা অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন- نِفَارٌ (ঘৃণা করা) نَفَرَ ; جِمَاحٌ (অবাধ্য হওয়া) جَمَحَ ইত্যাদি।

৩। فَعَلَانٌ ওজনের মাসদার। এটি আন্দোলন, পরিবর্তন ও নড়াচড়া অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন - جَيَلَانٌ (ভ্রমণ করা) جَالَ ; سَيَلَانٌ (প্রবাহিত হওয়া) سَالَ ইত্যাদি।

৪। فُعَالٌ ওজনের মাসদার। এটি রোগ-ব্যাধি ও ঔষধ অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন - زُكَامٌ (সর্দি হওয়া) زَكَمَ ; سُعَالٌ (কাশি হওয়া) سَعَلَ ইত্যাদি।

৫। فُعْلَةٌ ওজনের মাসদার। এটি রং বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন-
حُمْرَةٌ (রক্তিম বর্ণ হওয়া) حَمِرَ ; خُضْرَةٌ (সবুজ বর্ণ হওয়া) خَضِرَ ইত্যাদি।

৬। فُعَالٌ أو فَعِيْلٌ ওজনের মাসদার। এটি আওয়াজ এর ধরণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন- نَبَحَ- (نُبَاحٌ)، صَهِلَ- (صَهِيْلٌ) ইত্যাদি।

৭। فَعِيْلٌ ওজনের মাসদার। এটি চলার ধরণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন–
زَمَلَ - (زَمِيْلٌ) ؛ رَحَلَ- (رَحِيلٌ) ইত্যাদি।

৮। فُعُولٌ ওজনের মাসদার। এটি অবস্থার বিভিন্নতা বোঝায়। সাধারণত لازم হয়। যেমন-
خَرَجَ- (خُرُوجٌ) ؛ هَبَطَ- (هُبُوطٌ) ইত্যাদি।

৯। فَعْلٌ وفِعَالٌ ওজনের মাসদার। এটি তৈরি ছাড়া ভিন্ন অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত لازم হয়। যেমন- صَامَ - (صِيَامٌ) ؛ نَامَ- (نَوْمٌ) ইত্যাদি।

بَعْضُ مَصَادِرِ الْأَبْوَابِ الْمَشْهُوْرَةِ

১। বাবে نَصَرَ - يَنْصُرُ :

মাসদার	অর্থ	মাসদার	অর্থ	মাসদার	অর্থ
اَلسُّكُوْتُ	চুপ করা	اَلْقِشْرُ	খোসা ছড়ানো	اَلنَّشْرُ	বিস্তার করা
اَلدُّخُوْلُ	প্রবেশ করা	اَلسُّقُوْطُ	পড়ে যাওয়া	اَلثَّخَانَةُ	গাঢ় হওয়া
اَلسَّتْرُ	গোপন করা	اَلْبُلُوْغُ	পৌছা	اَلثَّقَافَةُ	সভ্য হওয়া
اَلْقُعُوْدُ	বসা	اَلرُّقُوْدُ	শয়ন করা	اَلْفَوْزُ	সফলতা লাভ করা
اَلطَّلَبُ	অন্বেষণ করা	اَلنَّفْخُ	ফুঁ দেওয়া	اَلتِّلَاوَةُ	তিলাওয়াত করা
اَلْهَرَبُ	পলায়ন করা	اَلتَّرْكُ	ছেড়ে দেওয়া	اَلْأَخْذُ	ধরা

২। বাবে ضَرَبَ - يَضْرِبُ :

اَلْكَشْفُ	খোলা	اَلْحَرْثُ	চাষ করা	اَلنُّزُوْلُ	অবতরণ করা
اَلسَّرِقَةُ	চুরি করা	اَلْقَصْدُ	ইচ্ছা করা	اَلْكَسْبُ	উপার্জন করা
اَلْحَمْلُ	বহন করা	اَلْجُلُوْسُ	বসা	اَلْعَدْلُ	ইনসাফ করা
اَلْهَلَاكُ	ধ্বংস করা	اَلصَّبْرُ	ধৈর্য ধারণ করা	اَلْحُبُّ	মুহব্বত করা
اَلْغَلَبُ	বিজয়ী হওয়া	اَلْمَعْرِفَةُ	জানা/ চেনা	اَلْوَعْظُ	উপদেশ দেওয়া
اَلْكِذْبُ	মিথ্যা বলা	اَلصَّرْفُ	পরিবর্তন করা	اَلزِّيَادَةُ	অতিরিক্ত হওয়া

৩। বাবে فَتَحَ - يَفْتَحُ :

اَلْقَطْعُ	কাটা	اَلسَّلَامَةُ	নিরাপদ হওয়া	اَلْمَشِيْئَةُ	চাওয়া/ইচ্ছা করা
اَلظُّهُوْرُ	প্রকাশ পাওয়া	اَلْبَدْءُ	শুরু হওয়া	اَلرُّؤْيَةُ	দেখা
اَلْمَدْحُ	প্রশংসা করা	اَلْجَرْحُ	আহত করা	اَلرِّعَايَةُ	রক্ষণাবেক্ষণ করা
اَلْجُحُوْدُ	অস্বীকার করা	اَلْهِبَةُ	দান করা	اَلْوُقُوْعُ	পতিত হওয়া
اَلدَّفْعُ	দূর করা	اَلسُّؤَالُ	প্রশ্ন করা	اَلسِّبَاحَةُ	সাতার কাটা
اَلطَّبْخُ	রান্না করা	اَلْقِرَاءَةُ	পড়া	اَلصَّرْخَةُ	চিৎকার করা

৪। বাবে سَمِعَ - يَسْمَعُ :

اَلرُّكُوْبُ	আরোহণ করা	اَللَّعْنُ	অভিশাপ দেয়া	اَلْخَوْفُ	ভয় পাওয়া
اَلْبَرَاعَةُ	দক্ষ হওয়া	اَلسَّلَامَةُ	নিরাপদ হওয়া	اَلنِّسْيَانُ	ভুলিয়া যাওয়া
اَلشُّرْبُ	পান করা	اَلْقُدُوْمُ	আগমন করা	اَللِّقَاءُ	সাক্ষাৎ করা
اَلْحِفْظُ	মুখস্থ করা	اَللَّذَّةُ	স্বাদ গ্রহণ করা	اَلْفَهْمُ	উপলব্ধি করা
اَلْمَرَضُ	অসুস্থ হওয়া	اَلضَّحِكُ	হাসা	اَلنَّوْمُ	ঘুমানো

৫। বাবে كَرُمَ - يَكْرُمُ :

اَلْكَثْرَةُ	অধিক হওয়া	اَلْكَرَامَةُ	সম্মানিত হওয়া	اَلْبَصَارَةُ	দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া
اَلْعَظَامَةُ	বড় হওয়া/ মহান হওয়া	اَلْقُرْبُ	নিকটবর্তী হওয়া	اَلشَّرَافَةُ	সম্মানিত হওয়া
اَلصَّعُوْبَةُ	কঠিন হওয়া	اَلْبُعْدُ	দূরবর্তী হওয়া	اَلصُّلْحُ	সঠিক হওয়া

৬। বাবে إِفْعَالٌ :

اَلْإِعْلَامُ	জানিয়ে দেয়া	اَلْإِسْلَامُ	ইসলাম গ্রহণ করা	اَلْإِذْهَابُ	দূর করে দেয়া
اَلْإِخْرَاجُ	বহিষ্কার করা	اَلْإِهْلَاكُ	ধ্বংস করা	اَلْإِعْلَانُ	ঘোষণা দেয়া
اَلْإِبْعَادُ	দূর করা	اَلْإِرْسَالُ	প্রেরণ করা	اَلْإِكْمَالُ	পরিপূর্ণ করা
اَلْإِحْضَارُ	হাজির করা	اَلْإِطْعَامُ	আহার করানো	اَلْإِعَانَةُ	সাহায্য চাওয়া
اَلْإِنْزَالُ	অবতীর্ণ করা	اَلْإِيْجَابُ	ওয়াজিব করা	اَلْإِرَادَةُ	ইচ্ছা করা
اَلْإِغْلَاقُ	বন্ধ করা	اَلْإِجَابَةُ	জবাব দেওয়া	اَلْإِفَادَةُ	উপকার করা

৭। বাবে تَفْعِيْلٌ :

اَلتَّطْهِيْرُ	পবিত্র করা	اَلتَّصْرِيْفُ	পরিবর্তন করা	اَلتَّرْغِيْبُ	উৎসাহ প্রদান করা
اَلتَّصْدِيْقُ	সত্যবাদী বলা	اَلتَّنْبِيْهُ	পরীক্ষা করা	اَلتَّعْذِيْبُ	শাস্তি দেয়া
اَلتَّذْكِيْرُ	স্মরণ করা	اَلتَّعْجِيْلُ	তাড়াতাড়ি করা	اَلتَّرْجِيْحُ	প্রাধান্য দেয়া
اَلتَّفْتِيْشُ	তালাশ করা	اَلتَّكْمِيْلُ	পরিপূর্ণ করা	اَلتَّوْحِيْدُ	একত্ববাদী হওয়া
اَلتَّحْرِيْكُ	নাড়ানো	اَلتَّحْرِيْمُ	হারাম করা	اَلتَّجْدِيْدُ	নবায়ন করা

৮। বাবে تَفَعُّلٌ :

اَلتَّجَنُّبُ	বিরত থাকা	اَلتَّبَسُّمُ	মুচকি হাসা	اَلتَّوَسُّطُ	মধ্যখানে আসা
اَلتَّفَكُّرُ	চিন্তা করা	اَلتَّعَلُّمُ	শিক্ষার্জন করা	اَلتَّوَقُّفُ	থামা
اَلتَّكَلُّمُ	কথা বলা	اَلتَّضَرُّعُ	অনুনয় বিনয় করা	اَلتَّعَوُّذُ	আশ্রয় চাওয়া
اَلتَّقَدُّمُ	অগ্রসর হওয়া	اَلتَّحَبُّبُ	বন্ধুত্ব স্থাপন করা	اَلتَّغَنِّيْ	গান গাওয়া
اَلتَّحَسُّرُ	আক্ষেপ করা	اَلتَّكَرُّرُ	বারংবার হওয়া	اَلتَّمَنِّيْ	আকাঙ্খা করা

৯। বাবে تَفَاعُلٌ :

اَلتَّجَافِيْ	পৃথক হওয়া	اَلتَّوَاضُعُ	বিনয়ী হওয়া	اَلتَّبَاعُدُ	পরস্পর দূরে সরে যাওয়া
اَلتَّسَاوِيْ	বরাবর হওয়া	اَلتَّنَافُسُ	প্রতিযোগিতা করা	اَلتَّعَارُفُ	পরস্পর পরিচিত হওয়া
اَلتَّجَاوُزُ	অতিক্রম করা	اَلتَّشَاوُرُ	পরামর্শ করা	اَلتَّقَابُلُ	পরস্পর মুখোমুখি হওয়া

১০। বাবে مُفَاعَلَةٌ :

اَلْمُجَادَلَةُ/اَلْجِدَالُ	ঝগড়া করা	اَلْمُعَاقَبَةُ/اَلْعِقَابُ	শাস্তি দেয়া	اَلْمُشَاوَرَةُ	পরস্পর পরামর্শ করা
اَلْمُسَافَرَةُ	ভ্রমণ করা	اَلْمُخَادَعَةُ/اَلْخِدَاعُ	ধোঁকা দেয়া	اَلْمُنَاجَاةُ	নির্জনে কথা বলা
اَلْمُبَارَكَةُ	বরকত দেয়া	اَلْمُتَابَعَةُ	অনুসরণ করা	اَلْمُسَاوَاةُ	বরাবর করা
اَلْمُجَالَسَةُ	নিকটে বসা	اَلْمُخَالَفَةُ	বিরোধিতা করা	اَلْمُنَاوَلَةُ	দান করা
اَلْمُنَازَعَةُ	ঝগড়া করা	اَلْمُوَاصَلَةُ	পরস্পর মিলিত হওয়া	اَلْمُلَاقَاةُ	পরস্পর সাক্ষাৎ করা

১১। বাবে اِسْتِفْعَالٌ :

اَلْاِسْتِسْلَامُ	আনুগত্য করা	اَلْاِسْتِخْلَافُ	খলিফা বানানো	اَلْاِسْتِبْشَارُ	আনন্দিত হওয়া
اَلْاِسْتِغْفَارُ	ক্ষমা চাওয়া	اَلْاِسْتِمْتَاعُ	ভোগ করা	اَلْاِسْتِخْبَارُ	সংবাদ জিজ্ঞাসা করা
اَلْاِسْتِحْقَارُ	তুচ্ছ মনে করা	اَلْاِسْتِيْذَانُ	অনুমতি চাওয়া	اَلْاِسْتِكْمَالُ	সম্পন্ন করা
اَلْاِسْتِبْدَالُ	পরিবর্তন করা	اَلْاِسْتِحْقَاقُ	যোগ্য হওয়া	اَلْاِسْتِبْعَادُ	বিদূরিত হওয়া
اَلْاِسْتِفْهَامُ	জিজ্ঞাসা করা	اَلْاِسْتِخْدَامُ	সেবা চাওয়া	اَلْاِسْتِيْذَانُ	অনুমতি চাওয়া
اَلْاِسْتِمْدَادُ	সাহায্য চাওয়া	اَلْاِسْتِفْسَارُ	ব্যাখ্যা চাওয়া		

১২। বাবে اِفْتِعَالٌ :

اَلْاِجْتِهَادُ	প্রচেষ্টা করা	اَلْاِعْتِزَالُ	পৃথক হয়ে যাওয়া	اَلْاِحْتِمَالُ	সম্ভাবনা থাকা
اَلْاِلْتِمَاسُ	তালাশ করা	اَلْاِخْتِبَارُ	পরীক্ষা করা	اَلْاِشْتِرَاكُ	অংশগ্রহণ করা
اَلْاِنْتِخَابُ	নির্বাচন করা	اَلْاِعْتِدَادُ	হিসাব করা	اَلْاِنْتِصَارُ	বিজয় লাভ করা
اَلْاِعْتِمَادُ	আস্থা রাখা	اَلْاِغْتِمَامُ	চিন্তিত হওয়া	اَلْاِنْتِفَاعُ	উপকৃত হওয়া

تَدْرِيْبَاتٌ

(أ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ثلاثي مجرد-এর মাসদারসমূহ জানার উপায় কী? আলোচনা কর।

২। বহুল প্রচলিত ثلاثي مجرد-এর ৫টি ওজন উদাহরণসহ লেখ।

(ب) নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং তা থেকে ثلاثي مجرد-এর مَصْدَرْ বের কর :

إِنَّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ كُلَّهَا وَطَنٌ وَاحِدٌ. وَأَبْنَاؤُهَا جَمِيْعًا أُخْوَةٌ فِيْ أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ. يَعْمَلُ كُلٌّ مِّنْهُمْ لِعِزَّةِ الْإِسْلَامِ، وَخَيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ لَا فَضْلَ عِنْدَهُ لِمُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى، وَلَا اِمْتِيَازَ لِبَلَدٍ مِنْ بَلَادِ الْإِسْلَامِ عَلَى أٰخَرِ بِسَبَبِ الْمَوْقَعِ، أَوِ الْجِنْسِ، أَوِ اللَّوْنِ، أَو اللغة أَوْ غَيْرِهَا.وَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يُصْبِحُوْا وَحْدَةً مُتَكَاتِفَةً، يَضَعُ كُلٌّ مِنْهُمْ يَدَهُ فِي يَدِ أَخِيْهِ، طَلَبًا لِعِزَّةِ الدِّيْنِ وَكَرَامَةِ الدُّنْيَا. أَيُّهَا التِّلْمِيْذُ الْمُسْلِمِ! اِقْرَأْ هَذَا النَّشِيْد، وَافْهَمْهُ وَرَدِّدْهُ.

اَلْوَحْدَةُ الثَّانِيَةُ

عِلْمُ النَّحْوِ

اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ

أَقْسَامُ الْاِسْمِ

اِسْم-এর প্রকার

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

عَبْدُ اللهِ كَاتِبٌ جَيِّدٌ جَلَسَ وَلَدٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ	(أ)	আবদুল্লাহ একজন ভালো লেখক। একটি ছেলে চেয়ারে বসেছে।
سَلْمَانُ طَالِبٌ مُؤَدَّبٌ خَدِيْجَةُ طَالِبَةٌ ذَكِيَّةٌ	(ب)	সালমান বিনয়ী ছাত্র। খাদীজা মেধাবী ছাত্রী।
ذَهَبَ الطَّالِبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ ذَهَبَ الطَّالِبَانِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ ذَهَبَ الطُّلَّابُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ	(ج)	ছাত্রটি মাদ্রাসায় গিয়েছে। ছাত্র দুটি মাদ্রাসায় গিয়েছে। ছাত্ররা মাদ্রাসায় গিয়েছে।
اَلْكَعْبَةُ بَيْتُ اللهِ اَلنَّصْرُ مَعْرِفَةُ الْمُؤْمِنِ طَالِبُ الْعِلْمِ مَحْبُوْبٌ عِنْدَ اللهِ	(د)	কাবা আল্লাহর ঘর। সহায়তা মুমিনের পরিচয়। জ্ঞান অন্বেষণকারী আল্লাহর নিকট প্রিয়।
حَضَرَ الْأُسْتَاذُ فِي الْمَدْرَسَةِ رَأَيْتُ الْأُسْتَاذَ فِي الْمَدْرَسَةِ أَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنَ الْأُسْتَاذِ هٰذَا الْوَلَدُ نَجَحَ فِي الْاِمْتِحَانِ رَأَيْتُ هٰذَا الْوَلَدَ فِي السُّوْقِ	(ه)	শিক্ষক মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়েছেন। আমি শিক্ষককে মাদ্রাসায় দেখেছি। আমি শিক্ষক থেকে বইটি নিয়েছি। এ ছেলেটি পরীক্ষায় পাস করেছে। এ ছেলেটিকে আমি বাজারে দেখেছি।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলো গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে নিম্নরেখাবিশিষ্ট প্রত্যেকটি শব্দই اِسْم-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এর কোনোটিই তার আলামত তথা চিহ্ন থেকে খালি নয়। তবে শব্দগুলো বিভিন্ন ধরনের। যেমন–

(أ) অংশের প্রথম বাক্যে عَبْدُ اللهِ শব্দ দ্বারা এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি নির্দিষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে وَلَدٌ শব্দ দ্বারা একটি ছেলেকে বোঝানো হয়েছে, যে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং নির্দিষ্টভাবে বোঝানোর কারণে عَبْدُ الله শব্দটি مَعْرِفَةٌ এবং অনির্দিষ্টভাবে বোঝানোর কারণে وَلَدٌ শব্দটি نَكِرَةٌ হয়েছে।

(ب) অংশের প্রথম বাক্যে سَلْمَانُ শব্দ দ্বারা একজন পুরুষকে বোঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে خَدِيْجَة শব্দ দ্বারা একজন স্ত্রী লোককে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং পুংলিঙ্গ বোঝানোর কারণে سَلْمَانُ শব্দটি مُذَكَّر এবং স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানোর কারণে خَدِيْجَةُ শব্দটি مُؤَنَّث হয়েছে।

(ج) অংশের প্রথম বাক্যে اَلطَّالِبُ শব্দ দ্বারা একজন ছাত্র, দ্বিতীয় বাক্যে اَلطَّالِبَانِ শব্দ দ্বারা দু'জন ছাত্র এবং তৃতীয় বাক্যে اَلطُّلاَّبُ শব্দ দ্বারা অনেক ছাত্র বোঝানো হয়েছে। সুতরাং একজন ছাত্র বোঝানোর কারণে اَلطَّالِبُ শব্দটি وَاحِد ; দুজন ছাত্র বোঝানোর কারণে اَلطَّالِبَانِ শব্দটি تَثْنِيَة এবং অনেক ছাত্র বোঝানোর কারণে اَلطُّلاَّبُ শব্দটি جَمْع হয়েছে।

(د) অংশের প্রথম বাক্যে بَيْتٌ শব্দটি কোনো শব্দ থেকে আগত নয় এবং তার থেকে কোনো শব্দ গঠিতও হয় না। দ্বিতীয় বাক্যে اَلنَّصْرُ শব্দটি হল ক্রিয়ামূল। আর তৃতীয় বাক্যে طَالِبٌ শব্দটি يَطْلُبُ ফেল থেকে গঠিত ইসম। সুতরাং আগত ও নির্গত উভয় দিক থেকে মুক্ত হওয়ায় بَيْتٌ শব্দটি جَامِد আর ক্রিয়ামূল হওয়ায় اَلنَّصْرُ শব্দটি مَصْدَر এবং فِعْل مُضَارِع থেকে নিষ্পন্ন ইসম হওয়ায় طَالِبٌ শব্দটি مُشْتَقٌّ হয়েছে।

(ه) অংশের اَلْأُسْتَاذُ শব্দটি إعرَاب এর দিক থেকে প্রথম বাক্যে রফাবিশিষ্ট, দ্বিতীয় বাক্যে নসববিশিষ্ট এবং তৃতীয় বাক্যে যেরবিশিষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যে هذَا শব্দের إعْرَاب সর্বদাই একই রকম হয়েছে। সুতরাং إعْرَاب-এর পরিবর্তন হওয়ায় اَلْأُسْتَاذُ শব্দটিকে مُعْرَبٌ এবং সর্বদা একই إعْرَاب বহাল থাকায় هذَا শব্দটি مَبْنِيٌّ হয়েছে।

اَلْقَوَاعِدُ

اِسْم-এর প্রকার : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে اِسْم কে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১। أَقْسَامُ الاِسْمِ بِاعْتِبَارِ التَّعْرِيْفِ وَالتَّنْكِيْرِ তথা নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টের ভিত্তিতে اِسْم এর প্রকার।

২। أَقْسَامُ الاِسْمِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ তথা লিঙ্গের ভিত্তিতে اِسْم এর প্রকার।

৩। أَقْسَامُ الاِسْمِ بِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ তথা বচনভেদে اِسْم এর প্রকার।

৪। أَقْسَامُ الاِسْمِ بِاعْتِبَارِ التَّكْوِيْنِ তথা গঠনগত দিক থেকে اِسْم এর প্রকার।

৫। أَقْسَامُ الاِسْمِ بِاعْتِبَارِ الإِعْرَابِ তথা ইরাব এর দিক থেকে اِسْم এর প্রকার।

أَقْسَامُ الاِسْمِ بِاعْتِبَارِ التَّعْرِيْفِ وَالتَّنْكِيْرِ

নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টের ভিত্তিতে ইসমের প্রকার

নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে اِسْم প্রধানত দু প্রকার। যথা–

ক. اَلْمَعْرِفَةُ (নির্দিষ্ট)।

খ. اَلنَّكِرَةُ (অনির্দিষ্ট)।

ক. مَعْرِفَة-এর সংজ্ঞা : مَعْرِفَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে مَعَارِفُ;এর আভিধানিক অর্থ হল– জ্ঞান, শিক্ষা, পরিচয়, নির্দিষ্ট ইত্যাদি। পরিভাষায় مَعْرِفَةٌ বলা হয়– اَلْمَعْرِفَةُ اِسْمٌ وُضِعَ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ অর্থাৎ, مَعْرِفَة এমন একটি اِسْم কে বলা হয়, যাকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদি বোঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন– خَالِدٌ (খালিদ), اَلْفَرَسُ (ঘোড়াটি)।

مَعْرِفَة-এর প্রকার : مَعْرِفَة সাত প্রকার। যথা–

১. اَلْمُضْمَرَاتُ (সর্বনামসমূহ)। যেমন– قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (বলুন, আল্লাহ এক)। এখানে هُوَ শব্দটি اَلْمُضْمَرَاتُ এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ نَحْنُ، أَنْتَ، هُوَ ইত্যাদি।

২. الأَعْلاَمُ (সকল প্রকারের নামবাচক বিশেষ্য)। যেমন– دَاكَا، فَاطِمَةُ، رَاشِدٌ ইত্যাদি।

৩. اِسْمُ الإِشَارَة যেমন– هٰذَا قَلَمٌ (এটি একটি কলম)।

৪. الاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ যেমন– اَلَّذِيْ دَخَلَ فِي الْبَيْتِ هُوَ تَاجِرٌ (যে ঘরে প্রবেশ করেছে সে একজন ব্যবসায়ী)। এ দু প্রকার اِسْم-কে اَلْمُبْهَمَاتُ বলা হয়।

৫. اَلْمُعَرَّفُ بِاللاَّمِ (আলিফ ও লামযুক্ত মারেফা)। যেমন– اَلرَّجُلُ جَاءَ (লোকটি এসেছে)।

৬. مُضَافٌ (সম্বন্ধ পদ)। যেমন– غُلاَمُ سَعِيْدٍ (সাঈদের গোলাম)।

৭. مُعَرَّفٌ بِالنِّدَاءِ (হরফে নেদা দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য)। যেমন– يَا رَجُلُ (হে লোকটি!)

খ. نَكِرَةٌ-এর সংজ্ঞা : نَكِرَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে نَكِرَاتٌ এর আভিধানিক অর্থ হল– অপরিচিত, অজ্ঞাত, অনির্দিষ্ট ইত্যাদি। পরিভাষায় نَكِرَةٌ বলা হয়–

اَلنَّكِرَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ

অর্থাৎ نَكِرَةٌ এমন اِسْم তথা বিশেষ্যকে বলে, যাকে অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বোঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন– رَجُلٌ (একজন ব্যক্তি), فَرَسٌ (একটি ঘোড়া)।

أَقْسَامُ الاِسْمِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ

লিঙ্গভেদে اِسْم-এর প্রকার

جِنْسٌ শব্দের অর্থ– লিঙ্গ। লিঙ্গভেদে اِسْم তথা বিশেষ্য দু'প্রকার। যথা–

১. مُذَكَّرٌ তথা পুংলিঙ্গ।

২. مُؤَنَّثٌ তথা স্ত্রীলিঙ্গ।

নিম্নে প্রকারদ্বয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হল–

এক. **مُذَكَّرٌ-এর সংজ্ঞা : مُذَكَّرٌ** শব্দের অর্থ– পুরুষবাচক। পরিভাষায় مُذَكَّرٌ বলা হয়–

هُوَ مَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِكَلِمَةِ هٰذَا

অর্থাৎ هٰذَا দ্বারা যে শব্দের দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তাকে مُذَكَّر বলে। আর هٰذَا শব্দটি সর্বদা পুরুষজাতীয় শব্দের দিকেই ইঙ্গিত করে।

অন্যভাবে বলা যায়, যে اِسْم দ্বারা পুংলিঙ্গবাচক প্রাণী বা বস্তু বোঝায়, তাকে مُذَكَّر তথা পুংলিঙ্গ বলে। যেমন- أَحْمَدُ ، كِتَابٌ ، بَكْرٌ ইত্যাদি।

مُذَكَّر-এর প্রকার : مُذَكَّر তথা পুংলিঙ্গ সাধারণত দু প্রকার। যথা–

১. مَذَكَّرٌ حَقِيْقِيٌّ (প্রকৃত পুংলিঙ্গ)। ২. مُذَكَّرٌ مَجَازِيٌّ (অপ্রকৃত পুংলিঙ্গ)।

১. **مَذَكَّرٌ حَقِيْقِيٌّ-এর সংজ্ঞা :** যে اِسْم দ্বারা পুংলিঙ্গবাচক প্রাণী বোঝায় এবং যার বিপরীতে স্ত্রীবাচক প্রাণী আছে, তাকে مَذَكَّرٌ حَقِيْقِيٌّ বলে। যেমন– رَجُلٌ (পুরুষ)। এর বিপরীতে اِمْرَأَةٌ (মহিলা) রয়েছে।

২. **مُذَكَّرٌ مَجَازِيٌّ-এর সংজ্ঞা :** যে اِسْم প্রকৃতপক্ষে পুংলিঙ্গবাচক নয়; কিন্তু পুংলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং যার বিপরীতে কোনো স্ত্রীবাচক প্রাণী নেই, তাকে مُذَكَّرٌ مَجَازِيٌّ বলে। যেমন– قَلَمٌ (কলম), صَدْرٌ (বক্ষ) ইত্যাদি।

২. **مُؤَنَّثٌ-এর সংজ্ঞা : مُؤَنَّثٌ** শব্দের অর্থ– স্ত্রীবাচক। পরিভাষায় مُؤَنَّثٌ বলা হয়–

هُوَ مَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِكَلِمَةِ هٰذِهٖ

অর্থাৎ هٰذِهٖ দ্বারা যে শব্দের দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তাকে مُؤَنَّث বলে। আর هٰذِهٖ শব্দটি সর্বদা স্ত্রী জাতীয় শব্দের দিকেই ইঙ্গত করে।

অন্যভাবে বলা যায়, مُؤَنَّث ঐ اِسْم-কে বলে, যাতে স্ত্রীলিঙ্গের عَلَامَةٌ বা চিহ্ন বিদ্যমান থাকে; চাই চিহ্নটি শব্দগত প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য হোক। যেমন– بَقَرَةٌ (গাভী), عَيْنٌ (চোখ)।

مُؤَنَّث-এর চিহ্ন : مُؤَنَّثٌ তথা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের চিহ্ন মোট তিনটি। যথা–

১. تَاءُ التَّانِيْثِ অর্থাৎ اِسْم-এর শেষে গোল ة বিদ্যমান থাকা। যেমন– شَجَرَةٌ، عَائِشَةٌ ইত্যাদি।

২. اَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ অর্থাৎ اِسْم-এর শেষে اَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ (হ্রস্ব উচ্চারিত আলিফ) থাকা। যেমন– عُقْبٰى، حُبْلٰى ইত্যাদি।

৩. اَلِفٌ مَمْدُوْدَةٌ অর্থাৎ اِسْم-এর শেষে اَلِفٌ مَمْدُوْدَةٌ (দীর্ঘ উচ্চারিত আলিফ) থাকা। যেমন– صَحْرَاءُ، حَمْرَاءُ ইত্যাদি।

مُؤَنَّث-এর প্রকার : مُؤَنَّث প্রথমত দু প্রকার। যথা–

১. مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ (প্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গ)।

২. مُؤَنَّثٌ لَفْظِيٌّ (শব্দগত স্ত্রীলিঙ্গ)।

১. مُؤَنَّث حَقِيْقِيٌّ-এর সংজ্ঞা : যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের বিপরীতে কোনো পুরুষবাচক প্রাণী আছে, তাকে مُؤَنَّث حَقِيْقِي বলে। যেমন– اِمْرَاَةٌ (মহিলা)। এর বিপরীতে رَجُلٌ (পুরুষ) রয়েছে। نَاقَةٌ (উষ্ট্রী)। এর বিপরীতে جَمَلٌ (উট) রয়েছে।

২. مُؤَنَّثٌ لَفْظِيٌّ-এর সংজ্ঞা : যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের বিপরীতে পুরুষবাচক কোনো প্রাণী নেই, তাকে مُؤَنَّث لَفْظِيْ বলে। যেমন– ظُلْمَةٌ (অন্ধকার), دَارٌ (বাড়ি)।

مُؤَنَّث لَفْظِيْ আবার দু প্রকার। যথা–

১. مُؤَنَّثٌ سِمَاعِيٌّ (শ্রুত স্ত্রীলিঙ্গ)। ২. مُؤَنَّثٌ قِيَاسِيٌّ (বিধিভুক্ত স্ত্রীলিঙ্গ)।

১. مُؤَنَّثٌ سِمَاعِيٌّ : যে اِسْم -এর শেষে স্ত্রীলিঙ্গের কোনো চিহ্ন নেই; বরং আরবিভাষি লোক থেকে শুনেই স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়, তাকে مُؤَنَّث سِمَاعِى তথা শ্রুত স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন– دَارٌ، يَدٌ، أَرْضٌ ইত্যাদি।

২. مُؤَنَّثٌ قِيَاسِي : যে اِسْم-কে নিয়ম অনুযায়ী مُؤَنَّث হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাকে مُؤَنَّث قِيَاسِي বলে। যেমন– مُسْلِمَةٌ ; مَغْفِرَةٌ ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য : কোনো কোনো শব্দে গোপনীয় ة রয়েছে। যেমন– دَارٌ، أَرْضٌ ইত্যাদি। কেননা এদের تَصْغِيْر যথাক্রমে دُوَيْرَةٌ ও اُرَيْضَةٌ আর تَصْغِيْر কোনো اِسْم-কে মূল অবস্থায় রূপান্তরিত করে। সুতরাং বোঝা গেল, دَارٌ ও أَرْضٌ শব্দদ্বয়ে ة বিদ্যমান।

أَقْسَامُ الاِسْمِ بِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ

বচনভেদে ইসমের প্রকার

عَدَدٌ শব্দের অর্থ- সংখ্যা বা বচন। যেসব اِسْم দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা বোঝায়, সেসব اِسْم-কে عَدَدْ বা বচন বলে। عَدَدٌ তথা বচনভেদে اِسْم তিন প্রকার। যথা–

১. اَلْوَاحِدُ তথা একবচন, ২. اَلتَّثْنِيَةُ তথা দ্বিবচন, ৩. اَلْجَمْعُ তথা বহুবচন।

এক. وَاحِدٌ-এর সংজ্ঞা : وَاحِدٌ শব্দের অর্থ– এক। পরিভাষা وَاحِد বলা হয়–

هَوَ مَادَلَّ عَلٰى شَيْئٍ وَاحِدٍ

অর্থাৎ যে اِسْم দ্বারা একটি মাত্র বস্তু বা ব্যক্তি বোঝায়, তাকে وَاحِد তথা একবচন বলে। যেমন– رَجُلٌ (একজন পুরুষ), قَلَمٌ (একটি কলম) ইত্যাদি।

দুই. تَثْنِيَة-এর সংজ্ঞা : تَثْنِيَةٌ শব্দের অর্থ– দ্বিবচন। পরিভাষায় تَثْنِيَة বলা হয়–

هَوَ مَادَلَّ عَلٰى شَيْئَيْنِ اِثْنَيْنِ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَنُوْنٍ أَوْ يَاءٍ وَنُوْنٍ فِيْ اٰخِرِهٖ.

অর্থাৎ শব্দের শেষে ان; বা ين বৃদ্ধি করে যে اِسْم দ্বারা দুটি বস্তু বা ব্যক্তি বোঝানো হয়, তাকে تَثْنِيَة তথা দ্বিবচন বলে। যেমন– رَجُلَانِ (দু জন ব্যক্তি), نَهْرَانِ (দুটি নদী)।

অন্যভাবে বলা যায়, যে ইসম বা বিশেষ্য দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দুটি সংখ্যা বোঝায়, তাকে تَثْنِيَة তথা দ্বিবচন বলে। এর অপর নাম مُثَنّٰى; উল্লেখ্য, বাংলা ও ইংরেজিতে দ্বিবচনের জন্য ভিন্ন কোনো শব্দ নেই।

তিন. جَمْع-এর সংজ্ঞা : اَلْجَمْعُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– সন্নিবেশিত, একত্রিত, পুঞ্জিভূত, মিলিত ইত্যাদি। পরিভাষায় جَمْع বলা হয়–

هُوَ مَادَلَّ عَلٰى أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْنِ

অর্থাৎ এমন শব্দ যা দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায়।

অন্যভাবে বলা যায়, বহুবচন এমন اِسْم (বিশেষ্য), যা তার একবচনের শব্দের অক্ষরসমূহে সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্দেশ্যপূর্ণ বহুসংখ্যক একককে বোঝায়। যেমন– بُيُوْتٌ একবচনে بَيْتٌ، رِجَالٌ একবচনে رَجُلٌ ইত্যাদি।

تَثْنِيَة-এর **গঠনপদ্ধতি :** تَثْنِيَة-এর গঠনপদ্ধতি তিন রকম হতে পারে। যথা–

১. صَحِيْحٌ ও صَحِيْح مَقَام قَائِمٌ-এর ক্ষেত্রে وَاحِد-এর শেষে الف অথবা ياء যোগ করে তার পূর্বাক্ষরে যবর দিতে হবে। আর শেষে যেরবিশিষ্ট نُون আনতে হবে। যেমন– رَجُلٌ হতে رَجُلَانِ ও رَجُلَيْنِ

২. اِسْمُ مَقْصُوْر-এর ক্ষেত্রে যদি তার أَلف-টি واو-এর পরিবর্তে আসে এবং শব্দটি ثُلَاثِي তথা তিন অক্ষরবিশিষ্ট হয়, তবে দ্বিবচন বানানোর সময় শব্দটিকে তার মূলরূপে ফিরিয়ে আনতে হবে। যেমন– عَصًا হতে عَصَوَانِ;

আর যদি أَلف-টি ياء-এর পরিবর্তে আসে অথবা واو-এর স্থলাভিষিক্ত হয়, কিন্তু শব্দটি ثُلَاثِي না হয় অথবা أَلف-টি অন্য কোনো বর্ণের স্থলাভিষিক্ত না হয়ে أَصْلِي (মূল) অক্ষর হয়, তবে أَلف-কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। যেমন– رحى (চাক্কি) হতে رَحَيَانِ; মূলে ছিল رَحَيَيْنِ; এখানে দ্বিতীয় ياء-কে أَلف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে– مُلْهى (নিমগ্নকৃত ব্যক্তি)-এর দ্বিবচন مُلْهَيَانِ
حُبَارى (এক প্রকার পাখি)-এর দ্বিবচন حُبَارَيَانِ

৩. اِسْم-টি যদি أَلِفْ مَمْدُوْدَةٌ-বিশিষ্ট হয়, তবে তার দ্বিবচন বানানোর তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা–

ক. যদি أَلِفْ مَمْدُوْدَةٌ-এর هَمْزَة-টি أَصْلِي (মৌলিক) হয়, তবে দ্বিবচন বানানোর সময় তা বহাল থাকবে। যেমন– سَمَاءٌ (আসমান) হতে سَمَاءَانِ;

খ. যদি هَمْزَة-টি مُؤَنَّث (স্ত্রীলিঙ্গ)-এর জন্য আনা হয়, তবে তাকে واو দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। যেমন– حَمْرَاءُ হতে حَمْرَاوَانِ;

গ. যদি هَمْزَة-টি واو বা ياء থেকে পরিবর্তন হয়ে এসে থাকে, তবে দ্বিবচন গঠনের সময় দুটি অবস্থা হতে পারে। যথা–

১. هَمْزَة-কে বহাল রাখা। যেমন– كِسَاءٌ থেকে كِسَاءَانِ

২. هَمْزَة-এর স্থলে واو আনা। যেমন– كِسَاءٌ থেকে كِسَاوَانِ

جَمْع -এর **গঠনপদ্ধতি :** وَاحِد তথা একবচন থেকে جَمْع গঠনের সময় وَاحِد শব্দের শেষে পরিবর্তন আসে। একবচনের মধ্যে এ পরিবর্তন দু ভাবে হতে পারে। যথা–

১. تَغَيُّرٌ لَفْظِيٌّ বা শব্দগত পরিবর্তন। যেমন– رَجُلٌ হতে رِجَالٌ

২. تَغَيُّرٌ تَقْدِيْرِيٌّ বা কল্পনা আশ্রিত পরিবর্তন। যেমন– أَسَدٌ হতে أُسُدٌ;

جَمْع-এর প্রকার : جَمْع-কে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. একবচনের ওযন ঠিক থাকা না থাকার ভিত্তিতে جَمْع-এর প্রকার।

২. অর্থগতভাবে جَمْع-এর প্রকার।

এক. একবচনের ওযন ঠিক থাকা না থাকার ভিত্তিতে جَمْع-এর প্রকার : একবচনের ওযন ঠিক থাকা না থাকার ভিত্তিতে جَمْع দু প্রকার। যথা–

১. اَلْـجَمْعُ الْمُكَسَّرُ তথা ভগ্ন বহুবচন।

২. اَلْجَمْعُ السَّالِمُ তথা অক্ষত বহুবচন।

১. اَلْـجَمْعُ الْمُكَسَّرُ-এর সংজ্ঞা: اَلْمُكَسَّرُ শব্দের অর্থ– ভগ্নকৃত, খণ্ডকৃত। পরিভাষায় اَلْـجَمْعُ الْمُكَسَّرُ বলা হয়– هُوَ مَادَلَّ عَلٰى أَكْثَرَ مِنْ إِثْنَيْنِ بِتَغَيُّرِ صُوْرَةِ مُفْرَدِه

অর্থাৎ একবচনের আকৃতি পরিবর্তন করে গঠিত যে جَمْع-এর রূপ দ্বারা দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায়, তাকে اَلْـجَمْعُ الْمُكَسَّرُ বলে। যেমন– رَجُلٌ থেকে رِجَالٌ، قَلَمٌ থেকে أَقْلَامٌ ইত্যাদি।

২. اَلْجَمْعُ السَّالِمُ-এর সংজ্ঞা : سَالِمٌ শব্দের অর্থ– নিরাপদ, অক্ষত ইত্যাদি। পরিভাষায় اَلْجَمْعُ السَّالِمُ বলা হয়– هُوَ مَا دَلَّ عَلٰى أَكْثَرَ مِنْ إِثْنَيْنِ بِغَيْرِ تَغَيُّرِ صُوْرَةِ مُفْرَدِه

অর্থাৎ একবচনের আকৃতি পরিবর্তন ব্যতিরেকে গঠিত যে جَمْع-এর রূপ দ্বারা দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে, তাকে اَلْجَمْعُ السَّالِمُ বলে। যেমন– مُسْلِمٌ থেকে مُسْلِمُوْنَ ও مُسْلِمَاتٌ ইত্যাদি।

اَلْجَمْعُ السَّالِمُ-এর প্রকার : اَلْجَمْعُ السَّالِمُ আবার দু প্রকার। যথা–

ক. جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ : এটা ঐ বহুবচন শব্দকে বলে, যার একবচনের শেষে وَاو سَاكِنْ এবং যবরবিশিষ্ট ن যোগ করা হয় এবং واو-এর পূর্বের অক্ষরে পেশ হয়। যেমন– مُسْلِمٌ থেকে مُسْلِمُوْنَ অথবা যার একবচনের শেষে يَاء سَاكِنْ এবং যবরবিশিষ্ট ن যোগ করা হয় এবং ياء-এর পূর্বের অক্ষরে যের হয়। যেমন– مُسْلِمٌ থেকে مُسْلِمِيْنَ

খ. جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ : এটা ঐ বহুবচন শব্দকে বলে, যার একবচনের শেষে أَلف ও تاء যোগ করা হয়। যেমন– مُسْلِمَةٌ থেকে مُسْلِمَاتٌ। উল্লেখ্য, جَمْعَ سَالِم কেই جَمْعُ تَصْحِيْح বলা হয়।

جَمْعُ سَالِم-এর গঠন প্রণালী :

১. جَمْعُ مُذَكَّرْ سَالِم-এর ক্ষেত্রে একবচনের শব্দের শেষে ون বা ين যোগ করলে جَمْعُ مُذَكَّرْ سَالِم গঠিত হয়। যেমন– مُسْلِمٌ থেকে مُسْلِمُوْنَ ও مُسْلِمِيْنَ;

২. جَمْع مُؤَنَّث سَالِم-এর ক্ষেত্রে وَاحِدٌ-এর সাথে أَلف ও تاء যোগ করলে جَمْع مُؤَنَّث سَالِم গঠিত হয়। যেমন– مُسْلِمَةٌ থেকে مُسْلِمَاتٌ;

৩. اِسْمُ مَنْقُوْص-এর ক্ষেত্রে বহুবচন বানানোর সময় তার শেষাক্ষরের ياء-টিকে বিলোপ করতে হবে। যেমন– قَاضِي-এর বহুবচন قَاضُوْنَ এবং دَاعِي-এর বহুবচন دَاعُوْنَ; মূলে ছিল قَاضِيُوْنَ ও دَاعِيُوْنَ। উল্লেখ্য, اِسْمُ مَنْقُوْص ঐ اِسْم-কে বলে, যার শেষে ي এবং তার পূর্বাক্ষরে যের থাকে।

৪. যদি শব্দটি اِسْمُ مَقْصُوْر হয়, তবে বহুবচন করার সময় أَلف কে বিলোপ করা হবে এবং তার পূর্বাক্ষরের যবর বহাল রাখা হবে, যাতে যবরটি লুপ্ত الف-এর প্রতি নির্দেশ করে। যেমন– مُصْطَفَى শব্দের বহুবচন مُصْطَفَوْنَ

যে ধরনের শব্দে جَمْع سَالِم হয় : جَمْع سَالِم শুধু ذَوِي الْعُقُوْلِ তথা বিবেকবান প্রাণীর জন্য নির্দিষ্ট। তবে কতিপয় অপ্রাণীবাচক শব্দেরও এ ধরণের বহুবচন হয়ে থাকে, যা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। যেমন– سَنَةٌ-এর বহুবচন سِنُوْنَ এবং أَرْضٌ-এর বহুবচন أَرْضُوْنَ ইত্যাদি।

দুই. অর্থগতভাবে جَمْع-এর প্রকার : অর্থগতভাবে جَمْع দু প্রকার। যথা–

১. جَمْعُ قِلَّة তথা স্বল্প সংখ্যাজ্ঞাপক বহুবচন। ২. جَمْع كَثْرَة তথা অধিক সংখ্যাজ্ঞাপক বহুবচন।

১. جَمْعُ قِلَّة-এর সংজ্ঞা : যে جَمْع দশ বা দশের কম সংখ্যক বিষয় বা বস্তু বোঝায়, তাকে جَمْع قِلَّة বলে। এর চারটি ওযন রয়েছে। যথা–

ক. أَفْعُلٌ যেমন– كَلْبٌ শব্দের বহুবচন أَكْلُبٌ

খ. أَفْعَالٌ যেমন– قَوْلٌ শব্দের বহুবচনأَقْوَالٌ

গ. أَفْعِلَةٌ যেমন– عَوْنٌ শব্দের বহুবচন أَعْوِنَةٌ

ঘ. فِعْلَةٌ যেমন– غُلَامٌ শব্দের বহুবচনغِلْمَةٌ

তাছাড়া جَمْع مُؤَنَّث سَالِم ও جَمْع مُذَكَّرِ سَالِم আলিফ লাম ব্যতীত ব্যবহার হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা جَمْعُ قِلَّة-এর অর্থ প্রদান করে। যেমন– زَيْدُوْنَ، مُسْلِمَاتٌ

২. جَمْعُ كَثْرَة-এর সংজ্ঞা : যে বহুবচন দশের অধিক সংখ্যক বিষয়বস্তু বোঝায়, তাকে جَمْعُ كَثْرَة বলে।

বলা বাহুল্য, جَمْعُ قِلَّة এর উল্লিখিত চারটি ওযন ব্যতীত جَمْعُ-এর সকল ওযন جَمْعُ كَثْرَة-এর জন্য ব্যবহৃত; جَمْع كَثْرَة-এর প্রসিদ্ধ কতিপয় ওযন নিম্নরূপ–

فِعَالٌ	عِبَادٌ- বান্দাগণ	فُعُوْلٌ	فُنُوْنٌ- বিষয়সমূহ	فُعَلَاءُ	عُلَمَاءُ- জ্ঞানীগণ
فُعُلٌ	كُتُبٌ- কিতাবসমূহ	أَفْعِلَاءُ	أَنْبِيَاءُ- নবীগণ	فَعَائِلُ	رَسَائِلُ- পত্রসমূহ
فِعْلَانٌ	غِلْمَانٌ- সেবকগণ	فَعَلَةٌ	سَحَرَةٌ- যাদুকরগণ	فُعَلٌ	غُرَفٌ-কক্ষসমূহ
فَعْلَى	قَتْلَى - নিহতগণ				

এছাড়া جَمع-এর পাঁচটি প্রকার রয়েছে, যার বর্ণনা নিম্নরূপ–

১. جَمْعُ الْجَمْعِ (বহুবচনের বহুবচন) : যে جَمْع অন্য একটি جَمْعٌ শব্দ থেকে পুনরায় جَمْع হিসেবে গঠিত হয়, তাকে جَمْعُ الْجَمْعِ বলে। যেমন– كَلْبٌ থেকে أَكْلُبٌ এবং أَكْلُبٌ থেকে أَكَالِبُ;

২. جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ : যে جَمْع কে পুনরায় جَمع করা যায় না, তাকে جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ বলে। যেমন– مَسْجِدٌ থেকে مَسَاجِدُ এবং مِفْتَاحٌ থেকে مَفَاتِيْحُ;

جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ-এর ওযনসমূহ : جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ-এরমধ্যে أَلِف جَمْع-এর পর দুটি অক্ষর অথবা তিনটি অক্ষর থাকবে। যদি তিনটি অক্ষর থাকে তবে মাঝের অক্ষরটি সাকিনযুক্ত হবে।

১. مَفَاعِلُ যেমন– مَسَاجِدُ (মসজিদসমূহ);
২. مَفَاعِيْلُ যেমন– مَصَابِيْحُ (চেরাগদানসমূহ);
৩. أَفَاعِلُ যেমন– أَقَاوِلُ (বক্তব্যসমূহ);
৪. أَفَاعِيْلُ যেমন– أَصَابِيْعُ (আঙ্গুলসমূহ);
৫. فَعَائِلُ যেমন– رَسَائِلُ (চিঠিসমূহ);
৬. فَوَاعِلُ যেমন– صَوَاحِبُ (সঙ্গীগণ);
৭. فَعَالِلُ যেমন– دَرَاهِمُ (দিরহামসমূহ);
৮. فَعَالِيْلُ যেমন– قَرَاطِيْسُ (কাগজগুলো);
৯. تَفَاعِيْلُ (যেমন– تَمَاثِيْلُ (মূর্তিগুলো)।

৩. اِسْمُ الْجَمْعِ : যে শব্দটি مُفْرَد কিন্তু جَمْع-এর অর্থ প্রদান করে, তাকে اِسْمِ جَمْع বলে। যেমন– جَيْشٌ، قَوْمٌ، شَعْبٌ এ শব্দগুলো যদিও جَمع-এর অর্থ প্রদান করে, কিন্তু এদেরও جَمع হয়ে থাকে। যেমন– قَوْمٌ থেকে أَقْوَامٌ ও جَيْشٌ থেকে جُيُوْشٌ ও شَعْبٌ থেকে شُعُوْبٌ ইত্যাদি।

৪. جَمْعٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ : যে جَمْع-এর নিজস্ব কোনো مَفْرَد শব্দ নেই; বরং ভিন্ন مُفْرَد শব্দ আছে, তাকে جَمْعٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ বলে। যেমন– إِمْرَأَةٌ থেকে نِسَاءٌ

৫. اِسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٌّ: যে اِسْم দ্বারা جَمْع ও جِنْس (বহুবচন ও জাতি) উভয়ই বোঝায়, তাকে اِسْمِ جِنْس جَمْعِي বলে। এ প্রকার جَمع-এর مُفْرَدটি সাধারণত ة যুক্ত অথবা يَاءُ النِّسْبَةِ যুক্ত থাকে। যেমন– تُفَّاحٌ-এর একবচন تُفَّاحَةٌ ও عَرَبٌ এর একবচন عَرَبِيٌّ ও رُوْمٌ এর একবচন رُوْمِيٌّ

أَقْسَامُ الاِسْمِ بِاعْتِبَارِ التَّكْوِيْنِ
গঠনগত দিক থেকে ইসমের প্রকার

গঠনগত দিক থেকে اِسْم তিন প্রকার। যথা–

১. اَلْاِسْمُ الْجَامِدُ
২. اِسْمُ الْمَصْدَرِ
৩. اَلْاِسْمُ الْمُشْتَقُّ

এক. اِسْم جَامِد-এর সংজ্ঞা : جَامِدٌ শব্দের অর্থ– কঠিন, মৌল বা আদি। পরিভাষায় اِسْم جَامِد বলা হয়– هُوَ الاِسْمُ الَّذِى لَمْ يَكُنْ مَأْخُوْذًا مِنْ غَيْرِه অর্থাৎ, যে اِسْم অন্য কোনো শব্দ থেকে গঠিত নয়, তাকে اِسْم جَامِد বলে। যেমন– رَأْسٌ (মাথা), بَيْتٌ (ঘর), قَلَمٌ (কলম)।

اِسْم جَامِد-এর প্রকার : اِسْمُ جَامِد দুপ্রকার। যথা–

১. اِسْمُ الذَّاتِ : اسم ذات ঐ اسم جَامِد-কে বলে, যার অনুভূতি বা প্রাণ আছে। যেমন– اِمْرَأَةٌ (নারী), نَمِرٌ (বাঘ), حَنَّانٌ (দয়াশীল) ইত্যাদি।

২. اِسْمُ الْمَعْنٰى : اِسْمُ الْمَعنى ঐ اِسْم جَامِد-কে বলে, যার অনুভূতি নেই; নিষ্প্রাণ। যেমন– غُرْفَةٌ (কক্ষ), مَعْرِفَةٌ (জ্ঞান) ইত্যাদি।

দুই. اِسْمُ مَصْدَر-এর সংজ্ঞা : مَصْدَرٌ শব্দের অর্থ– মূল, উৎস। পরিভাষায় ক্রিয়ার মূলকে اِسْمِ مَصْدَرِ বলে। অন্যভাবে বলা যায়– هُوَ اِسْمٌ يَدُلُّ عَلٰى مَعْنَى الْفِعْلِ غَيْرِ مُرْتَبِطٍ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ অর্থাৎ, যে اِسْم দ্বারা কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তবে তা নির্দিষ্ট কালের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাকে اِسْمِ مَصْدَر বলে। যেমন– اَلضَّرْبُ (প্রহার করা) اَلذَّهَابُ (যাওয়া), اَلنَّصْرُ (সাহায্য করা), اَلْقُرْبُ (নিকটবর্তী হওয়া)।

মাসদারের ওযনসমূহ : মাসদারের ওযনসমূহ দু শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা–

১. اَلسَّمَاعِيُّ তথা শ্রুতিগত; ثُلَاثِيْ مَزِيْد-এর বাবসমূহের মাসদারের ওযনের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো নিয়মকানুন নেই। আরবগণ যা ব্যবহার করে থাকেন, তা শুনেই এগুলোর মাসদার নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. اَلْقِيَاسِيُّ তথা নিয়মমাফিক; رُبَاعِي ও ثُلَاثِيْ مَزِيْد-এর সকল মাসদারেরই উচ্চারণ নিয়মানুযায়ী গঠিত। যেমন– اَلْإِفْعَالُ- اَلْاِنْفِعَالُ- اَلْاِسْتِفْعَالُ- اَلْاِفْتِعَالُ- اَلْفَعْلَلَةُ- اَلتَّفَعْلُلُ ইত্যাদি।

তিন. اِسْمُ مُشْتَقٌ-এর সংজ্ঞা : مُشْتَقٌّ শব্দের অর্থ– উৎপন্ন বা গঠিত। পরিভাষায় اِسْمُ مُشْتَقٌ বলা হয়– هُوَ الاِسْمُ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِهِ অর্থাৎ, যে اِسْم অন্য কোনো শব্দ থেকে গঠিত, তাকে اِسْمِ مُشْتَق বলে। আরো সহজভাবে বলা যায়, فعل থেকে নিষ্পন্ন বিশেষ্যকে اِسْمُ مُشْتَق বলে। যেমন– يَنْصُرُ থেকে نَاصِرٌ (সাহায্যকারী), يُضْرَبُ থেকে مَضْرُوْبٌ (প্রহৃত) ইত্যাদি।

اِسْمُ مُشْتَق-এর প্রকার : اِسْمُ مُشْتَق প্রথমত দু প্রকার। যথা–

ক. যেগুলো فِعل-এর কাজ করে : এমন اِسْمُ مُشْتَق পাঁচ প্রকার। যথা–

১. اِسْمُ الْفَاعِل তথা কর্তৃবাচক বিশেষ্য। যেমন– أَنْتَ حَافِظٌ دَرْسَكَ (তুমি তোমার পাঠ মুখস্থকারী)

২. اِسْمُ الْمَفْعُوْل তথা কর্মবাচক বিশেষ্য। যেমন– اَلْمُجْرِمُ مُقَيَّدٌ يَدَاهُ (অপরাধী তার দু হাত বাধা)।

৩. صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ তথা স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য। যেমন– إِنَّه جَمِيْلٌ وَجْهُهُ (নিশ্চয়ই তার চেহারা সুন্দর)

৪. اِسْمُ الْفَاعِل لِلْمُبَالَغَة তথা আধিক্যবাচক বিশেষ্য। যেমন– أَنْتَ وَهَّابُ سَائِلَكَ حَاجَتَهُ (তুমি তোমার নিকট যাচনাকারীকে তার প্রয়োজনে অধিক দানকারী)।

৫. اِسْمُ التَّفْضِيْل তথা গুণাধিক্যবাচক বিশেষ্য। যেমন– أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ سِنًّا (আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়)।

খ. যেগুলো فِعل-এর কাজ করে না : এমন اِسم مُشْتَق দু প্রকার। যথা–

১. اِسْمُ الظَّرْف তথা স্থান/কালবাচক বিশেষ্য। যেমন– مَلْعَبُ الْكُرَةِ بَعِيْدٌ (ফুটবল খেলার মাঠ দূরে)।

২. اِسْمُ الآلَةِ তথা উপকরণবাচক বিশেষ্য। যেমন– مِطْرَقَةُ الْبِنَاءِ ثَقِيْلَةٌ (নির্মাণের হাতুড়ি অনেক ভারী)।

أَقْسَامُ الْاِسْمِ بِاعْتِبَارِ الإِعْرَابِ

'ইরাবের দিক থেকে ইসমের প্রকার

শব্দের শেষাক্ষরের إِعْرَاب পরিবর্তন হওয়া না হওয়ার দিক থেকে اِسم দু প্রকার। যথা–

১. الاِسْمُ الْمُعْرَبُ তথা পরিবর্তনশীল বিশেষ্য : যে ইসমের عامل বিভিন্ন রকম হওয়ার কারণে শেষাক্ষরের إِعْرَاب পরিবর্তনশীল, তাকে اِسْمُ مُعْرَب বলে। যেমন–

جَاءَ خَالِدٌ ، رَأَيْتُ خَالِدًا ، مَرَرْتُ بِخَالِدٍ

২. الاِسْمُ الْمَبْنِيُّ তথা অপরিবর্তনশীল বিশেষ্য : যে ইসমের عامل বিভিন্ন রকম হওয়া সত্ত্বেও শেষাক্ষরের إِعْرَاب পরিবর্তন হয় না; বরং সর্বদা একই অবস্থায় থাকে, তাকে اِسْمُ مَبْنِيٌ বলে। যেমন– ذَهَبَ هٰؤُلَاءِ– رَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ– مَرَرْتُ بِهٰؤُلَاءِ

تَدْرِيْبَاتٌ

১। مَعْرِفَة ও نَكِرَة-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর مَعْرِفَة-এর প্রকার উদাহরণসহ আলোচনা কর।

২। লিঙ্গভেদে اِسْم কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। مُذَكَّر কাকে বলে? তা কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ ।

৪। مُؤَنَّث কাকে বলে? তার প্রকার ও আলামত উদাহরণসহ লেখ ।

৫। عَدَد কাকে বলে? তা কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ ।

৬। تَثْنِية কাকে বলে? এর গঠনপদ্ধতি উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৭। جمع কাকে বলে? শব্দগতভাবে جمع কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।

৮। جمع কাকে বলে? অর্থগতভাবে جمع কয় প্রকার ও কী কী? আলোচনা কর।

৯। গঠনগতভাবে اِسم কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ ।

১০। اِسْمُ مُشتَق কাকে বলে? তার প্রকার উদাহরণসহ লেখ ।

১১। إِعْرَاب পরিবর্তনের দিক থেকে اِسْم-এর প্রকার ও সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ ।

১২। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ থেকে ইসমগুলো বের কর এবং প্রকারভেদ চিহ্নিত কর :

كَانَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَمْشِي فِيْ طُرُقَاتِ الْمَدِيْنَةِ لِيَتَفَقَّدَ أُمُوْرَ رَعِيَّتِه، فَسَمِعَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَاجَرى بَيْنَ بِنْتٍ وَأُمِّهَا، فَأَعْجَبَه ذٰلِكَ، ثُمَّ نَادٰى اِبْنَه عَاصِمًا- وَوَصَفَ لَهُ الدَّارَ وَقَالَ : اُنْظُرْ هٰذِهِ الْفَتَاةَ، فَإِنْ أَعْجَبَتْكَ فَتَزَوَّجْهَا، فَقَدْ يَرْزُقُكَ اللهُ مِنْهَا وَلَدًا لَه شَأْنُه- وَتَزَوَّجَهَا عَاصِمٌ- وَمَرَّتِ الْأَعْوَامُ، وَكَانَ مِنْ نَسْلِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ خَلِيْفَةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَخَامِسُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ.

১৩। নিম্নোক্ত শব্দগুলো থেকে مَعْرِفَة ও نَكِرَة-এর শব্দগুলো আলাদা আলাদা লেখ :

قَلَمٌ – أَسَدٌ- رَجُلٌ – سَمِيْرٌ – اَلْحَمْلُ – اَلْجُمَلُ – اِجْتِهَادٌ – حِصَانٌ- طِفْلٌ- الْمُعَلِّمُ – خَالِدٌ- بَابَانِ- كِتَابُ الْقَوَاعِدِ- بَيْرُوْتُ – دَاكَا- كَعْبَةٌ.

১৪। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দাবলির تَثْنِيَة তথা দ্বিবচনের শব্দ দিয়ে বাক্যগুলো পূর্ণ কর :

(أ) لَعِبَ .... (اَلْوَلَدُ)

(ب) اِتَّفَقَ .... (اَلشَّرِيْكُ)

(ج) حَضَرَ .... (اَلرَّجُلُ)

(د) حَصَدَ .... (اَلْفَلاَّحُ)

(ه) وَصَلَ .... (اَلْمُسَافِرَ)

১৫। ব্রাকেটে উল্লিখিত শব্দাবলির جَمْع ব্যবহার করে নিচের খালি জায়গা পূরণ কর :

(أ) نَجَحَ .... (اَلطَّالِبُ)

(ب) قَامَ .... (اَلْمُصَلِّ)

(ج) دَخَلَ .... (اَلْمُؤْمِنُ).

(د) سَافَرَ .... (اَلْوَزِيْر)

اَلدَّرْسُ الثَّانِي

اَلْإِسْنَادُ وَ الْكَلَامُ

ইসনাদ ও কালাম

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য কর-

خَالِدٌ حَاضِرٌ – খালেদ উপস্থিত।

اَلْقَلَمُ جَدِيْدٌ – কলমটি নতুন।

প্রথম বাক্যে, খালেদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে উপস্থিত। আর দ্বিতীয় বাক্যে কলম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কলমটি নতুন। বাক্য দুটিতে খালেদ ও কলম সম্পর্কে বলা হওয়ায় খালেদ ও কলম হল مُسْنَدْ إِلَيْهِ বা উদ্দেশ্য। আর খালেদের উপস্থিত হওয়া ও কলমটি নতুন হওয়ার যে খবরটি দেয়া হয়েছে, তা হল مُسْنَدْ (বিধেয়)।

اَلْقَوَاعِدُ

إِسْنَادْ ও كَلَامْ-এর পরিচয় : كَلَامْ শব্দটির অর্থ বাক্য। এটার অপর নাম হল جُمْلَةٌ আর إِسْنَادْ শব্দটি বাবে إِفْعَال-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল সম্পৃক্ত করা, বিধেয়। পরিভাষায় إِسْنَاد ও كَلَامْ হল–

اَلْكَلَامُ : لَفْظٌ تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ ، وَالْإِسْنَادُ نِسْبَةُ إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى ، بِحَيْثُ تُفِيدُ الْمُخَاطَبَ فَائِدَةً يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهَا.

অর্থাৎ كَلَامْ এমন শব্দ, যা দুটি কালেমাকে ইসনাদের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করবে। আর إِسْنَاد হচ্ছে, একটি কালেমাকে অন্য একটি কালেমার সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যা শ্রোতাকে পরিপূর্ণ উপকার প্রদান করবে এবং তার ওপর শ্রোতার চুপ থাকা শুদ্ধ হবে।

তাই বলা যায়, প্রত্যেকটি كَلَامْ বা جُمْلَةٌ-এর দুটি অংশ থাকে। তা হল–

১. مُسْنَدْ إِلَيْهِ (উদ্দেশ্য)।

২. مُسْنَد (বিধেয়)।

বাক্যে যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয়, তাকে مُسْنَدْ إِلَيْهِ বা উদ্দেশ্য বলে। আর مُسْنَدْ إِلَيْهِ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তাকে مُسْنَد বা বিধেয় বলে।

كَلَامْ-এর প্রকার : كَلَامْ বা جُمْلَة মূলত দু'প্রকার। যথা–

১। اَلْـجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ

২। اَلْـجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ

১। اَلْـجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ : এর পরিচয় হল– هِيَ كُلُّ جُمْلَةٍ تَبْدَأُ بِاِسْمٍ

অর্থাৎ جُمْلَة اِسْمِيَّة এমন বাক্য, যা প্রকৃতভাবে اسم দ্বারা আরম্ভ হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ (আল্লাহ আকাশ ও যমীনের নূর)। এ ধরনের বাক্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ থাকে। তা হল– مُبْتَدَأ (মুবতাদা) ও خَبَر (খবর)।

جُمْلَة اِسْمِيَّة-এর মধ্যে ঐসব جُمْلَة টিও শামিল হবে, যার শুরুতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে اِسْم নাই; তবে প্রকৃত অর্থে اسم রয়েছে। অর্থাৎ শুরুতে যে فعل টি এসেছে তা فِعْل تَامْ নয়। যদি فِعْل تَامْ হতো, তবে তার পরে مُبْتَدَأ না হয়ে فَاعِلْ হতো। সাধারণত كَانَ وَأَخَوَاتُهَا ও أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ وَالرَّجَاءِ وَالشُّرُوْعِ-এর মাধ্যমে যেসব جُمْلَةٌ আরম্ভ হয়, তা جُـمْلَة اِسْمِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- كَانَ زَيْدٌ عَالِمًا (যায়েদ একজন জ্ঞানী ছিল), طَفِقَ خَالِدٌ أَنْ يَذْهَبَ (খালেদ যেতে আরম্ভ করল)। এ দুটি বাক্যই جُمْلَة اِسْمِيَّة

২। اَلْـجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ : এর পরিচয় হল– هِيَ كُلُّ جُمْلَةٍ تَبْدَأُ بِفِعْلٍ

অর্থাৎ جُمْلَة فِعْلِيَّة এমন বাক্যকে বলে, যা প্রকৃত অর্থে فعل দ্বারা আরম্ভ হয়। যেমন- ذَهَبَ خَالِدٌ (খালেদ গেল)। نَصَرَ زَيْدٌ صَبِيًّا (যায়েদ একটি শিশুকে সাহায্য করল)। এ ধরনের বাক্যে সাধারণত মৌলিক দুটি রুকন বা স্তম্ভ থাকে। তা হল– فِعْل (ফে'ল) ও فَاعِلْ (ফায়েল) কখনো مَفْعُوْل بِهِ (মাফউল বিহী) কিংবা فِعْل (ফে'ল) ও نَائِبُ فَاعِلْ (নায়েবে ফায়েল)।

কোনো কোনো বাক্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে اِسْم দ্বারা আরম্ভ হলেও প্রকৃতভাবে তা فعل দ্বারা আরম্ভ হওয়ার নিয়ম থাকলে সেটিও جُمْلَة فِعْلِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ ؛ كَيْفَ جِئْتَ؟ ؛ مَنْ نَاصَرْتَ؟ ইত্যাদি

বাক্যগুলোর শুরুতে فعل না থাকলেও সেগুলো جُـمْلَة فِعْلِيَّة হবে। কারণ প্রকৃত অর্থে এসব বাক্যের শুরুতে যেসব শব্দ এসেছে সেগুলোর স্থান হল পরে আর فعل টির স্থান হল শুরুতে। বাক্যগুলোর মূলরূপ হল- نَعْبُدُكَ ؛ جِئْتَ كَيْفَ ؟ ؛ نَاصَرْتَ مَنْ ؟

شِبْهُ الْـجُمْلَةْ-এর পরিচয় :

شِبْهُ الْـجُمْلَةْ শব্দের অর্থ বাক্য সদৃশ। পরিভাষায়–

هِيَ الظَّرْفُ أَوْالْـجَارُ وَالْمَجْرُوْرُ اَلْمُتَعَلِّقَانِ بِفِعْلٍ مَحْذُوْفٍ.

অর্থাৎ, ظَرْفٌ কিংবা جَارٍ وَمَجْرُوْرٌ কোনো উহ্য فعل -এর সাথে متعلق হয়ে যে বাক্যাংশ গঠিত হয়, তাকে شِبْهُ الْـجُمْلَةْ বলে। যেমন-

عَرَفْتُ الَّذِيْ عِنْدَ الْقَوْمِ (সম্প্রদায়ের নিকট যে আছে, তাকে আমি চিনি)।

قَرَأْتُ مَا فِي الْكِتَابِ (বইয়ে যা আছে তা আমি পড়েছি)।

উপরের বাক্যদ্বয়ের মধ্যে عِنْدَ الْقَوْمِ এর মূলরূপ হল قَائِمٌ عِنْدَ الْقَوْمِ এবং فِـي الْكِتَابِ এর মূলরূপ হলো مَوْجُوْدٌ فِـي الْكِتَابِ; এখানে قَائِمٌ ও مَوْجُوْدٌ নামক দুটি فعل তথা شبه الفعل উহ্য রয়েছে। এরূপ বাক্যের ظَرْفٌ সর্বদা مضاف হয়। شِبْهُ الْـجُمْلَةْ সর্বদা পরিপূর্ণ جُمْلَةٌ -এর অংশ বিশেষ হয়।

تَدْرِيْبَاتٌ

(أ) **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১। جملة কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। مسند ও مسند إليه কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ

৩। جملةٌ اسميةٌ ও جملةٌ فعليةٌ কীভাবে গঠিত হয়? বর্ণনা কর।

৪। شِبْهُ الجملة কাকে বলে? লেখ।

(ب) **নিচের বাক্যগুলো কোন্ প্রকারের جملة তা নির্ণয় কর :**

١- أَكَلَ خَالِدٌ رُزًّا. ٢- جَاءَتْ فَاطِمَةُ. ٣- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. ٤- مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ. ٥- إِلَى ذَهَبَ نُوَاخَالِي. ٥- اَلسَّمَاءُ فَوْقَ الْأَرْضِ.

(ج) নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং তা থেকে جملة গুলো আলাদা করে দেখাও এবং কোন্টি কোন্ প্রকারের جملة তা ব্যাখ্যা কর :

وَكَانَ هَذَا الإِعْلاَنُ أَوَّلَ إِعْلاَنٍ قَوِيٍّ بِالدَّعْوَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ وَبِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَعْلَنَهُ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَكَّةَ فِيْ أَرْضٍ لَيْسَتْ أَرْضُهُ وَدَارٍ لَيْسَتْ دَارُهُ وَلَمْ تَنَمْ عَيْنُهُ حَتَّى فَعَلَ مَا يُرِيْدُ. وَهُنَا أَقْبَلَ الْمُشْرِكُوْنَ عَلَى أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَضَرَبُوْهُ بِقُوَّةٍ حَتَّى كَادَ يَمُوْتَ. ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ وَقَفَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَلَمْ يَقِفْ لِسَانُهُ بَلْ ظَلَّ يَقُوْلُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ

اَلْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ

বিভিন্ন إِعْرَابْ গ্রহণকারী ইসমসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ب)	(ألف)
كَانَ أَبُوْكَ غَنِيًّا	كَانَ خَالِدٌ غَنِيًّا
إِنَّ أَبَاكَ غَنِيٌّ	إِنَّ خَالِدًا غَنِيٌّ
نَظَرْتُ إِلَى أَبِيْكَ	نَظَرْتُ إِلَى خَالِدٍ

উপরে বর্ণিত বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ألف অংশের বাক্যসমূহে خَالِدٌ শব্দটির শেষাক্ষরে حَرَكَة-এর পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, الف অংশের প্রথম বাক্যে خَالِدٌ শব্দে পেশ, দ্বিতীয় বাক্যে خَالِدًا শব্দে যবর এবং তৃতীয় বাক্যে خَالِدٍ শব্দে যের হয়েছে। অনুরূপভাবে ب অংশের বাক্যগুলোতে أَبٌ শব্দটির শেষেও হরফের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, প্রথম বাক্যে أَبُوْ শব্দে واو, দ্বিতীয় বাক্যে أَبَا শব্দে ألف এবং তৃতীয় বাক্যে أَبِي শব্দে ياء হয়েছে।

শব্দের শেষাক্ষরে হরকত ও হরফের এ জাতীয় পরিবর্তনকে إعراب-এর পরিবর্তন এবং বিভিন্ন প্রকার إِعْرَابْ গ্রহণকারী ইসমসমূহকে اَلْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ-এর পরিচয় : এটি اَلِاسْمُ الْمُتَمَكِّنْ-এর বহুবচন। الْمُتَمَكِّنْ শব্দের অর্থ হল, সক্ষম, যোগ্য, স্থান গ্রহণকারী ইত্যাদি। অর্থাৎ ইরাবগ্রহণে সক্ষম ইসমসমূহ। এগুলোকে اِسْمٌ مُعْرَبٌও বলা হয়। পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল–

اَلْمُتَمَكِّنُ اَلِاسْمُ الَّذِيْ يَقْبَلُ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثَ : اَلرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَالْجَرَّ.

অর্থাৎ اَلِاسْمُ الْمُتَمَكِّنْ এমন ইসমকে বলে, যা রফা, নসব ও জার তিন ধরনের হরকতই গ্রহণ করে।

اَلْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ-এর প্রকার : اَلْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ দু প্রকার। যথা–

١- مُتَمَكِّنٌ أَمْكَنَ وَهُوَ الْمَصْرُوْف. ٢- مُتَمَكِّنٌ غَيْرُ أَمْكَنَ وَهُوَ الْمَمْنُوْعُ مِنَ الصَّرْف

اَلْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ-এর সাথে সম্পৃক্ত পরিভাষাসমূহ :

১. عَامِلٌ (إِعْرَابٌ প্রদানকারী) :

পাঠের শুরুতে উল্লিখিত বাক্যসমূহের أَبٌ ও خَالِدٌ শব্দদ্বয়ের পরিবর্তনের কারণ হল, এদের পূর্বে প্রথম বাক্যে كَانَ দ্বিতীয় বাক্যে إِنَّ এবং তৃতীয় বাক্যে إِلَى এসেছে। এ জাতীয় শব্দসমূহের নাম عَامِلٌ।
তাই বলা যায়–

اَلْعَامِلُ مَا بِهِ رَفْعٌ أَوْ نَصْبٌ أَوْ جَرٌّ.

অর্থাৎ যার কারণে اِسْمٌ مُعْرَبٌ-এর শেষে রফা, নসব ও জার হয়, তাকে عَامِلٌ বলে। ইসমের ক্ষেত্রে عَامِلٌ তিন প্রকার। যথা– رَافِعٌ (পেশ প্রদানকারী); نَاصِبٌ (যবর প্রদনকারী) ও جَارٌّ (যের প্রদানকারী)

২. إِعْرَابٌ (ইরাব) :

اَلْإِعْرَابُ مَا بِهِ يَخْتَلِفُ آخِرُ الْمُعْرَبِ

অর্থাৎ যার দ্বারা اِسْمٌ مُعْرَبٌ-এর শেষাক্ষর বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তাকে إِعْرَاب বলে। যেমন- ضَمَّة ; فَتْحَة ; كَسْرَةٌ ; وَاوْ ; أَلِفْ ; يَاءْ ইত্যাদি। ইসমের إِعْرَابٌ তিন প্রকার। যথা– رَفْعٌ-نَصْبٌ ও جَرٌّ

৩. مَحَلُّ الْإِعْرَابِ (ইরাবের স্থান) : إِعْرَابٌ গ্রহণকারী শব্দের শেষ অক্ষরকে مَحَلُّ الْإِعْرَابِ বলে। যেমন– قَامَ زَيْدٌ (যায়েদ দাঁড়াল)। এ বাক্যে قَامَ হল عَامِلٌ আর زَيْدٌ হল اِسْمٌ مُعْرَبٌ আর দুই পেশ হল إِعْرَابٌ আর دال অক্ষরটি হল مَحَلُّ الْإِعْرَابِ

৪. عَلَامَةُ الْإِعْرَابِ (إعراب-এর চিহ্ন) :

পূর্বের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে আরো দেখা যায় যে, زَيْدٌ শব্দটির শেষ অক্ষরে প্রথম বাক্যে ضَمَّة, দ্বিতীয় বাক্যে فَتْحَة এবং তৃতীয় বাক্যে كَسْرَة ; অনুরূপভাবে أَبٌ শব্দটির শেষে প্রথম বাক্যে وَاوْ , দ্বিতীয় বাক্যে أَلِف এবং তৃতীয় বাক্যে يَاء এসেছে। এগুলোর নাম عَلَامَةُ الْإِعْرَابِ।

তাই যে সব চিহ্ন দ্বারা إعراب-এর পরিবর্তন করা হয়, তাদেরকে عَلَامَةُ الْإِعْرَابِ বা إِعْرَاب-এর চিহ্ন বলে। اِسْم-এর عَلَامَةُ الْإِعْرَابِ মোট ছয়টি। যথা–

١- ضَمَّة ٢- فَتْحَة ٣- كَسْرَة ٤- وَاوْ ٥- أَلِفْ ٦- يَاء

৫. رَفْعٌ কে প্রকাশ করার চিহ্নসমূহ :

কোনো اِسْم এ ضَمَّة দ্বারা, কোনো اِسْم এ وَاوْ দ্বারা, কোনো اِسْمَ এ ألف দ্বারা رَفْعٌ -এর إِعْرَابٌ হয়।

৬. نَصْبٌ কে প্রকাশ করার চিহ্নসমূহ :

কোনো اسم এ فتحة দ্বারা, কোনো اسم এ كسرة দ্বারা, কোনো اسم এ ألف দ্বারা, কোনো اسم এ ياء দ্বারা نَصْبٌ -এর إِعْرَابٌ হয়।

৭. جَرٌّ কে প্রকাশ করার চিহ্নসমূহ :

কোনো اسم এ كسرة দ্বারা, কোনো اسم এ فتحة দ্বারা, কোনো اسم এ ياء দ্বারা جَرٌّ -এর إِعْرَابٌ হয়।

উল্লেখ্য যে, কোনো اسم এর عَامِل যখন رَافِع হয়, তখন ঐ اِسْمُ কে مَرْفُوْع এবং এ প্রকারের إِعْرَابٌ কে رَفْع বলে। অনুরূপভাবে কোনো اِسْم এর عَامِلْ যখন نَاصِبٌ হয়, তখন ঐ اِسْمُ কে مَنْصُوْب এবং এ প্রকারের إِعْرَابٌ কে نَصْب বলে। একইভাবে কোনো اسم এর عَامِلْ যখন جار হয় তখন ঐ اسم কে مَجْرُوْرٌ এবং এ প্রকারের إِعْرَابٌ কে جر বলে।

أَقْسَامُ الْأَسْمَاءِ الْمُتَمَكِّنَةِ

আসমায়ে মুতামাক্কিনার প্রকার

বিভিন্ন প্রকারের إِعْرَابٌ গ্রহণের দৃষ্টিতে اِسْمُ مُعْرَبٌ মোট ১২ প্রকার। এসব اِسْمُ مُعْرَبٌ -এর শেষে মোট নয় প্রকারের إِعْرَابٌ হয়। যথা–

প্রথম প্রকার إِعْرَابٌ

১। مُفْرَدٌ مُنْصَرِفٌ صَحِيْحٌ যথা– بَكْرٌ ، زَيْدٌ ، خَالِدٌ ، قَوْلٌ ، عَيْنٌ ইত্যাদি।

২। مُفْرَدٌ مُنْصَرِفٌ جَارِيْ مُجْرَى الصَّحِيْحِ যথা– دَلْوٌ ، لَهْوٌ ، ظَبْيٌ ، سَقْيٌ ، صَبِيٌّ ، نَبِيٌّ ইত্যাদি।

৩। جَمْعٌ مُكَسَّرٌ مُنْصَرِفٌ যথা– رِجَالٌ ، أَقْلَامٌ ، كُتُبٌ ، أَشْجَارٌ ، جِبَالٌ ইত্যাদি।

এ তিন প্রকার اِسْمُ مُعْرَبٌ নিম্নরূপ إِعْرَابٌ গ্রহণ করে। তা হল–

رَفْعٌ এর অবস্থায় ضمة যথা– جَاءَ خَالِدٌ وَظَبْـيٌ وَ رِجَالٌ

نَصْبٌ এর অবস্থায় فتحة যথা– رَأَيْتُ خَالِدًا وَظَبْيًا ورِجَالاً

جَرٌّ এর অবস্থায় كسرة যথা– مَرَرْتُ بِخَالِدٍ وَظَبْيٍ وَرِجَالٍ

দ্বিতীয় প্রকার إِعْرَابْ

৪। جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ যথা– مُسْلِمَاتٌ ، مُؤْمِنَاتٌ ، عَابِدَاتٌ ، رِسَالَاتٌ ইত্যাদি।

এ প্রকার اِسْمُ مُعْرَبْ নিম্নরূপ إعراب গ্রহণ করে। তা হল–

رَفْعٌ এর অবস্থায় ضَمَّة যথা– جَاءَتْ مُسْلِمَاتٌ

نَصْبٌ এর অবস্থায় كَسْرَةٌ যথা– رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ

جَرٌّ এর অবস্থায় كَسْرَةٌ যথা– نَظَرْتُ إِلٰى مُسْلِمَاتٍ

তৃতীয় প্রকার إِعْرَابْ

৫। غَيْرُ الْمُنْصَرِف যথা– عُمَرُ ، زُفَرُ ، ثُلَاثُ ، مَثْلَثُ ، طَلْحَةُ ইত্যাদি।

এ প্রকার اِسْمُ مُعْرَبْ নিম্নরূপ إعراب গ্রহণ করে। তা হল–

رَفْعٌ এর অবস্থায় ضمة যথা– جَاءَ عُمَرُ

نَصْبٌ এর অবস্থায় فتحة যথা– رَأَيْتُ عُمَرَ

جَرٌّ এর অবস্থায় فتحة যথা– نَظَرْتُ إِلٰى عُمَرَ

চতুর্থ প্রকার إِعْرَابْ

৬। اَلْإِسْمُ الْمَقْصُوْرُ যথা– اَلْعَصَا ، اَلْهُدٰى ، مُوْسٰى ، عِيْسٰى ، مُصْطَفٰى ইত্যাদি।

৭। غَيْرُ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ اَلْمُضَاف إِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ অর্থাৎ جَمْعُ الْمُذَكَّر السَّالِمْ ছাড়া অন্য اسم যখন يَاء الْمُتَكلم-এর দিকে مضاف হয়। যথা– كِتَابِي ، أَخِيْ ، صَدِيْقِي ، أَقْلَامِي ، كُتُبِي ইত্যাদি।

এ দু প্রকার اِسْمُ مُعْرَبْ নিম্নরূপ إعراب গ্রহণ করে। তা হল–

رَفْعٌ এর অবস্থায় ضَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ (গোপনীয় ضمة) যথা– جَاءَ مُوْسٰى وَصَدِيْقِي

نَصْبٌ এর অবস্থায় فَتْحَة مُقَدَّرَةٌ (গোপনীয় فتحة) যথা– رَأَيْتُ مُوْسٰى وَصَدِيْقِي

جَرٌّ এর অবস্থায় كَسْرَةٌ مُقَدَّرَةٌ (গোপনীয় كسرة) যথা– نَظَرْتُ إِلٰى مُوْسٰى وَصَدِيْقِي

পঞ্চম প্রকার إِعْرَابْ

৮। اَلْإِسْمُ الْمَنْقُوْصُ : যথা– اَلنَّادِيْ ، اَلْعَادِي ، اَلْمَاضِي ، اَلرَّاعِي ، اَلدَّاعِي ইত্যাদি।

এ প্রকার اِسْمُ مُعْرَبْ নিম্নরূপ إِعْرَابْ গ্রহণ করে। তা হল–

جَاءَ الْقَاضِيْ –যথা (ضمة গোপনীয়) ضَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ এর অবস্থায় رَفْعٌ

رَأَيْتُ الْقَاضِيَ –যথা (فتحة প্রকাশ্য) فَتْحَةٌ ظَاهِرَةٌ এর অবস্থায় نَصْبٌ

نَظَرْتُ إِلَى الْقَاضِيْ –যথা (كسرة গোপনীয়) كَسْرَةٌ مُقَدَّرَةٌ এর অবস্থায় جَرٌّ

ষষ্ঠ প্রকার إِعْرَابٌ

৯। اَلْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ مُكَبَّرَةٌ مُفْرَدَةٌ مُضَافَةٌ إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ যথা– أَبٌ- أَخٌ - حَمٌ - هَنٌ - فُوْ - ذُوْ

অর্থাৎ أَبٌ، أَخٌ، حَمٌ، هَنٌ، فُوْ ও ذُوْ এ ছয়টি শব্দ যখন একবচন হয় ও مُكَبَّرٌ রূপে হয় এবং يَاءُ مُتَكَلِّمْ ছাড়া অন্য কোনো اِسْمٌ-এর দিকে مُضَافٌ হয়, তখন তাদের إِعْرَابٌ নিম্নরূপ হয়। তা হল–

جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ –যথা وَاوْ এর অবস্থায় رَفْعٌ

رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ –যথা أَلِف এর অবস্থায় نَصْبٌ

نَظَرْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ –যথা يَاء এর অবস্থায় جَرٌّ

উল্লেখ্য, আরবিভাষিগণ এ اسم গুলোকে أَسْمَاء خَمْسَة বলে। কারণ هَنٌ শব্দটির ব্যবহার নেই বললেই চলে।

সপ্তম প্রকার إِعْرَابٌ

১০। اَلتَّثْنِيَةُ যথা– قَلَمَانِ ، كِتَابَانِ ، طَالِبَانِ ইত্যাদি।

এ প্রকার اِسْمُ مُعْرَبْ নিম্নরূপ إعراب গ্রহণ করে। তা হল–

جَاءَ الطَّالِبَانِ –যথা ألف এর অবস্থায় رَفْعٌ

رَأَيْتُ الطَّالِبَيْن –যথা (তার পূর্বে فتحة) ياء এর অবস্থায় نَصْبٌ

نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِبَيْن –যথা (তার পূর্বে فتحة) ياء এর অবস্থায় جَرٌّ

নিচের চারটি শব্দও تَثْنِيَة এর إِعْرَابٌ গ্রহণ করে। শব্দগুলো হল– اِثْنَانِ ও اِثْنَتَانِ–كِلَا ও كِلْتَا যখন ضَمِيْر-এর প্রতি مُضَاف হয়। كِلْتَاهُمَا - كِلَاهُمَا যথা–

جَاءَ اِثْنَانِ	جَاءَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا	رَفْعٌ এর অবস্থায়
رَأَيْتُ اِثْنَيْنِ	رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا	نَصْبٌ এর অবস্থায়
نَظَرْتُ إِلَى اِثْنَيْنِ	نَظَرْتُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا	جر এর অবস্থায়

অষ্টম প্রকার إِعْرَابْ

১১। جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ যথা– اَلْمُؤْمِنُوْنَ ، اَلْمُسْلِمُوْنَ ، اَلْعَابِدُوْنَ ، اَلرَّاكِعُوْنَ ইত্যাদি।

এ প্রকার اسم নিম্নরূপ إعراب গ্রহণ করে। তা হল–

رَفْعٌ এর অবস্থায় واو যথা– جَاءَ الْمُسْلِمُوْنَ

نَصْبٌ এর অবস্থায় ياء (তার পূর্বে كسرة) যথা– رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ

جَرٌّ এর অবস্থায় ياء (তার পূর্বে كسرة) যথা– نَظَرْتُ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ

এছাড়াও নিম্নের শব্দসমূহ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ-এর إعراب গ্রহণ করে থাকে। শব্দগুলো হল– عِشْرُوْنَ ، ثَلَاثُوْنَ ، أَرْبَعُوْنَ ، خَمْسُوْنَ ، سِتُّوْنَ ، سَبْعُوْنَ ، ثَمَانُوْنَ ، تِسْعُوْنَ ، أُوْلُوْا – ইত্যাদি।

নবম প্রকার إِعْرَابْ

১২। جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ যখন يَاءُ الْمُتَكَلِّمِ এর প্রতি مضاف হয়। অর্থাৎ اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ مُضَافًا إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ যথা–

مُسْلِمُوْنَ + يَ = مُسْلِمِيَّ ؛ مُدَرِّسُوْنَ + ي= مُدَرِّسِيَّ ؛ مُعَلِّمُوْنَ + يَ = مُعَلِّمِيَّ

(إِضَافَة এর কারণে ن টি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।)

এ প্রকার اِسْمُ مُعْرَبْ নিম্নরূপ إعراب গ্রহণ করে। তা হল–

رَفْعٌ এর অবস্থায় وَاوُ مُقَدَّرَة (গোপনীয় واو) যথা– جَاءَ مُعَلِّمِيَّ

نَصْبٌ এর অবস্থায় يَاءُ الظَاهِرَةْ (প্রকাশ্য ياء) যথা– رَأَيْتُ مُعَلِّمِيَّ

جَرٌّ এর অবস্থায় يَاء الظاهرة (প্রকাশ্য ياء) যথা– نَظَرْتُ إِلَى مُعَلِّمِيَّ

تَدْرِيْبَاتٌ

১। اِسْمُ مُعْرَبْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। عَلَامَةَ الْإِعْرَابْ কাকে বলে? তা কয়টি ও কী কী?

৩। عامل কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৪। ব্র্যাকেটে উল্লিখিত اسم গুলো দ্বারা তিনটি করে বাক্য তৈরি কর এবং সঠিক إعراب দিয়ে খালিঘর পূরণ কর :

حالة الرفع	حالة النصب	حالة الجر	
١.	....	....	(خَالِدٌ)
٢.	....	....	(اَلدَّلْوُ)
٣.	....	....	(قَمِيْصٌ)
٤.	....	....	(ظَبْيٌ)
٥.	....	....	(اَلْأَسَاتِذَةُ)
٦.	....	....	(اَلْبُيُوْتُ)
٧.	....	....	(اَلْمُؤْمِنَاتُ)
٨.	....	....	(اَلصَّالِحَاتُ)

৫। أَسْمَاء سِتَّة কী কী? তাদের إعراب কী? উদাহরণসহ লেখ।

৬। কোন্ কোন্ اسم – جمع المذكر السالم এর إعراب গ্রহণ করে লেখ।

৭। কয়টি اسم – تثنية এর চিহ্ন গ্রহণ করে লেখ।

৮। নিচের সঠিক বাক্যের সামনে (✓) চিহ্ন এবং ভুল বাক্যের (×) চিহ্ন দাও :

أ. رأيتُ مؤمنين ( )

ب. جاء رجالا ( )

ج. هن مسلمات ( )

د. ذهبتُ إلى أبوك ( )

هـ. هم قانتين ( )

و. نظرتُ إلى رجلان كلاهما ( )

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ

اَلْأَسْمَاءُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّنَةِ

বিভিন্ন إعراب গ্রহণ নাকারী ইসমসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

(ب)	(ألف)
دَخَلَ هٰؤُلَاءِ فِي الْمَكْتَبِ رَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ فِي الْمَكْتَبِ جَلَسْتُ مَعَ هٰؤُلَاءِ فِي الْمَكْتَبِ	دَخَلَ زَيْدٌ فِي الْمَكْتَبِ رَأَيْتُ زَيْدًا فِي الْمَكْتَبِ جَلَسْتُ مَعَ زَيْدٍ فِي الْمَكْتَبِ

উপরের উদাহরণগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, (ألف) অংশের বাক্যগুলোতে زيد শব্দটির শেষাক্ষরে তিনটি বাক্যে তিন রকম إعراب হয়েছে। প্রথম বাক্যে زيدٌ , দ্বিতীয় বাক্যে زيدًا তৃতীয় বাক্যে زيدٍ হয়েছে। পক্ষান্তরে, (ب) অংশের বাক্যগুলোতে هٰؤُلَاءِ শব্দটির শেষাক্ষরে কোনো পরিবর্তন হয়নি, তিনটি বাক্যে একই অবস্থা বহাল আছে। এ জাতীয় অপরিবর্তনশীল اسم-কে اَلْأَسْمَاءُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّنَة বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

পরিচয় : اَلْأَسْمَاءُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّنَة শব্দের অর্থ হল, ইরাব গ্রহণ না কারী ইসমসমূহ। যে সব ইসমের পূর্বে বিভিন্ন প্রকারের عامل আসলেও উহাদের শেষাক্ষরে إعراب-এর কোনো পরিবর্তন হয় না, তাদেরকে اَلْأَسْمَاءُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّنَة বলে।

প্রকারভেদ : أَسْمَاءُ غَيْرُ مُتَمَكِّنَة বিভিন্ন প্রকারে হয়ে থাকে। যথা-

(১) اَلضَّمَائِر
(২) أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ
(৩) اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَةُ
(৪) أَسْمَاءُ الشَّرْطِ
(৫) أَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ
(৬) أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ
(৭) بَعْضُ الظُّرُوْفِ
(৮) أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ
(৯) أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ
(১০) اَلْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيُّ
(১১) اَلْاِسْمُ الْمَخْتُوْمُ بِوَيْهِ ইত্যাদি।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : اَلضَّمَائِرُ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ب)	(أ)
خَالِدٌ تِلْمِيذٌ، هُوَ يَدْرُسُ فِي الصَّفِّ الثَّامِنِ، رَقْمُهُ ثَلَاثَةٌ، هُوَ مِنْ خُلْنَا	خَالِدٌ تِلْمِيذٌ، خَالِدٌ يَدْرُسُ فِي الصَّفِّ الثَّامِنِ، رَقْمُ خَالِدٍ ثَلَاثَةٌ، خَالِدٌ مِنْ خُلْنَا

উপরের (أ) এবং (ب) অংশের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) অংশে খালেদের পরিচয় বলতে গিয়ে প্রত্যেক বাক্যে খালেদ اِسْم টি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে বাক্যগুলো শুনতে শ্রুতিমধুর হয়নি। কিন্তু (ب) অংশে খালেদের পরিচয় বলতে গিয়ে প্রথম বাক্যে খালেদ শব্দটি একবার ব্যবহার করার পর পরবর্তী বাক্যগুলোতে বারবার খালেদ اِسْم টি ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়েছে। اِسْم-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দকে ضَمِيْرٌ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

ضَمِيْر-এর পরিচয় : ضَمِيْر শব্দের অর্থ সর্বনাম। এর সংজ্ঞা হল–

هُوَ كَلِمَةٌ تَحُلُّ مَحَلَّ الْاِسْمِ وَ ذٰلِكَ مَنْعًا مِنْ تَكْرَارِ الْاِسْمِ

অর্থাৎ اِسْم কে বার বার উল্লেখ না করে তার পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাকে ضَمِيْر বলে। যথা– أَنَا (আমি), نَحْنُ (আমরা), هُوَ (সে), أَنْتَ (তুমি)। সকল প্রকার ضَمِيْر সব সময় مَبْنِي হয়, এদের শেষে إِعْرَابٌ এর কোনো পরিবর্তন হয় না।

ضَمِيْر-এর প্রকার : ضَمِيْر প্রধানত তিন প্রকার। যথা–

১। ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ (কর্তৃকারক সর্বনাম) ২। ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ (কর্মকারক সর্বনাম)

৩। ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ (সম্বন্ধসূচক সর্বনাম)।

কিন্তু ব্যবহারের দৃষ্টিকোণে ضَمِيْرٌ সর্বমোট পাঁচ প্রকার। যথা–

১। ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ : যে ضَمِيْر-টি رفع এর স্থলে পতিত হয় এবং فعل এর সাথে সংযুক্ত হয় তাকে ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ বলে। যথা– أَكَلْنَا (আমরা আহার করলাম)।

২। ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِلْ : যে ضَمِيْر-টি رفع এর স্থলে আসে এবং স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার হয়, তাকে ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِل বলে। যথা– هُوَ يَنْصُرُ (সে সাহায্য করে)।

৩। ضَمِيْر مَنْصُوْب مُتَّصِل : যে ضمير-টি نصب এর স্থলে আসে এবং فعل বা অন্য কোনো عامل-এর সাথে সংযুক্ত হয়, তাকে ضَمِيْر مَنْصُوْب مُتَّصِل বলে। যথা– نَصَرَكَ (সে তোমাকে সাহায্য করল)।

৪। ضَمِيْر مَنْصُوْب مُنْفَصِلْ : যে ضمير - مفعول হিসেবে نصب এর স্থলে ব্যবহৃত হয় এবং فعل থেকে পৃথকভাবে আসে, তাকে ضَمِيْر مَنْصُوْب مُنْفَصِلْ বলে। যথা– إِيَّاىَ ضَرَبْتَ (তুমি আমাকে মারলে)।

৫। ضَمِيْر مَجْرُوْر مُتَّصِلْ : যে সর্বনাম جَرْ এর স্থলে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ مُضَافْ বা حَرْفُ جَارْ এর সাথে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضَمِيْر مَجْرُوْر مُتَّصِلْ বলে। যথা– كِتَابِيْ (আমার কিতাব), إِلَيْهِ (তার নিকট)।

ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ		ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِل	ضَمِيْر مَنْصُوْب مُتَّصِلْ		ضَمِيْر مَنْصُوْب مُنْفَصِل		ضَمِيْر مَجْرُوْر مُتَّصِلْ	
نَصَرَ	–	هُوَ	نَصَرَهُ	ه	إِيَّاهُ	ه	لَه	ه
نَصَرَا	ا	هُمَا	نَصَرَهُمَا	هما	إِيَّاهُمَا	هما	لَهُمَا	هما
نَصَرُوا	وا	هُمْ	نَصَرَهُمْ	هم	إِيَّاهُمْ	هم	لَهُمْ	هم
نَصَرَتْ	–	هِيَ	نَصَرَهَا	ها	إِيَّاهَا	ها	لَهَا	ها
نَصَرَتَا	ا	هُمَا	نَصَرَهُمَا	هما	إِيَّاهُمَا	هما	لَهُمَا	هما
نَصَرْنَ	ن	هُنَّ	نصرَهُنَّ	هن	إِيَّاهُنَّ	هن	لَهُنَّ	هن
نَصَرْتَ	تَ	أَنْتَ	نَصَرَكَ	كَ	إِيَّاكَ	كَ	لَكَ	كَ
نَصَرْتُمَا	تما	أَنْتُمَا	نَصَرَكُمَا	كما	إِيَّاكُمَا	كما	لَكُمَا	كما
نَصَرْتُمْ	تم	أَنْتُمْ	نَصَرَكُمْ	كم	إِيَّاكُمْ	كم	لَكُمْ	كم
نَصَرْتِ	تِ	أَنْتِ	نَصَرَكِ	كِ	إِيَّاكِ	كِ	لَكِ	كِ
نَصَرْتُمَا	تما	أَنْتُمَا	نَصَرَكُمَا	كما	إِيَّاكُمَا	كما	لَكُمَا	كما
نَصَرْتُنَّ	تن	أَنْتُنَّ	نَصَرَكُنَّ	كن	إِيَّاكُنَّ	كن	لَكُنَّ	كن
نَصَرْتُ	تُ	أَنَا	نَصَرَنِيْ	نى	إِيَّايَ	ى	لِيْ	ى
نَصَرْنَا	نا	نَحْنُ	نَصَرَنَا	نا	إِيَّانَا	نا	لَنَا	نا

تَدْرِيْبَاتٌ

১. ضمير কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২. ضمير منصوب متصل গুলো কী কী? অর্থসহ লেখ।

৩. নিচের কোনটি কোন প্রকারের ضمير লেখ :

لها ، لنا ، أنت نَصَرَكَ ، ضَرَبْنَا ، هو ، إياكم ، أنتن ، ضَرَبْتُهُمْ ، لهما .

৪. সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দাও :

أ. هم : ضمير مرفوع منفصل
ضمير مجرور منفصل
ضمير مرفوع متصل

ب. ضربتُ : ضمير منصوب متصل
ضمير مجرور منصل
ضمير مجرور متصل

ج. لكم : ضمير منصوب منفصل
ضمير مرفوع منفصل
ضمير مرفوع متصل

د. هن : ضمير مرفوع منفصل
ضمير منصوب متصل
ضمير منصوب متصل

ه. إيانا : ضمير منصوب منفصل
ضمير مجرور متصل

৫. বাক্য রচনা কর : فَتَحْتُ ، هُنَّ ، لَكُنَّ ، إِيَّاكُنَّ ، هُمْ

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

(ب)	(أ)
نَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ نَامَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ نَامَ أُوْلٰئِكَ الرِّجَالُ	جَاءَ هٰذَا الرَّجُلُ جَاءَتْ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ جَاءَ هٰؤُلَاءِ الرِّجَالُ

উপরের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) অংশের هٰذَا - هٰذِهِ - هٰؤُلَاءِ দ্বারা নিকটবর্তী কোনো ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর (ب) অংশের ذٰلِكَ - تِلْكَ - أُوْلٰئِكَ দ্বারা দূরবর্তী কোনো ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ধরনের ইঙ্গিতবহ اِسْم -কে أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ أَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ :

اِسْمُ الْإِشَارَةِ هُوَ مَا دَلَّ عَلٰى مُعَيَّنٍ بِإِشَارَةٍ مَحْسُوْسَةٍ إِلَيْهِ.

অর্থাৎ যে সমস্ত اسم দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কোনো কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তাকে أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ বলে। যেমন– هٰذَا - هٰذَان – هٰؤُلَاء – تِلْكَ

مُذَكَّرٌ - مُؤَنَّثٌ – وَاحِدْ – تَثْنِيَة – جَمْع নিকটবর্তী ও দূরবর্তী ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কিছুর জন্যে ভিন্ন ভিন্ন اِسْمُ الْإِشَارَةِ রয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা হল–

ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কোনো কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে اِسْمُ الْإِشَارَةِ সমূহ হল :

দূরবর্তী/بَعِيْد		নিকটবর্তী/قَرِيْب		
مُؤَنَّثٌ	مُذَكَّرٌ	مُؤَنَّثٌ	مُذَكَّرٌ	*
تِلْكَ	ذٰلِكَ	هٰذه (تَا-ذِیْ-تِی-تِهِ)	هٰذا	وَاحِدْ
تٰنِكَ – تَيْنِكَ	ذٰنِكَ – ذَيْنِكَ	هَاتَانِ – هَاتَيْنِ	هٰذَانِ- هٰذَيْنِ	تَثْنِيَة
أُوْلٰئِكَ	أُوْلٰئِكَ	هٰؤُلَاءِ	هٰؤُلَاءِ	جَمْع

স্থানের দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে اِسْمُ الْإِشَارَةِ সমূহ হল–

দূরবর্তী/بَعِيْد	নিকটবর্তী/قَرِيْب
ঐখানে هُنَاكَ/ هُنَالِكَ	এখানে هُنَا

উল্লেখ্য যে, عَاقِلْ এর جمع এর জন্যে অধিকাংশ সময় أُوْلٰئِكَ ও هٰؤُلَاءِ ব্যবহৃত হয়। তবে কখনো কখনো عَاقِلْ এর جَمْع مُكَسَّرْ এর ক্ষেত্রে تِلْكَ ও ব্যবহার হয়ে থাকে। যথা– تِلْكَ الرُّسُلُ

غَيْرُ عَاقِلْ এর جمع এর জন্যে تِلْكَ ও هٰذِهِ ব্যবহৃত হয়। যথা– تِلْكَ الْأَشْجَارُ – هٰذِهِ الْأَشْجَارُ

উল্লেখ্য যে, عَاقِلْ বলতে আল্লাহ, মানুষ, জিন ও ফেরেশতা বোঝানো হয় এবং غَيْرُ عَاقِلْ বলতে বাকি সবকিছুকে বোঝানো হয়।

تَدْرِيْبَاتٌ

১. নিকটবর্তী ও দূরবর্তীর উপযুক্ত اسم الإشارة দ্বারা শূণ্যস্থান পূরণ কর :

المسلمان .... المدرسين .... الأساتذة ....

الغرفتين .... المدارس .... الطالب ....

البيوت .... الحقيبة .... الرسالتان ....

السرير .... القلمان .... البيتين ....

২. আরবি কর :

এই গাছগুলো সুন্দর, এরা আমার ভাই, এটি আমার বই, ওটা আমার কলম, ঐগুলো তোমার কলম, এই মহিলাগণ আমার বোন, এ লোকটি জ্ঞানী।

৩. বাংলায় অনুবাদ কর :

هذَانِ الْكِتَابَانِ لَكَ ، هَاتَانِ اِمْرَأَتَانِ ، هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ عَالِمُوْنَ ، ذَٰلِكَ كِتَابُكَ ، ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ ، هذَا الْكِتَابُ جَدِيْدٌ ، هذِهِ الْمَرْأَةُ جَمِيْلَةٌ ، هذَا أَخِيْ .

৪. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

أ. هذه : اسم الإشارة قريب ( )

ب. اولئك : اسم الإشارة بعيد ( )

ج. تانك : اسم الإشارة مؤنث ( )

د. هاتان : اسم الإشارة للمذكر ( )

ه. هؤلاء : اسم الإشارة بعيد ( )

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَةُ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর -

أَعْبُدُ اللهَ الَّذِيْ خَلَقَنِيْ (আমি ঐ আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন)।

ذَهَبَتِ الْمُعَلِّمَةُ الَّتِـيْ مَرِضَتْ (ঐ শিক্ষিকা চলে গেছেন, যিনি অসুস্থ হয়েছেন)।

أَكْرِمِ الطَّالِبَيْنِ اللَّذَيْنِ نَجَحَا (ঐ দুজন ছাত্রকে সম্মান কর, যারা সফল হয়েছে)।

أُسَلِّمُ عَلَى الَّذِيْنَ قَدِمُوْا (যারা আগমন করেছেন, তাদের আমি সালাম করব)।

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নিম্নরেখাবিশিষ্ট اَلَّذِيْ ও اَلَّتِـيْ অর্থ যিনি, اَللَّذَيْنِ ও اَلَّذِيْنَ অর্থ যারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোকে একত্রে اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَةُ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ اِسْمِ الْمَوْصُوْلِ : এর সংজ্ঞা হল- اَلْإِسْمُ الْمَوْصُوْلُ هُوَ مَا لَا يَتِمُّ مَعْنَاهُ اِلَّا بِجُمْلَةٍ تُذْكَرُ بَعْدَهُ

অর্থাৎ, اِسْمُ مَوْصُوْلٍ এমন اِسْم-কে বলে, যার অর্থ পূর্ণ হতে তৎপরবর্তীতে একটি বাক্য ব্যবহার করতে হয়। পরবর্তী বাক্যকে صِلَةُ الْمَوْصُوْلِ বলা হয়।

আরো সহজভাবে বলা যায়, যে সব শব্দ দ্বারা যে, যারা, যিনি, যাকে, যাদেরকে বা যেটা ও যেগুলো ইত্যাদি বোঝায় সেগুলোকে আরবি ভাষায় اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَةُ বলে।

وَاحِدْ - تَثْنِيَة – جَمْع ও مُذَكَّرٌ - مُؤَنَّثٌ এর জন্যে নির্দিষ্ট اِسْم مَوْصُوْل রয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা হল–

مُؤَنَّثٌ	مُذَكَّرٌ	
اَلَّتِـي	اَلَّذِيْ	وَاحِدْ
اَللَّتَانِ / اَللَّتَيْنِ	اَللَّذَانِ / اَللَّذَيْنِ	تَثْنِيَة
اَللَّاتِي / اَللَّائِيْ/ اَللَّوَاتِيْ	اَلَّذِيْنَ/ اَلْأُلَاءِ	جَمْع

এটা ছাড়া আরো কয়েকটি শব্দ রয়েছে, যেগুলো কখনো اِسْمُ مَوْصُوْل অর্থে, কখনো অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে مَنْ ও مَا অন্যতম। যেমন– أَعْرِفُ مَنْ تَكَلَّمَ مَعَكَ (তোমার সাথে যে কথা বললো তাকে আমি চিনি), قَرَأْتُ مَا فِي الْكِتَابِ (বইটিতে যা আছে তা আমি পড়লাম)।

বি.দ্র. ১। مَن শব্দটি عَاقِلْ এর জন্যে এবং مَا শব্দটি غَيْرُ عَاقِلْ এর জন্যে ব্যবহৃত হয়।

২। عَاقِلٌ এর جمع এর ক্ষেত্রে প্রায় اَلَّتِـيْ ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং غَيْرُ عَاقِلٍ এর جمع এর জন্য اَلَّذِيْنَ – اَللَّائِـي – اَللَّاتِـيْ – اَللَّوَاتِـيْ ব্যবহৃত হয়।

৩। صِلَةُ الْمَوْصُوْلِ ও ضَمِيْرُ الصِّلَةِ : اِسْمُ مَوْصُوْل এর পর একটা বাক্য অবশ্যই উল্লেখ করা হয় ঐ বাক্যটিকে صِلَةُ الْمَوْصُوْلِ বলা হয় এবং বাক্যের মাঝে একটি ضَمِيْر থাকে, যা اِسْمُ مَوْصُوْل এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাকে ضَمِيْرُ الصِّلَةِ বলে। اِسْمُ مَوْصُوْل ও صِلَةٌ মিলে সাধারণত পরিপূর্ণ جُمْلَةٌ হয় না, বরং কোনো جُمْلَةٌ-এর جُزْءٌ অংশ হয়।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। اسم موصول কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।

২। مَنْ ও ما এর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় কর।

৩। عاقل এর جمع এর জন্যে কোনো اسم موصول ব্যবহার হয়? লেখ।

৪। اسم موصول এর পর যে جملة টি আসে ঐ جملة টির নাম কী? এবং جملة এর মাঝে যে ضمير থাকে তার নাম কী?

৫। اسم موصول **দ্বারা শূণ্যস্থান পূরণ কর :**

المدرسين .... المدرستان .... القلم .... المدرس ....

الأقلام .... المدرسون .... القلمين .... القلمان ....

الطبيبتين .... الطبيبتان .... الكراسة .... الطبيبة ....

البيوت .... الطبيبات .... الكراستين .... الكراستان ....

৬। اسم موصول দ্বারা শূণ্যস্থান পূরণ কর :

.... جئن هن طالبات .... رأيتهم هم إخواني .... خرج هو أبي .... دخلوا هم أساتذتي .

৭। আরবি কর :

তোমার নাম কী? যিনি আসলেন তিনি আমার ভাই। তুমি কে? যাকে দেখলাম সে দাঁড়ানো। যে তোমাকে মারলো সে খালিদের ভাই। যে তোমাকে সাহায্য করলো সে আমার ভাই। যে মহিলা আসলো সে আমার বোন। যে গেলো সে করিমের পিতা।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

اَلَّذِيْ نَصَرَكَ هُوَ أَخُوْ زَيْدٍ. اَلَّذِيْ جَاءَ هُوَ رَجُلٌ عَالِمٌ. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الظَّالِمُوْنَ . اَلَّذِيْ يَجْتَهِدُ هُوَ مجتهد اَلَّذِيْ عَلَّمَكَ هُوَ أَخُوْ زَيْدٍ. اَلَّذِيْ نصركَ هُوَ أَخِيْ، مَنْ قَامَ هُوَ صَدِيْقِيْ .

اَلْفَصْلُ الرَّابِعُ : أَسْمَاءُ الشَّرْطِ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

১. مَنْ يَجْتَهِدْ يَنْجَحْ যে চেষ্টা করবে সে পাশ করবে।

২. مَا تَقْرَأْ أَقْرَأْ যা তুমি পড়বে তা আমি পড়ব।

৩. مَتَى تَنَمْ أَنَمْ যখন তুমি ঘুমাবে তখন আমি ঘুমাব।

৪. مَهْمَا تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ যখনই তুমি চেষ্টা করবে সফল হবে।

৫. أَيُّ طَالِبٍ يَجْتَهِدْ يَنْجَحْ যে ছাত্র চেষ্টা করবে সে পাশ করবে।

৬. أَنَّى تُسَافِرْ أُسَافِرْ যেখানে তুমি সফর করবে আমি সেখানে সফর করব।

৭. أَيَّانَ تَقْعُدْ أَقْعُدْ যখন তুমি বসবে তখন আমি বসব।

৮. أَيْنَ تَذْهَبْ أَذْهَبْ যেখানে তুমি যাবে আমি সেখানে যাব।

৯. إِذْمَا جَاءَ خَالِدٌ أَكْرَمْتُهُ যখন খালেদ আসবে আমি তাকে সম্মান করব।

১০. حَيْثُمَا تَمْشِ أَمْشِ যেখানে তুমি যাবে আমি সেখানে যাব।

১১. كَيْفَمَا تَأْكُلْ أَكُلْ যেভাবে তুমি খাবে আমি সেভাবে খাব।

উপরের বাক্যগুলোতে مَنْ ، مَا ، مَتَى ، مَهْمَا ، اَيُّ ، أَنَّى ، أَيَّانَ ، أَيْنَ ، إِذْمَا ، حَيْثُمَا ও كَيْفَمَا শব্দসমূহ أَسْمَاءُ الشَّرْطِ এই শব্দসমূহের পরে দুটো فعل রয়েছে। দ্বিতীয় فعل টি সংঘটিত হওয়ার জন্যে প্রথম فعل টিকে شرط হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلْقَوَاعِدُ

إِسْمِ الشَّرْطِ-এর পরিচয় : هُوَ الرَّبْطُ بَيْنَ حَدَثَيْنِ يَتَوَقَّفُ ثَانِيْهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ

অর্থাৎ إِسْمُ الشَّرْطِ ঐসব اسم-কে বলে, যা দুটো কাজের মধ্যে এমন বন্ধন তৈরি করে যে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর নির্ভর করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا

(যিনি ভালো কাজে সহায়তা করবে সে তার একটি অংশ পাবে)। এ ধরনের বাক্যের প্রথম কাজটিকে شَرْط এবং দ্বিতীয় কাজটিকে جَزَاءٌ বলা হয়।

১। উপরে উল্লিখিত إِسْم গুলো شَرْط ছাড়া অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা– مَنْ শব্দটি কখনো إِسْتِفْهَامٌ এবং কখনো مَوْصُوْل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২। أَيُّ শব্দটি مُعْرَبْ এবং বাকিগুলো مَبْنِــيٌّ।

৩। مَنْ কেবল عَاقِلْ-এর ক্ষেত্রে, مَا ও مَهْمَا সর্বদা غَيْرُ عَاقِلْ এর ক্ষেত্রে, مَتَى ; أَيَّانَ ও إِذْمَا সময়বাচক ظَرْفٌ অর্থে এবং أَيْنَ ; أَنَّـى ও حَيْثُمَا স্থানবাচক ظَرْفٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়। أَيُّ তার পরবর্তী مُضَافٌ إِلَيْه অনুযায়ী অর্থ দেয়। আর كَيْفَمَا অবস্থা বোঝায়।

اَلْفَصْلُ الْـخَامِسُ : أَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

১. مَنْ فَعَلَ هٰذَا – এটি কে করেছে?

২. وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسٰى – হে মুসা! তোমার হাতে ওটা কী?

৩. مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ – যদি তোমরা সত্যবাদি হও তবে বল যে এই অঙ্গিকারের দিন কখন?

৪. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِه – এমন কে আছে যিনি তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?

৫. مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ – তোমাদের রব কী বলল?

৬. يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ – সেদিন মানুষ বলবে যে, কোথায় পালানোর জায়গা?

৭. يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ – সে প্রশ্ন করে যে, কিয়ামত কবে হবে?

৮. مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَه – কোন জিনিস দ্বারা তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন?

৯. اَنّٰى لَكِ هٰذَا – তোমার জন্যে এটা কোথা থেকে আসল?

১০. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ – সে বলল, কতদিন অবস্থান করেছ?

১১. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ – পাপীদের শাস্তি কিরূপ হবে?

উপরের বাক্যগুলোতে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, مَنْ ، مَا ، مَتَي ، مَنْ ذَا ، مَاذَا ، أَيْنَ ، أَيَّانَ ، أَيُّ ، أَنَّي ، كَمْ ও كَيْفَ এ اِسْم গুলো দ্বারা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। তাই এগুলোকে أَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

أَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ-এর পরিচয় :

أَدَوَاتٌ مُبْهَمَةٌ تُسْتَعْمَلُ فِي طَلَبِ الْفَهْمِ بِالشَّيْءِ وَالْعِلْمِ بِه

অর্থাৎ এমন সব শব্দকে أَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ বলে যা কোনো বিষয় সম্পর্কে জানা বা বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়।

أَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ -এর সংখ্যা : أَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ মোট ১১ টি। যথা–

كَيْفَ ، كَمْ ، أَنَّي ، أَيُّ ، أَيَّانَ ، أَيْنَ ، مَاذَا ، مَنْ ذَا ، مَتَي ، مَا ، مَنْ

তন্মধ্যে أَيَّانَ ও مَتَى সময় ও مَنْ ذَا ও مَنْ কেবল عَاقِلْ-এর ক্ষেত্রে, مَا কেবল غَيْرُ عَاقِلْ এর ক্ষেত্রে, সম্পর্কে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে, أَيْنَ কেবল স্থানের ক্ষেত্রে, كَمْ সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। أَيُّ সর্বদা نَكِرَةٌ এর দিকে إِضَافَةٌ হয় এবং কোন্/কোনটি অর্থ দেয়।

প্রশ্ন করার জন্যে উল্লিখিত اسم গুলো ছাড়াও দুটি حرف রয়েছে। তা হল أ ও هل যথা–

أَزَيْدٌ حَاضِرٌ أَمْ أَحْمَدُ ؟ – যায়েদ উপস্থিত না আহমদ?

أَخَرَجَ خَالِدٌ ؟ – খালেদ কি বেরিয়ে গেছে?

هَلْ خَرَجَ أُسَامَةُ ؟ – উসামা কি বেরিয়ে গেছে?

تَدْرِيْبَاتٌ

১. أسماء الشرط কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২. أسماء الشرط গুলো কোনো কালের জন্যে ব্যবহৃত হয়?

৩. أسماء الاستفهام কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৪. حرف الاستفهام গুলোর নাম লেখ।

৫. নিচের বাক্যগুলো হতে أسماء الشرط গুলো বের কর :

إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ. أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكُّمُ الْمَوْتُ. كُلَّمَا جِئْتَنِيْ أَكْرَمْتُكَ. مَتَى تَذْهَبْ أَذْهَبْ . أَيْنَ تَجْلِسْ أَجْلِسْ. إِذْمَا تَنْصُرْ أَنْصُرْ. كُلَّمَا فَعَلْتَ خَرَجْتَ .

৬. নিচের বাক্যগুলো থেকে أسماء الاستفهام খুঁজে বের কর :

أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ أَكَرِيْمٌ قَائِمٌ ؟ مَا تُرِيْدُ ؟ هَلْ مِنْ مَزِيْد؟ مَا اسْمُكَ ؟ هَلْ تَرَاه ؟ أَنَّى لَكِ هَذَا؟ هَلْ خَرَجَ؟ مَاذَا تُرِيْدُ؟ مَنْ أَنْتِ.

اَلْفَصْلُ السَّادِسُ : أَسْمَاءُ الظُّرُوْفِ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

১. إِذْ قَالَ رَبُّكَ যখন আপনার প্রভু বললেন।

২. سَافَرْتُ أَمْسِ আমি গতকাল সফর করলাম।

৩. اَلْآنَ أَذْهَبُ আমি এখন যাবো।

৪. أَنَا جَلَسْتُ لَدى خَالِدٍ আমি খালিদের নিকট বসলাম।

৫. أَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْ لَدُنْ بَكْرٍ আমি বইটি বকরের নিকট থেকে নিলাম।

উপরের বাক্যগুলোর إِذْ ، أَمْس ، اَلْآن ، لَدَى ، لَدُنْ এই اِسْم গুলো দ্বারা স্থান বা সময়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। এ ধরনের সময় বা স্থান নির্দেশবাচক اِسْم কে أَسْمَاءُ الظُّرُوْفِ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

اِسْمِ الظَّرْفِ এর পরিচয় :

اِسْمٌ يُذكَرُ لِبَيَانِ زَمَانِ الْفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ ، مُتَضَمِّنٌ مَعْنى فِي

অর্থাৎ যে সব اسم দ্বারা সময় অথবা স্থানের প্রতি নির্দেশ করা হয় তাদেরকে أسماء الظروف বলে।

উল্লেখযোগ্য أَسْمَاءُ الظُّرُوْفِ এর মধ্যে কতক স্থান অর্থ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- لَدُنْ ، حَيْثُ ، لَدى ইত্যাদি। আবার কতগুলো সময় অর্থ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- إِذْ ، أَمْسِ، لَمَّا ، مُذْ ، اَلْآن ইত্যাদি।

আরো কিছু أَسْمَاءُ الظُّرُوْفِ আছে, যেগুলো কখনো مَبْنِي এবং কখনো مُعْرَبٌ হয়। যথা–

تَحْتَ (নিচে), فَوْقَ (উপরে), شِمَالٌ (বাম), يَمِيْنٌ (ডান), خَلْفٌ (পেছনে), وَرَاءٌ (পেছনে), أَمَامٌ (সামনে), قَبْلُ (সামনে/আগে), بَعْدُ (পরে)।

اَلْفَصْلُ السَّابِعُ : أَسْمَاءُ الْكِنَايَاتِ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

১. قُلْتَ كَذَا وَكَذَا (তুমি এই এই বললে)।

২. كَمْ رِجَالٍ عِنْدَكَ (তোমার নিকট কত লোক! অর্থাৎ অনেক লোক)।

৩. سَمِعْتُ كَيْتَ وكَيْتَ (আমি এই এই শুনলাম)।

৪. كَمْ كِتَابًا اِشْتَرَيْتَ (তুমি কতো বই ক্রয় করলে। অর্থাৎ অনেক বই)

৫. فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا তুমি এই এই করলে।

৬. عِنْدِيْ كَذَا وَكَذَا قَلَمًا আমার নিকট এত এত কলম আছে।

৭. كَأَيِّنْ مِنْ طَالِبٍ لَقِيْتُ কত ছাত্রের সাথে আমি সাক্ষাৎ করলাম! অর্থাৎ অনেক ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎ করলাম।

৮. فَعَلْتَ ذَيْتَ وَذَيْتَ তুমি এই এই করলে।

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, كَمْ ، كَذَا وَكَذَا ، كَيْتَ وَكَيْتَ ، كَأَيِّنْ ও ذَيْتَ وَذَيْتَ শব্দসমূহ দ্বারা সংখ্যা, কথা বা কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَلْقَوَاعِدُ

أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ-এর পরিচয় :

اَلتَّعْبِيْرُ عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِلَفْظٍ غَيْرِ صَرِيْحٍ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ যে সব اِسْم দ্বারা কোনো সংখ্যা, কথা বা কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তাদেরকে أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ বলা হয়। উল্লেখযোগ্য أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ হল-

كَمْ ، كَأَيِّنْ ، كَذَا ، كَيْتَ ، ذَيْتَ ও كَأَيٍّ

كم দু' প্রকার। যথা–

(الف) كَمُ الْإِسْتِفْهَامِيَّةُ অর্থাৎ যে كَمْ দ্বারা কোনো সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

যথা– كَمْ قَلَمًا عِنْدَكَ؟ তোমার নিকট কয়টি কলম আছে?

(ب) كَمُ الْخَبَرِيَّةُ অর্থাৎ যে كَمْ দ্বারা সংখ্যার আধিক্য বোঝানো হয়।

যথা– كَمْ كُتُبٍ رَأَيْتُ - কত কিতাব আমি দেখেছি! অর্থাৎ অনেক কিতাব আমি দেখেছি।

تَدْرِيْبَاتٌ

১. أسماء الظروف কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২. أسماء الكناية কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩. كم কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৪. নিচের اسم গুলো দ্বারা বাক্য তৈরি কর :

(الف) ذَيْتَ وَذَيْتَ .... (ب) كَيْتَ وَكَيْتَ ....

(ج) كَذَا وَكَذَا .... (د) كَمْ ....

(ه) كَأَيِّنْ ....

اَلْفَصْلُ الثَّامِنُ : أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ

প্রত্যেক ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো দ্বারা মানুষ, পশু ও পাখির বিভিন্ন অবস্থার আওয়াজ বোঝানো হয়। যথা– বাংলা ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করার জন্যে উহ্ উহ্ আনন্দ প্রকাশ করার জন্যে বাহ্ বাহ্, ছোট বাচ্চাদেরকে অবাঞ্চিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে ছি, ছি, কুকুরের ডাকের জন্যে ঘেউ ঘেউ, গরুর ডাকের জন্যে হাম্বা, মোরগের ডাকের জন্যে কুক্কুরুত এবং কাকের ডাকের জন্যে কা কা, ইত্যাদি শব্দ রয়েছে।

তদ্রূপ আরবি ভাষায়ও মানুষ, পশু ও পাখির বিভিন্ন অবস্থার আওয়াজ বোঝানোর জন্যে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ রয়েছে। সেগুলোকে أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ বলে। যথা–

১. وَاهْ وَاهْ – بَخْ بَخْ আনন্দ প্রকাশের আওয়াজ।

২. أَهْ أَهْ – أَحْ أَحْ ব্যথা, বেদনা প্রকাশের আওয়াজ।

৩. أُفْ মনোকষ্ট প্রকাশের আওয়াজ।

৪. نِخْ – نِخْ উটকে বসানোর আওয়াজ।

৫. غَاقْ কাকের আওয়াজ।

৬. كَخْ – كَخْ ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে অবাঞ্চিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার আওয়াজ।

৭. سَأْ سَأْ গাধাকে পানিতে নামানোর আওয়াজ।

উল্লিখিত أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ ছাড়াও আরবি ভাষায় আরো অনেক أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ রয়েছে। أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ সবগুলোই মাবনী।

اَلْفَصْلُ التَّاسِعُ : أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ

أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ অর্থ ক্রিয়ার অর্থজ্ঞাপক ইসম। পরিভাষায়–

اِسْمُ الْفِعْلِ هُوَ لَفْظٌ يَنُوْبُ مَنَابَ الْفِعْلِ مَعْنًى وَعَمَلًا وَلَا يَتَأَثَّرُ بِالْعَوَامِلِ وَلَا يُقَدَّمُ الْمَفْعُوْلُ بِهِ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, اِسْمُ الْفِعْلِ এমন শব্দকে বলে, যা অর্থগতভাবে ও আমল করার দিক থেকে فعل-এর স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু আমেলের কারণে اِسْمُ الْفِعْلِ কখনো পরিবর্তিত হয় না এবং مَفْعُوْلَ بِهِ কে اِسْمُ الْفِعْلِ এর পূর্বে আনা যায় না।

অর্থ প্রদানের দিক থেকে أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. فِعْل مَاضِي এর অর্থ প্রদানকারী اِسْمُ الْفِعْلِ সমূহ। যথা–

* بُطْآنَ - (أَبْطَأَ) দেরি করল।
* سُرْعَانَ / وُشْكَانَ = (أَسْرَعَ) তাড়াতাড়ি করল।
* هَيْهَاتَ - (بَعُدَ) দূর করল।
* شَتَّانَ = (اِفْتَرَقَ) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

খ. فِعْلُ الْأَمْر এর অর্থ প্রদানকারী اِسْمُ الْفِعْلِ সমূহ। যথা–

* إِلَيْكَ (أَلْزِمْ) – আবশ্যক করে নাও।
* أَمَامَكَ (تَقَدَّمْ) – সামনে আগাও।
* آمِيْنَ (تَقَبَّلْ) – গ্রহণ কর।
* رُوَيْدَ (اَمْهِلْ) – সুযোগ দাও।
* صَهْ (أُسْكُتْ) – চুপ কর।
* دُوْنَكَ (خُذْ) – ধর, লও।
* بَلْهَ (دَعْ) – ছেড়ে দাও।
* حَيَّ/ حَيَّهَلْ (أَقْبِلْ) – তাড়াতাড়ি কর।
* مَهْ (اِنكَفِفْ) – থাম, বিরত থাক।
* وَرَاءَكَ (تَأَخَّرْ) – পিছে যাও/ বিলম্ব কর।
* اِيْهِ (اِمْضِ فِي حَدِيْثِكَ) – কথা বলতে থাক।
* نَزَالِ (اِنْزِل) – অবতরণ কর।

গ. فِعْل مُضَارِعْ এর অর্থ প্রদানকারী اِسْمُ الْفِعْلِ সমূহ। যথা–

* آه বা أَوَّاه (أَتَوَجَّعُ)– আমি ব্যথায় কাতরাচ্ছি।
* أُفٍّ (أَتَضَجَّرُ)– আমি অস্থির হয়ে আছি।
* بَجَلْ (يَكْفِيْ)– যথেষ্ট হবে।
* وَا (أَتَعَجَّبُ)– আমি আশ্চর্য হচ্ছি।
* زِهْ (أَسْتَحْسِنُ)– আমি খুব সুন্দর মনে করছি।

উল্লিখিত اِسْمُ الْفِعْلِ সমূহ ছাড়াও আরবি ভাষায় আরো اِسْمُ الْفِعْلِ রয়েছে। সকল اِسْمُ الْفِعْلِ ই سماعي বা শ্রুত আছে। দ্বিবচন, বহুবচন এবং পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সকলের জন্য أَسْمَاءُ الْأَفْعَالْ ব্যবহৃত হয়। তবে ك যুক্ত أَسْمَاءُ الْأَفْعَالْ ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়।

تَدْرِيْبَاتٌ

১. أسماء الأصوات কাকে বলে? কয়েকটি أسماء الأصوات এর উদাহরণ দাও।

২. أسماء الأفعال কাকে বলে এবং কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৩. أسماء الأفعال গুলো উল্লেখ কর।

৪. নিচের বাক্যগুলো হতে أسماء الأفعال বের কর :

عَلَيْكَ السَّاعَةُ ، هَلُمَّ إِلَيَّ، اَللّٰهُمَّ آمِيْن، دُوْنَكَ الْقَلَم، حَيَّ عَلَى الْفلَاح ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة، يَا زَيْدُ مَه، حَيْهَلِ الْمَدْرَسَةَ .

اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ

اَلْمُنْصَرِفُ وَغَيْرُ الْمُنْصَرِفِ

মুনসারিফ ও গাইরি মুনসারিফ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(أ)

جَاءَ زَيْدٌ مِنَ الْمَدْرَسَةِ – যায়েদ মাদ্রাসা থেকে এসেছে।

رَأَيْتُ زَيْدًا فِي الْمَسْجِدِ – আমি যায়েদকে মসজিদে দেখেছি।

اِسْتَفَادَ النَّاسُ مِنْ زَيْدٍ – লোকেরা যায়েদ থেকে উপকৃত হয়েছে।

(ب)

جَاءَ عُمَرُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ – ওমর মাদ্রাসা থেকে এসেছে।

رَأَيْتُ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ – আমি ওমরকে মসজিদে দেখেছি।

اِسْتَفَادَ النَّاسُ مِنْ عُمَرَ – লোকেরা ওমর থেকে উপকৃত হয়েছে।

উপরের উদাহরণগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নিম্নরেখাবিশিষ্ট প্রত্যেকটি শব্দই ইসম বা বিশেষ্য, তবে পার্থক্য হল (أ) অংশের বাক্যগুলোতে زيد শব্দটি রফা, নসব, জার ও তানবীন সকল إعراب গ্রহণ করেছে। কিন্তু (ب) অংশের বাক্যগুলোতে عمر শব্দটি রফা ও নসব গ্রহণ করলেও জার ও তানবীন গ্রহণ করেনি। আরবি কাওয়াইদে যেসব ইসম সকল إعراب গ্রহণ করে, তাকে مُنْصَرِف বলে। আর যেসব ইসম রফা ও নসব গ্রহণ করলেও জার ও তানভীন গ্রহণ করে না, তাকে غَيْرُ مُنْصَرِف বলে। সুতরাং (أ) অংশের زيد শব্দটি مُنْصَرِف এবং (ب) অংশের عمر শব্দটি غَيْرُ مُنْصَرِف হয়েছে।

اَلْقَوَاعِدُ

مُنْصَرِف-এর পরিচয় : مُنْصَرِف শব্দটি صرف শব্দমূল হতে اِسْمُ فَاعِلْ-এর সীগাহ। এর অর্থ হল পরিবর্তনশীল, রূপান্তরশীল। নাহুশাস্ত্রের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল -

هُوَ مَا لَيْسَ فِيْهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ .

অর্থাৎ যে اِسْمٌ-এর মধ্যে নয়টি সববের দুটি সবব বা দুটির স্থলাভিষিক্ত একটি সবব পাওয়া যায় না, তাকে مُنْصَرِفٌ বলা হয়।

যেমন- زَيْدٌ، رَجُلٌ، كَرِيْمٌ ইত্যাদি। এ শব্দগুলোতে غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ এর নয়টি সববের দুটি সবব বা দুটির স্থলাভিষিক্ত একটি সবব নেই। সুতরাং এগুলো مُنْصَرِفٌ ।

غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ-এর পরিচয় : غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ শব্দটির অর্থ হল- রূপান্তরশীল নয় এমন, অপরিবর্তনীয়, অরূপান্তরশীল। নাহুশাস্ত্রের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল -

هُوَ مَا فِيْهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ .

অর্থাৎ যে اِسْمٌ এর মধ্যে নয়টি সববের যে কোনো দুটি সবব অথবা দুটির স্থলাভিষিক্ত একটি সবব বিদ্যমান থাকে, তাকে غير المنصرف বলে। যেমন- إِبْرَاهِيْمُ ، إِدْرِيْسُ ইত্যাদি। এ শব্দদ্বয়ে عَلَمٌ (নামবাচক) এবং عُجْمَةٌ (অনারবি) এ দুটি সবব থাকায় শব্দ দুটি غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ হয়েছে ।

بَيَانُ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ : কোনো ইসম مُنْصَرِفٌ হওয়া বা না হওয়ার জন্য সবব মোট নয়টি। তা হল-

١- اَلْعَدْلُ ، ٢ - اَلْوَصْفُ ، ٣- اَلتَّأْنِيْثُ ، ٤- اَلْمَعْرِفَةُ ، ٥- اَلْعُجْمَةُ ، ٦- اَلتَّرْكِيْبُ

٧- وَزْنُ الْفِعْلِ ، ٨-اَلْـجَمْعُ ، ٩- اَلْأَلِفُ وَالنُّوْنُ اَلزَّائِدَتَانِ

প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

১। اَلْعَدْلُ : عَدْلٌ অর্থ পরিবর্তন হওয়া, রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায়, শব্দ তার আসল রূপ হতে অন্য রূপে পরিবর্তিত হওয়াকে عدل বলে। এ ধরণের পরিবর্তন প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য দু প্রকারে হয়ে থাকে। (ক) প্রকাশ্য পরিবর্তন, যেমন- ثُلٰثُ ، مَثْلَثُ শব্দদ্বয় যথাক্রমে ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ থেকে পরিবর্তন হয়ে এসেছে, যা তার অর্থের মধ্যে বিদ্যমান আছে। আর (খ) অপ্রকাশ্য পরিবর্তন। যেমন- عُمَرُ ও زُفَرُ যা মূলে যথাক্রমে عَامِرٌ ও زَافِرٌ ছিল ।

হুকুম : عَدْلٌ সববটি علم ও وصف এর সাথে একত্রিত হয়, কিন্তু وَزْنُ الْفِعْلِ-এর সাথে কখনো একত্রিত হয় না।

২। اَلْوَصْفُ : وَصْفٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ এর মাসদার । আভিধানিক অর্থ- গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা। আর পরিভাষায় গুণবাচক সত্তাকে যে শব্দ প্রকাশ করে, তাকে وصف বলা হয়। তবে শর্ত হল, গঠনকালেই তার মধ্যে وصف এর অর্থ থাকতে হবে। যেমন- أَسْوَدُ – أَرْقَمُ ইত্যাদি।

হুকুম : وصف কখনো علم এর সাথে মিলিত হয় না। তবে وصف সাধারণত وَزْنُ الْفِعْلِ ও أَلِفٌ وَنُوْن زَائِدَتَانِ এর সাথে মিলিত হয়।

৩। اَلتَّأْنِيْثُ : تَأْنِيْثٌ অর্থ- স্ত্রীলিঙ্গ। যে اِسْمٌ স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন বহন করে তাকে مُؤَنَّث বা تَأْنِيْث বলে। এ চিহ্ন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য দু ভাবে হতে পারে। নিম্নে এর বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করা হল-

ক. গোল (ة) যোগে تَأْنِيْث হতে পারে। তবে এজন্য عَلَمٌ হওয়া শর্ত। যেমন- فَاطِمَةُ – طَلْحَةُ ইত্যাদি।

খ. কোন স্ত্রীলোকের নাম হওয়ার কারণেও تأنيث হতে পারে। যেমন- مَرْيَمُ – زَيْنَبُ ইত্যাদি।

গ. أَلِفْ مَقْصُوْرَة যোগে تأنيث হতে পারে। যেমন- كِسْرَي – بُشْرٰى ইত্যাদি।

ঘ. أَلِفْ مَمْدُوْدَةٌ যোগে تأنيث গঠিত হতে পারে। যেমন- سَوْدَاءُ – حَمْرَآءُ ইত্যাদি।

মনে রেখো, اَلتَّأْنِيْثُ بِالْأَلِفِ الْمَمْدُوْدَةِ وَ الْأَلِفِ الْمَقْصُوْرَةِ জাতীয় শব্দসমূহ মাত্র একটি সববের দ্বারাই غَيْرُ مُنْصَرِفٍ হয়ে থাকে। কারণ এ সববটি দুটি সববের স্থলাভিষিক্ত হয়।

৪। اَلْمَعْرِفَةُ : مَعْرِفَةٌ অর্থ- নির্দিষ্ট। পরিভাষায় যেসব اِسْمٌ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বোঝায়, তাকে مَعْرِفَةٌ বলা হয়। مَعْرِفَةٌ এর সাত প্রকারের মধ্যে একমাত্র علم ই غَيْرُ مُنْصَرِفْ এর সবব হতে পারে।

হুকুম : مَعْرِفَة বা عَلَمٌ সববটি وصف ব্যতীত অন্য সব সববের সাথে মিলিত হতে পারে। যথা- فَاطِمَةُ – عُمَرُ – عِمْرَانُ ইত্যাদি।

৫। اَلْعُجْمَةُ : عُجْمَةٌ অর্থ- অনারবি শব্দ। যেসব শব্দ বা اِسْمٌ আরবি ভাষার নয়, অথচ আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাকে عُجْمَةٌ বলা হয়।

হুকুম: কোনো শব্দ عجمة হতে হলে সেটিকে علم হতে হবে এবং চার বা চারের অধিক অক্ষরবিশিষ্ট হতে হবে। আর তিন অক্ষরবিশিষ্ট হলে তার মাঝের অক্ষরটি حركة বিশিষ্ট হতে হবে। যেমন- إِبْرَاهِيْمُ ، سَقَرُ ، إِدْرِيْسُ ইত্যাদি।

৬। اَلْجَمْعُ : جَمْعٌ অর্থ- বহুবচন। غَيْرُ الْمُنْصَرِفْ এর সবব হতে হলে শব্দটিকে جَمْعُ مُنْتَهٰى الْجُمُوْعِ তথা চূড়ান্তভাবে বহুবচনবাচক হতে হবে। তবে এর শেষে স্ত্রীলিঙ্গের ة যুক্ত হবে না। সুতরাং فَرَازِنَةٌ এর শেষে ة থাকার কারণে তা غَيْرُ الْمُنْصَرِفْ নয়।

হুকুম : غَيْرُ مُنْصَرِفْ এর সবব হিসেবে جَمْعُ مُنْتَهٰى الْجُمُوْعِ তথা এ ধরণের বহুবচনের আলিফের পর দুটি বর্ণ থাকতে হবে অথবা তাশদীদযুক্ত একটি বর্ণ অথবা তিন বর্ণ থাকবে, যার মাঝের বর্ণটি সাকিন হবে। যেমন- مَسَاجِدُ ، دَوَابُّ ، مَفَاتِيْحُ ইত্যাদি। এ প্রকার সবব দুটি সববের স্থলাভিষিক্ত।

৭। اَلتَّرْكِيْبُ : تَرْكِيْبٌ মানে যৌগিক শব্দ। একাধিক শব্দ যুক্ত হয়ে একটি শব্দ গঠিত হলে তাকে تَرْكِيْبٌ বলে।

হুকুম : مُرَكَّبُ مَنْعِ الصَّرْفِ তারকীব غَيْرُ الْمُنْصَرِفْ এর সবব হতে হলে عَلَمٌ বা নামবাচক তথা হতে হবে। যেমন- بَعْلَبَكُّ (একটি শহরের নাম)। এখানে بَعْلٌ (মূর্তি) ও بَكٌّ (বাদশার নাম) দুটি পৃথক শব্দ যুক্ত হয়ে بَعْلَبَكُّ হয়েছে।

৮। اَلْأَلِفُ وَالنُّوْنُ الزَّائِدَتَانِ : যেসব শব্দের শেষে অতিরিক্ত হিসেবে أَلِف ও نُوْن অক্ষর দুটি যুক্ত থাকে তাকে أَلِفْ وَ نُوْن زَائِدَتَانِ বলে।

হুকুম : এ ধরণের أَلِفْ وَنُوْن زَائِدَتَانِ যদি اِسْمٌ এর মধ্যে হয়, তাহলে তা غَيْرُ مُنْصَرِفْ এর সবব হতে হলে أَلِفْ وَنُوْن زَائِدَتَانِ এর عَلَمٌ (নামবাচক) হওয়া শর্ত। যেমন -عِمْرَانُ- عُثْمَانُ ইত্যাদি। আর সিফাতের মধ্যে হলে তার مؤنث টি فَعْلَانَةٌ এর ওযনে না হওয়া শর্ত। যেমন- سَكْرَانُ । সুতরাং نَدْمَان শব্দটি مُنْصَرِفْ । কেননা এ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ نَدْمَانَةٌ আসে।

৯। وَزْنُ الْفِعْلِ : وَزْنُ الْفِعْلِ অর্থ- فِعْل এর ওযনে হওয়া। যদি কোনো ইসম ماضي অথবা مضارع এর সীগাহর ওযনে হয়, তবে তাকে وَزْنُ الْفِعْل বলা হয়।

হুকুম : وَزْنُ الْفِعْل এর ইসমসূহ সাধারণত عَلَمٌ (নাম) এবং وصف (গুণ) এর সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন-أَحْمَدُ- أَسْوَدُ ইত্যাদি।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। غير المنصرف কাকে বলে ? মুনসারিফ হওয়া না হওয়ার সববগুলো উদাহরণসহ লেখ।

২। المعرفة ও التأنيث বলতে কী বোঝায় ? তাদের حكم উদাহরণসহ লেখ।

৪। العجمة ও وزن الفعলবলতে কী বোঝায় ? তাদের حكم উদাহরণসহ লেখ।

৫। جمع منتهي المجموع বলতে কী বোঝ? এর حكم উদাহরণসহ লেখ।

৬। নিচের শব্দগুলোর منصرف ও غير منصرف নির্ণয় কর এবং غير منصرف হলে উহার সবব লেখ :

تفسير ، شعيب ، طلحة ، عمر ، إدريس ، نعمان، مساجد ، عثمان ، أحمد ،نوح ، عبد الله ، مكة ، مدينة ، إبراهيم ، بعلبك ، إسماعيل ، عائشة ، بنغلاديش ، يابان ، زمزم .

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ

اَلْمَرْفُوْعَاتُ وَالْمَنْصُوْبَاتُ وَالْمَجْرُوْرَاتُ

মারফুআত, মানসুবাত ও মাজরুরাত

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর:

(ج) اَلْمَجْرُوْرَاتُ	(ب) اَلْمَنْصُوْبَاتُ	(ألف) اَلْمَرْفُوْعَاتُ
مَرَرْتُ بِالْمَدْرَسَةِ	إِنَّ الْمَدْرَسَةَ جَمِيْلَةٌ	اَلْمَدْرَسَةُ جَمِيْلَةٌ
مَرَرْتُ بِالْمُعَلِّمَيْنِ	إِنَّ الْمُعَلِّمَيْنِ مَاهِرَانِ	اَلْمُعَلِّمَانِ مَاهِرَانِ
مَرَرْتُ بِالصَّائِمِيْنَ	إِنَّ الصَّائِمِيْنَ مَغْفُوْرُوْنَ	اَلصَّائِمُوْنَ مَغْفُوْرُوْنَ

উপরে বর্ণিত বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (ألف) অংশে নিম্নরেখাবিশিষ্ট শব্দের শেষবর্ণে رفع বা পেশ রয়েছে, যা পেশ, ألف ও واو দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। আর (ب) অংশে নিম্নরেখাবিশিষ্ট শব্দের শেষবর্ণে نصب রয়েছে, যা فتحة ও ياء দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। আর (ج) অংশে নিম্নরেখাবিশিষ্ট শব্দের শেষে جر রয়েছে, যা كسرة ও ياء দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

আরবি ভাষায় اسم-এর শেষবর্ণে এ ধরনের رفع ؛ نصب ও جر বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। যতগুলো কারণে رفع হয়, সবগুলোকে একত্রে مَرْفُوْعَاتِ বলে। যতগুলো কারণে যবর হয়, তার সবগুলোকে একত্রে مَنْصُوْبَاتِ বলে। আর যতগুলো কারণে جر হয়, তার সবগুলোকে একত্রে مَجْرُوْرَات বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْمَرْفُوْعَاتُ-এর পরিচয় : مَرْفُوْعَاتٌ শব্দটি مَرْفُوْعَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল রফা বা পেশবিশিষ্ট। পরিভাষায় مَرْفُوْعَاتٌ ঐ সকল اِسْمُ مُعْرَبْ কে বোঝায়, যেগুলো কোনো عَامِلِ رَافِعْ-এর কারণে رفع-এর حالة -এ পতিত হয়। مرفوعات হল বাক্যের অপরিহার্য দিক, তার স্তম্ভ, যা ছাড়া বাক্য হতেই পারে না। এর বাইরে যা থাকে তা অতিরিক্ত, যা ছাড়াও বাক্য হতে পারে। আরবি ভাষায় বলা হয়-

اَلْمَرْفُوْعَاتُ لَوَازِمُ الْجُمْلَةِ وَالْعُمْدَةُ فِيْهَا وَالَّتِي لَا تَخْلُو مِنْهَا وَمَا عَدَاهَا فُضْلَةٌ يَسْتَقِلُّ الْكَلَامُ دُوْنَهَا.

اَلْمَنْصُوبَاتُ-এর পরিচয় : مَنْصُوبَاتُ শব্দটি مَنْصُوْبَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল নসব বা যবরবিশিষ্ট। পরিভাষায় مَنْصُوبَاتُ বলতে ঐ সকল اِسْمُ مُعْرَبْ কে বোঝায়, যেগুলো কোনো عَامِل নَاصِبْ-এর কারণে نَصْبٌ-এর-حَالَةٌ এ- পতিত হয়।

اَلْمَجْرُوْرَاتِ-এর পরিচয় : مَجْرُوْرَات শব্দটি مَجْرُوْرَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল যার বা যেরবিশিষ্ট। পরিভাষায় যে সব اسم কোনো কারণে যের প্রাপ্ত হয়, তাকে مَجْرُوْرَاتٌ বলে।

مَرْفُوْعَاتٌ ; مَنْصُوبَاتٌ ও مَجْرُوْرَاتٌ -এর প্রকারভেদ :

مَجْرُوْرَاتٌ দু প্রকার	مَنْصُوبَاتٌ বারো প্রকার	مَرْفُوْعَاتٌ আট প্রকার
١. اَلْمُضَافُ إِلَيْهِ	١. اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ	١. اَلْفَاعِل
٢. مَجْرُوْرٌ بِحُرُوْفِ الْجَرِّ	٢. اَلْمَفْعُوْلُ بِهِ	٢. نَائِبُ الْفَاعِل
	٣. اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ	٣. اَلْمُبْتَدَأُ
	٤. اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ	٤. اَلْـخَبَرُ
	٥. اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ	٥. خَبَرُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا
	٦. اَلْـحَالُ	٦. اِسْمُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا
	٧. اَلْمُسْتَثْنٰى	٧. اِسْمُ مَاوَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ
	٨. اَلتَّمْيِيْزُ	٨. خَبَرُ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ
	٩. اِسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا	
	١٠. خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا	
	١١. خَبَرُ مَاوَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ	
	١٢. اِسْمُ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ	

নিম্নে مَرْفُوْعَاتٌ ; مَنْصُوبَاتٌ ও مَجْرُوْرَاتٌ-এর **প্রকারগুলো ১৭** (সতেরো)টি পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হল–

١- اَلْفَاعِل ، ٢- نَائِبُ الْفَاعِل ، ٣- اَلْمُبْتَدَأُ ، ٤- اَلْـخَبَرُ ، ٥- إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا ، ٦- كَانَ وَأَخَوَاتِهَا ،
٧- مَاوَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بَلَيْسَ ، ٨- اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ ، ٩- اَلْمَفْعُوْلُ بِهِ ، ١٠- اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ ،
١١- اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ ، ١٢- اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ ، ١٣- اَلْـحَالُ ، ١٤- اَلْمُسْتَثْنٰى ، ١٥- اَلتَّمْيِيْزُ ،
١٦- اَلْمُضَافُ إِلَيْهِ ، ١٧- مَجْرُوْرٌ بِحُرُوْفِ الْجَرِّ.

اَلْمَرْفُوْعَاتُ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

اَلْفَاعِلُ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

১। دَخَلَ خَالِدٌ الْمَدْرَسَةَ – খালিদ মাদ্রাসায় প্রবেশ করলো।

২। قَرَأَ زَيْدٌ الْكِتَابَ – যায়েদ বইটি পড়লো।

৩। ذَهَبَ فَهِيْمٌ إِلَى السُّوْقِ – ফাহিম বাজারে গেলো।

উপরের প্রত্যেকটি বাক্যে একটি করে فِعْلٌ রয়েছে । সেগুলো হল- (ذَهَبَ، قَرَأَ، دَخَلَ)। প্রথম বাক্যে دَخَلَ ফে'লটিকে خَالِدٌ সম্পাদন করেছে। তাই খালিদ فَاعِلٌ বা কর্তা। দ্বিতীয় বাক্যে قَرَأَ ফে'লটিকে زَيْدٌ সম্পাদন করেছে তাই যায়েদ فَاعِلٌ বা কর্তা। আবার তৃতীয় বাক্যে ذَهَبَ ফে'লটিকে فَهِيْمٌ সম্পন্ন করেছে। তাই ফাহিম শব্দটি فاعل বা কর্তা হয়েছে।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ الْفَاعِلِ :

আরবি ভাষায় বলা হয়-

اَلْفَاعِلُ اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ قُدِمَ عَلَيْهِ فِعْلٌ تَامٌّ مَعْلُوْمٌ أَوْ شِبْهُه أُسْنِدَ إِلَيْهِ

অর্থাৎ এমন পেশবিশিষ্ট اِسْمٌ কে فَاعِلٌ বলে, যার পূর্বে একটি فِعْلٌ تَامٌّ مَعْلُوْمٌ বা তৎসাদৃশ কোনো فِعْلٌ উল্লেখ থাকে, যা ঐ فِعْلٌ -কে তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়।

সহজভাবে বলা যায়, যে فِعْل সম্পাদন করে, তাকে فَاعِلٌ বলে। এজন্যে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়–

১। বাক্যে فَاعِلٌ এর স্থান فِعْل এর পরে থাকবে। কখনো فعل এর আগে فاعل ব্যবহৃত হয় না।

২। فعل টি تَامْ বা পূর্ণ হবে।

৩। فعل টি مَعْرُوْفٌ হবে।

فِعْل কে যদি 'কে' বা 'কি' দ্বারা সম্পাদন করা হয়েছে, জিজ্ঞেস করা হয়, তবে তার উত্তরে যে ব্যক্তি বা বস্তুর নাম আসবে, তাকেই فاعل ধরে নেয়া যায়। যেমন– ضَحِكَ خَالِدٌ (খালেদ হাসলো), زَالَ الْخَوْفُ (ভয় দূর হল)।

উপরোক্ত প্রথম বাক্যে ضَحِكَ ফে'লটিকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কে হাসলো? তখন উত্তর হবে, খালিদ। দ্বিতীয় বাক্যে زَالَ ফে'লটিকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কি দূর হল? তখন উত্তর হবে اَلْخَوْفُ তথা ভয়। সুতরাং خَالِدٌ ও اَلْخَوْفُ শব্দদ্বয় فَاعِلٌ।

এছাড়া যাকে কোনো কাজ করার আদেশ বা নিষেধ করা হয় সেও فاعل হয়। যথা– اِقْرَأْ (তুমি পড়), لَا تَلْعَبْ (তুমি খেলো না)।

أَقْسَامُ الْفَاعِلِ : فَاعِلٌ তিন প্রকার। যথা–

১। اِسْمٌ ظَاهِرٌ বা প্রকাশ্য ইসম । যথা– دَخَلَ زَيْدٌ فِي الْمَسْجِدِ বাক্যে زَيْدٌ হল اِسْمٌ ظَاهِرٌ

২। ضَمِيْرٌ بَارِزٌ বা প্রকাশ্য সর্বনাম। যথা–دَخَلْتُ فِي الْمَسْجِدِ বাক্যে تُ হল ضَمِيْرٌ بَارِزٌ

৩। ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ বা উহ্য সর্বনাম। যথা– دَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ বাক্যে دَخَلَ মধ্যস্থিত هُوَ সর্বনামটি হল ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ

فاعل-এর সাথে فعل-এর অবস্থা

১। فَاعِلٌ যদি اِسْمُ ظَاهِرٌ হয়, তবে উহা واحد – تثنية বা جمع যাই হোক না কেনো সর্বাবস্থায় পূর্বের فعل টি একবচনের হবে। যথা–

دَخَلَ التِّلْمِيْذُ	دَخَلَتِ الطَّالِبَةُ
دَخَلَ التِّلْمِيْذَانِ	دَخَلَتِ الطَّالِبَتَانِ
دَخَلَ التَّلَامِيْذُ	دَخَلَتِ الطَّالِبَاتُ

২। দু স্থানে فِعْل কে مُؤَنَّثٌ ব্যবহার করা وَاجِبٌ। তা হল–

(ক) فَاعِلٌ যদি مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ হয় এবং فَاعِلٌ ও فِعْل এর মাঝে অন্য কোনো শব্দ না থাকে। যথা– سَافَرَتْ خَدِيْجَةُ

(খ) فَاعِلٌ যদি مؤنث এর ضَمِيْر হয়। যথা– فَاطِمَةُ نَامَتْ – اَلشَّمْسُ طَلَعَتْ

৩। তিন স্থানে فعل কে مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ উভয়ই ব্যবহার করা جائز। তা হল–

(ক) فاعل যদি مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ হয় এবং فعل ও তার মাঝে অন্য কোনো শব্দ আসে। যথা–

سَافَرَتِ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ / سَافَرَ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ .

(খ) فاعل যদি مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيْقِيٌّ হয়। যথা– طَلَعَتِ الشَّمْسُ / طَلَعَ الشَّمْسُ

(গ) فاعل যদি جمع مكسر হয়। যথা– قَامَتِ الرِّجَالُ / قَامَ الرِّجَالُ ।

পবিত্র কুরআনে আছে وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ

تَدْرِيْبَاتٌ

১। مرفوعات কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

২। منصوبات কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৩। مجرورات কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৪। فاعل কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৫। فاعل কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৬। فاعل যদি اسم ظاهر বা ضمير হয় তখন فعل কী ধরনের হয়? উদাহরণসহ লেখ।

৭। কোনো কোনো স্থানে فعل কে مؤنث নেয়া واجب এবং কোনো কোনো স্থানে مذكر ও مؤنث উভয় ব্যবহার করা جائز? উদাহরসহ লেখ।

৮। ألف অংশের فعل গুলো দ্বারা ب অংশের শূণ্যস্থান সঠিকভাবে পূরণ কর এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর।

(ألف)	(ب)	(ألف)	(ب)
ضَحِكَ الْمُدَرِّسُوْنَ	اَلْمُدَرِّسُوْنَ	قَالَتِ النِّسْوَةُ	اَلنِّسْوَةُ ....
لَعِبَ الطَّالِبَانِ	اَلطَّالِبَانِ	سَافَرَ الصَّدِيْقَانِ	اَلصَّدِيْقَانِ ....
سَمِعَ الْأَصْدِقَاءُ	اَلْأَصْدِقَاءُ	تَسْجُدُ الْمُؤْمِنَاتُ	اَلْمُؤْمِنَاتُ ....
خَرَجَ الْإِخْوَانُ	اَلْإِخْوَانُ	تَسْمَعُ الطَّالِبَتَانِ	اَلطَّالِبَتَانِ ....

৯। পঠিত নিয়মের আলোকে নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লেখ :

١- ذَهَبُوْا إِخْوَتُكَ وَلَمْ يَرْجِعُوْا.

٢- نَصَرُوْكَ قَوْمِيْ فَاغْتَرَرْتُ بِهِمْ .

٣- حَفِظَا الصَّدِيْقَاتُ عَهْدَهُمَا .

٤- مَضَيْنَ الْمُمَرِّضَاتُ إِلَى الْمُسْتَشْفَى لِخِدْمَةِ الْمَرْضَى .

১০। নিম্নবর্ণিত বাক্যগুলোর মধ্যে فاعل চিহ্নিত কর :

١- قَالَ تَعَالَى : "إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ"

٢- قال تعالى : "إِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ"

٣- قال تعالى : "فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ"

٤- إِذَا اخْتَصَمَ اللِّصَّانِ ظَهَرَ الْمَسْرُوْقُ .

٥- رَجَعَ نُعْمَانُ مِنَ السُّوْقِ. .

اَلْفَصْلُ الثَّانِـيْ

نَائِبُ الْفَاعِلِ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর :

(ألف)

عَلَّمَ اللّٰهُ الْقُرْآنَ – আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিলেন।

خَلَقَ اللّٰهُ الْإِنْسَانَ ضَعِيْفًا – আল্লাহ মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করেছেন।

(ب)

عُلِّمَ الْقُرْآنُ – কুরআন শিক্ষা দেয়া হল।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا – মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হল।

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (ألف) অংশের বাক্যগুলোতে اللّٰهُ শব্দটি হল فَاعِلْ (কর্তা) আর اَلْقُرْآنُ ও اَلْإِنْسَانُ হল مَفْعُوْلٌ بِهٖ তথা কর্ম।

পক্ষান্তরে (ب) অংশের বাক্যগুলোতে فاعل-কে উল্লেখ না করে তার স্থলে اَلْقُرْآنُ ও الْإِنْسَان -কে উল্লেখ করা হয়েছে। فاعل জানা না থাকলে তদস্থলে مَفْعُوْل بِهٖ-কে উল্লেখ করার নাম نَائِبُ الْفَاعِلْ তবে শর্ত হল فعل টি مَجْهُوْل এর صيغة হতে হবে।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ نَائِبِ الْفَاعِلِ :

আরবি ভাষায় نَائِبِ الْفَاعِلِ -এর সংজ্ঞায় বলা হয়-

نَائِبُ الْفَاعِلِ هُوَ اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ سَبَقَهُ فِعْلٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُوْلِ وَحَلَّ مَحَلَّ الفَاعِلِ بَعْدَ حَذْفِهِ.

অর্থাৎ এমন পেশবিশিষ্ট اسم কে نَائِبِ الْفَاعِلِ বলে, যার পূর্বে একটি فِعْلٌ مَجْهُوْلٌ উল্লেখ থাকে এবং যেটি فَاعِلْ কে বিলুপ্ত করার পর তদস্থলে আসে।

فاعل এর فعل কে واحد – تثنية – جمع এবং مذكر ও مؤنث ব্যবহার করার ব্যাপারে نَائِبُ الْفَاعِلْ-এর ক্ষেত্রে বর্ণিত নিয়মাবলিই প্রযোজ্য হবে।

বিভিন্ন কারণে فِعْلٌ مَجْهُوْلٌ ব্যবহার করা হয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হল–

১। فَاعِلْ জানা না থাকলে। যেমন– سُرِقَ الْقَلَمُ (কলমটি চুরি হল)।

২। فَاعِلْ খুব প্রসিদ্ধ হলে। যেমন– خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে)।

৩। বাক্য সংক্ষিপ্ত করতে হলে। যেমন– أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ (আমি কিতাবটি প্রাপ্ত হয়েছি)।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। نائب الفاعل কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। নিম্নের দাগ দেয়া مفعول به গুলোকে نائب الفاعل এ রূপান্তর কর এবং فعل এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর :

١. حَارَبَ الْجُنُوْدُ الْأَعْدَاءَ ٢. سَرَقَ السَّارِقُ الْمَتَاعَ .

٣. اِشْتَرَيْتُ الْقَلَمَ ٤. أَخَذَ بَكْرٌ الْقَمِيْصَ

٥. أَكْرَمَتِ الْمَدْرَسَةُ الْمُتَفَوِّقِيْنَ ٦. زَارَ الْمُعَمِّرَاتُ بَيْتَ اللهِ

৩। নিম্নে বর্ণিত বাক্যসমূহ থেকে فعل مجهول এবং نائب فاعل বের কর :

١- لاَ يُحْسَدُ إِلَّا ذُوْ نِعْمَةٍ .

٢- عُرِضَتْ قَضِيَّتَانِ أَمَامَ الْقَاضِي.

٣- تُعْرَفُ حَرَارَةُ الْمَرِيْضِ بِمِقْيَاسٍ حَرَارِيٍّ .

٤- نُوْقِشَتْ قَضَايَا إِسْلَامِيَّةٌ فِيْ رَابِطَةِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِي .

٥- بِيْعَتِ الْبِضَاعَةُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ .

৪। নিম্নে বর্ণিত كلمة গুলিকে فعل مجهول এ রূপান্তর কর এবং বাক্য তৈরি কর :

نَصَرَ ، كَتَبَ ، يَسْأَلُ ، سَلَّمَ ، أَكْرَمَ .

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
اَلْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

اَللّٰهُ الصَّمَدُ – আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।

اَللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ – আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ – লাইলাতুল কদর হাজার মাস থেকে উত্তম।

উপরের উদাহরণগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বাক্যগুলোতে দুটি অংশ রয়েছে। তা হল, مُسْنَدْ ও مُسْنَدْ إِلَيْهِ ;

তোমরা জানো যে, যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে مُسْنَدْ إِلَيْهِ এবং مُسْنَدْ إِلَيْهِ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তাকে مُسْنَدْ বলে।

اَلْجُمْلَةُ	مُسْنَدْ	مُسْنَدْ إِلَيْهِ
اَللّٰهُ الصَّمَدُ	الصَّمَدُ	اَللّٰهُ
اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ	نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ	اَللّٰهُ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ	خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ	لَيْلَةُ الْقَدْرِ

সে দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত বাক্যেগুলোতে اَللّٰهُ ؛ اَللّٰهُ ও لَيْلَةُ الْقَدْرِ হল مُسْنَدْ إِلَيْهِ এবং الصَّمَدُ ؛ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ও خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ হল مُسْنَدْ। কারণ, প্রথম বাক্যে اَللّٰهُ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি অমুখাপেক্ষী। অনুরূপ দ্বিতীয় বাক্যেও اَللّٰهُ সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর তৃতীয় বাক্যেও অনুরূপ لَيْلَةُ الْقَدْرِ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

مُسْنَدْ إِلَيْهِ টি যদি বাক্যের প্রথমে আসে এবং তার পূর্বে কোনো প্রকার عَامِلْ না থাকে তার নাম হয় مُبْتَدَأٌ এবং مُسْنَدْ টি বাক্যের শেষে আসে, তার নাম خَبَرٌ।

সুতরাং বাক্যেগুলোতে اَللّٰهُ ؛ اَللّٰهُ ও لَيْلَةُ الْقَدْرِ হল مُبْتَدَأٌ (মুবতাদা)। আর الصَّمَدُ ؛ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ও خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ হল خَبَرٌ (খবর)।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْمُبْتَدَأُ وَالْـخَبَرُ এর সংজ্ঞা হল-

اَلْمُبْتَدَأُ : اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ مُجَرَّدٌ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ لِلإِسْنَادِ . وَالْـخَبَرُ : هُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَى الْمُبْتَدَإِ مُتَمِّمًا مَعْنَاه .

অর্থাৎ এমন পেশবিশিষ্ট اِسْم কে مُبْتَدَأ বলে যার সাথে অন্য কোনো কিছুর সম্পর্ক স্থাপন করা এবং যা শাব্দিক عَامِلْ থেকে মুক্ত থাকে। আর خَبَرْ এমন اِسْم বা বাক্য বা বাক্যাংশকে বোঝায় যা مُبْتَدَأ এর অর্থকে পূর্ণতাদানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং তার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়।

أَصْلُ الْمُبْتَدَإِ وَالْـخَبَرِ :

مُبْتَدَأ প্রধানত مَعْرِفَة এবং خَبَر সাধারণত نَكِرَةٌ হয়।

أَقْسَامُ الْمُبْتَدَإِ وَالْـخَبَرِ :

مُبْتَدَأ সাধারণত : তিন প্রকার। যথা–

১। اِسْمٌ صَرِيْحٌ যথা- اَلْكَرِيْمُ مَحْبُوْبٌ (দানশীল ব্যক্তি প্রিয়)।

২। ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ যথা- أَنْتَ مُجْتَهِدٌ (তুমি পরিশ্রমি)।

৩। اِسْمٌ مُؤَوَّلٌ بِالصَّرِيْحِ যথা- وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ এ আয়াতের তাবীল হল, صِيَامُكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ (রোযা পালন করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর)।

خَبَرٌ সাধারণত : ৪ প্রকার হয়। যথা–

১। اِسْمُ الْفَاعِلِ যথা– زَيْدٌ عَالِمٌ (যায়েদ জ্ঞানী)।

২। اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ যথা– اَلْكِتَابُ مُمَزَّقٌ (বইটি ছেঁড়া)।

৩। صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ যথা– اَلْمَدِيْنَةُ نَظِيْفَةٌ (শহরটি পরিচ্ছন্ন)।

৪। اِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةْ যথা– اَللّٰهُ غَفُوْرٌ (আল্লাহ ক্ষমাশীল)।

مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ-এর ব্যবহার বিধি :

১। خَبَر যদি اِسْمُ الْفَاعِلِ – اِسْمُ الْمَفْعُوْل – اِسْمُ الْفَاعِلْ لِلْمُبَالَغَةْ বা صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ হয়, তবে তা সব

সময় مُبْتَدَأ এর অনুকরণ করে। অর্থাৎ مُبْتَدَأ টি وَاحِدْ হলে خَبَر টি واحد এবং مبتدأ টি تثنية হলে خبر টি تثنية-مبتدأ টি جمع হলে خبر টি جمع-مبتدأ টি مذكر হলে خبر টি مذكر এবং مبتدأ টি مؤنث হলে خبر টি مؤنث হয়। যথা–

زَيْدٌ طَالِبٌ	اَلطَّالِبُ مُسَافِرٌ	اَلطَّالِبَةُ مُسَافِرَةٌ
فَاطِمَةُ طَالِبَةٌ	اَلطَّالِبَانِ مُسَافِرَانِ	اَلطَّالِبَتَانِ مُسَافِرَتَانِ
اَلزَّيْدُوْنَ طَالِبُوْنَ	اَلطُّلَّابُ مُسَافِرُوْنَ	اَلطَّالِبَاتُ مُسَافِرَاتٌ

২। مُبْتَدَأ সব সময় اِبْتِدَاءٌ কর্তৃক এবং خَبَر সব সময় مُبْتَدَأ কর্তৃক مَرْفُوْع হয়ে থাকে। যেমন– اَلْعِلْمُ مُفِيْدٌ (জ্ঞান উপকারী)। এ বাক্যে اَلْعِلْمُ শব্দটি اِبْتِدَاءٌ নামক আমেল কর্তৃক مَرْفُوْعٌ হয়েছে। আর مُفِيْدٌ শব্দটি مُبْتَدَأ কর্তৃক مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

৩। مُبْتَدَأ প্রধানত বাক্যের শুরুতে বসে। আর خَبَر প্রধানত مُبْتَدَأ -এর পরে বসে। কেননা مُبْتَدَأ হল مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ; এ কারণে مُبْتَدَأ বাক্যের শুরুতে আসার দাবি রাখে।

৪। خَبَر যদি اِسْمُ الْاِسْتِفْهَام হয়, তবে خَبَر কে مُبْتَدَأ-এর পূর্বে উল্লেখ করা ওয়াজিব। যেমন- كَيْفَ حَالُكَ؟ (তুমি কেমন আছ?)।

৫। مُبْتَدَأ ও خَبَر উভয়টি مَعْرِفَة হলে উভয়ের মধ্যে একটি ضَمِيْرُ الْفَصْلِ আসে। যেমন- أُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (উহারাই সফলকাম)।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। مبتدأ ও خبر কাকে বলে? مبتدأ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। خبر টি যখন اسم فاعل – اسم مفعول ، صيغة المبالغة ও صفة مشبهة হয় তখন خبر টি কার অনুকরণ করে, এবং কোন কোন বিষয়ে? উদাহরণ দাও।

৩। বাক্যগুলোর تركيب লেখ : زَيْدٌ حَاضِرٌ ، إِبْرَاهِيْمُ ضَاحِكٌ ، إِسْمَاعِيْلُ نَامَ ، نَسِيْمٌ حَضَرَ

৪। নিম্নের جملة فعلية গুলোকে جملة اسمية তে রূপান্তর কর এবং فعل এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর। একটি করে দেখানো হল–

سَافَرَ خَالِدٌ - خَالِدٌ سَافَرَ

نَامَ الطُّلَّابُ = ...

يَأْكُلُ عُمَرُ = ...

تَضْحَكُ عَائِشَةُ = ...

يَبْكِيْ الْأَطْفَالُ - ....

قَامَ زَيْدٌ = ...

ذَهَبَتِ الطَّالِبَاتُ - ....

৫। নিম্নে বর্ণিত বাক্যগুলি হতে مبتدأ ও خبر বের কর :

١. مُحَمَّدٌ (ﷺ) رَسُوْلُ اللهِ .

٢. اَبُوْ بَكْرٍ (رضي الله عنه) خَلِيْفَةُ الْمُسْلِمِيْنَ .

٣. اَلْإِسْلَامُ دِيْنٌ كَامِلٌ .

٤. اَللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ .

اَلْفَصْلُ الرَّابِــعُ

خَبَرُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا (اَلْـحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ)

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

مَجْمُوْعَةُ (ب)	مَجْمُوْعَةُ (أ)
إِنَّ زَيْدًا غَنِيٌّ	زَيْدٌ غَنِيٌّ
أَعْرِفُ أَنَّ خَالِدًا طَالِبٌ	خَالِدٌ طَالِبٌ
كَأَنَّ مَسْعُوْدًا أَسَدٌ	مَسْعُوْدٌ أَسَدٌ
لَيْتَ الْأُسْتَاذَ حَيٌّ	اَلْأُسْتَاذُ حَيٌّ
لَعَلَّ سَعِيْدًا حَاضِرٌ	سَعِيْدٌ حَاضِرٌ
بَكْرٌ حَاضِرٌ لَكِنَّ خَالِدًا غَائِبٌ	خَالِدٌ غَائِبٌ

উপরোল্লিখিত উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) مَجْمُوْعَةُ-এ বর্ণিত উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । এ বাক্যগুলোই (ب) مَجْمُوْعَةُ-এ দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে। তবে সেখানে বাক্যগুলোর পূর্বে একটি করে حرف ব্যবহার করায় جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ-এর مُبْتَدَأٌ এর শেষবর্ণে نَصَب এবং خَبَر এর শেষবর্ণে رفع দেয়া হয়েছে। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ -এর পূর্বে যে حرف ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলোকে اَلْـحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ বলে। এগুলোর اسم সবসময় نصب হয় এবং خبر সবসময় رفع হয়। তাই এগুলোর مبتدا (মুবতাদা) مَرْفُوْعَاتٌ-এর এবং خبر (খবর) مَنْصُوْبَاتٌ-এর অন্তর্ভুক্ত।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ الْـحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ

যেসব حرف - لفظ এবং معنى এর দিক থেকে فعل এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে, তাকে اَلْـحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ বলে।

عَدَدُ الْـحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ :

حُرُوْفُ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ ৬ টি। যথা– إِنَّ – أَنَّ – كَأَنَّ – لَيْتَ – لَكِنَّ ও لَعَلَّ

عَمَلُ الْـحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ :

حُرُوْفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ গুলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর পূর্বে এসে مبتدأ কে نصب এবং خبر কে رفع প্রদান করে। তখন مبتدأ কে হরফগুলোর اسم এবং خبر কে হরফগুলোর خبر বলা হয়। مبتدأ-কে-رفع না দিয়ে نصب দেয়ার কারণে এসব حرف কে نَوَاسِخُ الْمُبْتَدَإِ ও বলা হয়।

حُرُوْفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়–

إِنَّ - أَنَّ : নিশ্চয় অর্থে। যথা– إِنَّ زَيْدًا طَالِبٌ (নিশ্চয় যায়েদ একজন ছাত্র)।

أَعْرِفُ أَنَّ زَيْدًا طَالِبٌ (আমি জানি নিশ্চয় যায়েদ একজন ছাত্র)।

كَأَنَّ : যেন/ মনে হয় অর্থে। যথা– كَأَنَّ عَلِيًّا أَسَدٌ (আলী যেন সিংহ), كَأَنَّ نَاصِرًا نَائِمٌ (নাসের মনে হয় ঘুমন্ত।)

لَيْتَ : আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা। যথা– لَيْتَ الْأُسْتَاذَ حَيٌّ (হায়! ওস্তাদ যদি জীবিত থাকতেন)।

لَكِنَّ : কিন্তু। যথা– عَلِيٌّ حَاضِرٌ لَكِنَّ زَيْدًا غَائِبٌ (আলী উপস্থিত কিন্তু যায়েদ অনুপস্থিত)।

لَعَلَّ : আশা প্রকাশ করা। যথা– لَعَلَّ زَيْدًا سَالِمٌ (আশা করা যায় যায়েদ নিরাপদ)।

حُرُوْفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ দুটি বিষয়ে فعل এর সাথে শাব্দিক মিল রাখে। তা হল–

১। فِعْلٌ مَاضِيٌّ-فتح এর উপর مبنى হয়। এ حرف গুলোও فتح এর উপর مبنى হয়।

২। فعل যেমন ثلاثي - رباعي হয় এ حرف গুলো তদ্রূপ ثلاثي، رباعي হয়।

حُرُوْفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ চারটি বিষয়ে অর্থের দিক থেকে فعل এর সাথে সাদৃশ্য রাখে।

(ক) ১। إِنَّ - أَنَّ – تَحْقِيْق বা নিশ্চিত অর্থে।

২। كَأَنَّ - مُشَابَهَة বা উপমা অর্থে।

৩। لَكِنَّ - اِسْتِدْرَاك বা স্পষ্টকরণ অর্থে।

৪। لَيْتَ - تَمَنِّـى বা আকাঙ্ক্ষা অর্থে।

(খ) এছাড়া فعل নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে فاعل ও مفعول এর প্রতি মুখাপেক্ষী। তদ্রূপ এর حرف গুলো নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে اسم ও خبر এর প্রতি মুখাপেক্ষী। এসব কারণেই এগুলোকে حُرُوْفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ বলা হয়।

إِنَّ এর هَمْزَةٌ কে كَسْرَةٌ দ্বারা পড়ার স্থানসমূহ :

إِنَّ চার জায়গায় كَسْرَةٌ যোগে পড়া হয়। যথা–

১। বাক্যের শুরুতে, ২। কসমের জবাবে,

৩। খবর এর সাথে لام হলে এবং ৪। اَلْقَوْلِ বা بَعْدَ الْقَوْلِ মাসদার দ্বারা গঠিত শব্দের পরে।

إِنَّ শব্দটিতে যবরযোগে পড়া হয় পাঁচ স্থানে। যথা–

১। بَعْدَ عِلْمٍ ২। بَعْدَ ظَنٍّ

৩। বাক্যের মাঝে হলে ৪। بَعْدَ لَوْ

৫। بَعْدَ لَوْلاَ

تَدْرِيْبَاتٌ

১। حُرُوْفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ কয়টি ও কী কী?

২। حُرُوْفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ গুলোর আমল কী? উদাহরণ দাও।

৩। حُرُوْفٌ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ গুলোর কোনোটি কোনো অর্থ প্রদান করে লেখ।

৪। নিম্নের ألف অংশের বাক্যগুলোর দ্বারা ب অংশের শূণ্যস্থান পূরণ কর এবং حركة দাও:

(ب)	(ألف)
إِنَّ مَسْعُوْدًا فَلَاحٌ	مَسْعُوْدٌ فَلاَحٌ
إِنَّ	اَلطَّالِبَانِ قَادِمَانِ
إِنَّ	اَلطَّالِبَانِ كَاتِبَانِ
إِنَّ	اَلْمُسْلِمُوْنَ مُجَاهِدُوْنَ
لَيْتَ	أَبُوْكَ حَيٌّ
لَعَلَّ	اَلتِّلْمِيْذَانِ حَاضِرَانِ
إِنَّ	اَلْمُؤْمِنُوْنَ دَاخِلُوْنَ فِي الْجَنَّةِ
وَلٰكِنَّ	اَلْكَافِرُوْنَ دَاخِلُوْنَ فِي النَّارِ
كَأَنَّ	خَالِدٌ أَسَدٌ

اَلْفَصْلُ الْـخَامِسُ
اِسْمُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا (اَلْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ)

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

مَجْمُوْعَةُ (ب)	مَجْمُوْعَةُ (أ)
كَانَ زَيْدٌ عَالِمًا	زَيْدٌ عَالِمٌ
صَارَ خَالِدٌ غَنِيًّا	خَالِدٌ غَنِيٌّ
ظَلَّ الْمَطَرُ نَازِلاً	اَلْمَطَرُ نَازِلٌ

উপরোল্লিখিত উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, مَجْمُوْعَةُ (أ) এ বর্ণিত উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । এ বাক্যগুলোই مَجْمُوْعَةُ (ب) এ দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে। সেখানে বাক্যগুলোর পূর্বে একটি করে فِعْل نَاقِصْ ব্যবহার করায় جُمْلَة اِسْمِيَّة এর مبتدأ এর শেষবর্ণে رفع এবং خبر এর শেষবর্ণে نصب দেয়া হয়েছে। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ-এর পূর্বে যে فعل ناقص ব্যবহার করা হয়েছে এগুলোকে أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ বলে।

এগুলোর اسم সবসময় رفع হয় এবং خبر সবসময় نصب হয়। তাই এগুলোর مُبْتَدأ (মুবতাদা) مَرْفُوْعَاتٌ-এর মধ্যে এবং خَبْر (খবর) مَنْصُوْبَاتٌ-এর অন্তর্ভুক্ত।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ الْفِعْلِ النَّاقِصِ :

যে فعل ও فاعل মিলে পূর্ণ বাক্য হয় না বরং خبر এর প্রয়োজন হয়, তাকে فِعْل نَاقِصْ বলে। যথা– كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দাঁড়ানো)।

এখানে فعل-كان টি শুধু زيد কে নিয়ে পূর্ণ বাক্য হয় না, যদি قائما শব্দটিকে خبر হিসেবে বলা না হয়। এ জন্যেই এ فعل গুলোকে ناقص বলে।

عَدَدُ الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ :

أَفْعَال نَاقِصَة তেরটি। যথা–

كَانَ ، صَارَ ، أَصْبَحَ، أَمْسَى، أَضْحى، ظَلَّ، بَاتَ، مَافَتِى، مَادَامَ، مَاانْفَكَّ، مَابَرِحَ، مَازَالَ ، لَيْسَ.

عَمَلُ الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ :

أَفْعَال نَاقِصَة গুলো جملة اسمية এর পূর্বে এসে مبتدأ কে رفع এবং خبر কে نصب প্রদান করে। তখন مبتدأ কে أَفْعَال نَاقِصَة এর اسم এবং خبر কে أَفْعَال نَاقِصَة এর خبر বলা হয়। أفعال ناقصة এর اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়।

أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ-এর অর্থ :

أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

❑ كَانَ - ছিলো। যথা– كَانَ زَيْدٌ تَاجِرًا - (যায়েদ ব্যবসায়ী ছিল)।

কখনো কখনো 'হয়' বা 'হন' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা– وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا - (আল্লাহ জ্ঞানী)।

❑ صَارَ - হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। যথা–

كَانَ زَيْدٌ فَقِيْرًا ثُمَّ صَارَ غَنِيًا – (যায়েদ ফকির ছিল অতঃপর ধনী হয়ে গেল)।

❑ أَصْبَحَ ، أَمْسى ، أَضْحى ، ظَلَّ، بَاتَ - হয়ে গেছে। (তবে সকালে হলে أَصْبَحَ আর বিকেলে হলে أَمْسى পূর্বাহ্নে হলে أَضْحَى দিনে হলে ظَلَّ এবং রাতে হলে بَاتَ ব্যবহার করা হয়।)

যথা– أَصْبَحَتِ السَّمَاءُ صَافِيَةً – (আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল)।

أَمْسى الْخَبَرُ مُنْتَشِرًا – (খবরটি প্রচার হয়ে গেল)।

أَضْحى الشَّارِعُ مُزْدَحِمًا – (রাস্তাটি ঝামেলাপূর্ণ হয়ে গেল)।

ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا তার মুখ মলিন হয়ে গেল। بَاتَ الْهَوَاءُ شَدِيْدًا হাওয়া প্রবল হয়ে গেল।

এ পাঁচটি فعل কখনো কখনো صار অর্থেও ব্যবহার হয়। যথা– كَانَ خَالِدٌ فَقِيْرًا فَأَصْبَحَ غَنِيًّا

❑ مَازَالَ - مَابَرِحَ – مَا فَتِئَ ও مَا انْفَكَّ কোনো কিছু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলে থাকা বোঝানোর জন্যে এ فعل গুলো ব্যবহার করা হয়। যথা–

مَا زَالَ الرَّجُلُ نَائِمًا (লোকটি দীর্ঘক্ষণ থেকে ঘুমন্ত)।

مَا بَرِحَ الطَّالِبُ جَالِسًا (ছাত্রটি অনেক্ষণ থেকে বসা)।

مَا فَتِئَ الطِّفْلُ ضَاحِكًا (শিশুটি অনেক্ষণ থেকে হাস্যোজ্জ্বল)।

مَا انْفَكَّ الْجَوُّ بَارِدًا (আবহাওয়া অনেক্ষণ থেকে ঠান্ডা)।

❑ مَا دَامَ – যতদিন, যতক্ষণ বা যত সময় শর্ত বোঝানোর জন্যে مَا دَامَ ব্যবহার করা হয়। যথা– أَنَا أَذْكُرُكَ مَا دُمْتُ حَيًّا (আমি তোমাকে স্মরণ করবো যতদিন আমি জীবিত থাকব)।

❑ لَيْسَ – না অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– لَيْسَ الطَّالِبُ حَاضِرًا (ছাত্রটি উপস্থিত নেই)।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। أفعال ناقصة কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। كان - صار – مادام ও ليس এর অর্থ উদাহরণসহ লেখ।

৩। أصبح - ظَلَّ – مازال ও مابرح এর অর্থ উদাহরণসহ লেখ।

৪। নিচের ألف অংশের বাক্যগুলো দ্বারা ب অংশের শূণ্যস্থান পূরণ কর এবং حركة প্রদান কর :

(ب)	(ألف)	(ب)	(ألف)
كَانَ	اَلْمُسْلِمُوْنَ مُجْتَهِدُوْنَ	أَصْبَحَ	اَلرِّجَالُ حَاضِرُوْنَ
مَا زَالَتْ	اَلنِّسْوَةُ ضَاحِكَاتٌ	مابرح	اَلْأَصْدِقَاءُ مُتَحَدِّثُوْنَ
ظَلَّتْ	اَلسَّمَاءُ صَافِيَةٌ		

৫। নিচের বাক্যগুলোর تركيب কর : أَصْبَحَ سَعِيْدٌ غَنِيًا – كَانَ سَعِيْدٌ فَقِيْرًا

৬। فعل ناقص সহ বাক্য রচনা কর : فَاضِلٌ ، عَادِلٌ ، اَلرَّجُلُ ، قَانِتَاتٌ ، قَائِمِيْنَ

اَلْفَصْلُ السَّادِسُ

اِسْمُ مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ (حُرُوْفٌ مُشَبَّهَةٌ بِلَيْسَ)

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ب)	(أ)
ما خَالِدٌ طَالِباً	خَالِدٌ طَالِبٌ
مَا اَلطَّالِبُ حَاضِرًا	اَلطَّالِبُ حَاضِرٌ
لَا طَالِبٌ قَائِمًا	طَالِبٌ قَائِمٌ

উপরোল্লিখিত উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) অংশে বর্ণিত উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ। এ বাক্যগুলোই (ب) অংশে দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে। সেখানে বাক্যগুলোর পূর্বে একটি করে لا ও ما ব্যবহার করায় جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর مُبْتَدَا এর শেষবর্ণে **نَصْب** এবং خَبَرٌ এর শেষবর্ণে رفع দেওয়া হয়েছে। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ-এর পূর্বে যে لا ও ما ব্যবহার করা হয়েছে এগুলোকে مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ বলে।

এগুলোর اِسْمٌ সবসময় نَصْبٌ (যবরবিশিষ্ট) হয় এবং خَبَرٌ সবসময় رَفْعٌ (পেশবিশিষ্ট) হয়। তাই এগুলোর مُبْتَدَا (মুবতাদা) مَنْصُوْبَاتٌ-এর মধ্যে এবং خَبَرٌ (খবর) مَرْفُوْعَاتٌ-এর অন্তর্ভুক্ত।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ :

যে ما (মা) ও لا (লা) ليس এর ন্যায় جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে مبتدأ কে **نصب** এবং خبر কে رفع দেয়, তাদেরকে مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ বলে।

عَدَدُ الْحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ :

اَلْحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ-এর সংখ্যা তিনটি। যথা– مَا – لَا ও إِنْ اَلنَّافِيَةُ

عَمَلُ الْحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ :

১। مَا – لَا ও إن (النافية) হরফগুলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ-এর পূর্বে এসে مبتدأ কে رفع এবং خبر কে نصب প্রদান করে। তখন مبتدأ কে তাদের ইসম এবং خبر কে তাদের خبر বলা হয়।

২। اسم ও خبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়।

৩। لا এর اسم টি সব সময় نكرة হয়।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। حُرُوْفِ مُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ কয়টি ও কী কী? লেখ।

২। حُرُوْفُ مَشَبَّهَةِ بِلَيْسَ কিসের পূর্বে আসে এবং কী কাজ করে?

৩। تركيب কর : إِن سَعِيْدٌ كَاتِبًا ، لَا رَجُلٌ تَاجِرًا ، مَا نَعِيْمٌ تِلْمِيْذًا

اَلْفَصْلُ السَّابِعُ
خَبَرُ لَا اَلنَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ب)	(أ)
لَا طَالِبَ حَاضِرٌ لَا كِتَابَ فِي الْمَسْجِدِ	اَلطَّالِبُ حَاضِرٌ فِي الْمَسْجِدِ كِتَابٌ

উপরোল্লিখিত উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) এ বর্ণিত উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ। এ বাক্যগুলোই (ب) এ দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে। সেখানে বাক্যগুলোর পূর্বে একটি করে لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ ব্যবহার করায় جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর مُبْتَدَأ এর শেষবর্ণে نَصْبٌ এবং خَبَرٌ এর শেষবর্ণে رَفْعٌ দেয়া হয়েছে। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর পূর্বে যে لا ব্যবহার করা হয়েছে তাকে لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ বলে।

এগুলোর اِسْمٌ সবসময় نَصْبٌ (যবরবিশিষ্ট) হয় এবং خَبَرٌ সবসময় رَفْعٌ (পেশবিশিষ্ট) হয়। তাই এগুলোর مُبْتَدَأ (মুবতাদা) مَنْصُوْبَاتٌ-এর মধ্যে এবং خَبَرٌ (খবর) مَرْفُوْعَاتٌ-এর অন্তর্ভুক্ত।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ لَا اَلنَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ :

যে না বোধক لا তার পরবর্তী اسم এর جنس তথা জাতি (কেউ নেই) বিদ্যমান না থাকা বোঝায় তাকে لَا اَلنَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ বলে। যথা– لَا طَالِبَ حَاضِرٌ - কোনো ছাত্র উপস্থিত নেই বা ছাত্রদের কেউ উপস্থিত নেই।

عَمَلُ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ

لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ টি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর পূর্বে এসে مبتدأ কে نصب এবং خبر কে رفع প্রদান করে। তখন مبتدأ কে তার اسم এবং خبر কে তার خبر বলে। اسم ও خبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়।

أَقْسَامُ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ

لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ এর اسم সাধারণত তিন প্রকার। যথা–

১। نكرة ও مفرد (একক) হবে। অর্থাৎ مضاف হবে না। যথা– لَا طَالِبَ حَاضِرٌ

২। نكرة হবে এবং অন্য نكرة এর প্রতি مضاف হবে। যথা– لَا طَالِبَ عِلْمٍ حَاضِرٌ

৩। مضاف সাদৃশ্য হবে। যথা– لَا طَالِبًا عِلْمًا مَوْجُوْدٌ

اَلْفَرْقُ بَيْنَ لَاالنَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ وَلَا بِمَعْنَى لَيْسَ :

যে لا এর অর্থ করার সময় 'কোনো' শব্দটি যুক্ত হয় তাকে لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ বলে।

যথা- لَا طَالِبَ حَاضِرٌ – কোন ছাত্র উপস্থিত নেই।

আর যদি 'কোনো' শব্দটি যুক্ত না হয় তাহলে তাকে لَا بِمَعْنَى لَيْسَ বলা হয়।

যথা- لَيْسَ طَالِبٌ حَاضِرًا – জনৈক ছাত্র উপস্থিত নেই।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। لا النافية للجنس কিসের পূর্বে আসে এবং কী কাজ করে? উদাহরণসহ লেখ।

২। لا النافية للجنس এর اسم কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। لا طالبَ حاضرٌ : কর تركيب

اَلْمَنْصُوبَاتُ

اَلْفَصْلُ الثَّامِنُ

اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

১। نَامَ الطِّفْلُ نَوْمًا – শিশুটি খুব ঘুমালো।

২। جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْمُوَظَّفِ – আমি অফিসারের মতো বসলাম।

৩। نَظَرْتُ إِلَيْهِ نَظْرَةً – আমি তার দিকে একবার তাকালাম।

উপরের প্রথম বাক্যে نَوْمًا শব্দটি যুক্ত করে نَامَ ফে'লটিকে তাকিদ করা হয়েছে বা জোর দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে جِلْسَةَ الْمُوَظَّفِ শব্দটি যুক্ত করে جَلَسْتُ ফে'লটির রকম তথা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় বাক্যে نَظْرَةً শব্দটির যুক্ত করে نَظَرْتُ ফে'লটির সংখ্যা বোঝানো হয়েছে। এ ধরনের শব্দকে نحو শাস্ত্রের পরিভাষায় مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ এর সংজ্ঞা হল -

اِسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ لَفْظِ الْفِعْلِ يَدُلُّ عَلَى حَدَثٍ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِزَمَنٍ ، وَيَعْمَلُ فِيْهِ فِعْلُهُ ، أَوْ شِبْهُهُ ، عَلَى أَنْ يُذْكَرَ مَعَهُ

অর্থাৎ فعل এর শব্দ থেকে নিষ্পন্ন এমন اِسْمُ مُشْتَقْ কে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বলে যা কোনো কালের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর اسم এর সাথে উল্লিখিত فعل বা شِبْهُ الْفِعْلِ তার উপর আমল করে।

কোনো কোনো নাহুবিদের ভাষায়-.

هُوَ مَصْدَرٌ مَنْصُوْبٌ يُذْكَرُ بَعْدَ فِعْلِهِ لِتَوْكِيْدِهِ أَوْ بَيَانِ عَدَدِهِ أَوْ نَوْعِهِ.

أَقْسَامُ الْمَفْعُوْلِ الْمُطْلَقِ

مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ তিন প্রকার। যথা–

১। فعل এর তাকিদ প্রদান করা। যথা- وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا – আল্লাহ মুসা (ﷺ)-এর সাথে কথা বললেন। এ প্রকার مفعول مطلق এর ক্ষেত্রে مصدر টি দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না।

২। فعل এর প্রকার বা ধরন বর্ণনা করা। যথা- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا (আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি) । এ প্রকার مفعول مطلق এর ক্ষেত্রে مصدر টি ব্যতিক্রম কারণ ব্যতিত দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না।

৩। فعل-এর সংখ্যা বর্ণনা করা। যেমন- رَكَعْتُ رَكْعَةً (আমি একবার রুকু করেছি) سَجَدْتُ سَجْدَتَيْنِ (আমি দুইবার সিজদা করেছি)। এ প্রকার مفعول مطلق এর ক্ষেত্রে مصدر টি দ্বিবচন বা বহুবচন হয় ।

مَفْعُوْل مُطْلِقْ -এর فِعل-কে বিলোপ করার ক্ষেত্রসমূহ :

১. قَرِيْنَة তথা নির্দেশক পাওয়া গেলে مَفْعُوْل مُطْلَقْ-এর ফেলকে বিলোপ করা জায়েয। যেমন ভ্রমণ থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিকে বলা হয়- خَيْرَ مَقْدَمٍ (শুভাগমন)। এটা মূলে ছিল قَدِمْتَ قُدُوْمًا خَيْرَ مَقْدَمٍ (তোমার আগমন শুভ হোক)।

২. কোনো কোনো সময় এর ফেলকে বিলোপ করা ওয়াজিব হয়। এটা ব্যাকরণের নিয়ম ছাড়াই আরবি ভাষাভাষীদের থেকে শ্রুত কথা। যেমন- سَقْيًا - حَمْدًا- شُكْرًا- رَعْيًا এগুলোর প্রত্যেকটি مَفْعُوْلُ مُطْلَقْ; এসব فِعل সর্বদা বিলোপ থাকে। মূল বাক্যগুলো হল-

ক. سَقَاكَ اللّٰهُ سَقْيًا – আল্লাহ তোমাকে পানি পানে পরিতৃপ্ত করুন।

খ. شَكَرْتُكَ شُكْرًا – আমি তোমার প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

গ. حَمِدْتُكَ حَمْدًا – আমি তোমার যথাযথ প্রশংসা করেছি।

ঘ. رَعَاكَ اللّٰهُ رَعْيًا – আল্লাহ তোমার পূর্ণরূপে হেফাযত করুন।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। مَفْعُوْل مُطْلَق কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। مَفْعُوْلِ مُطْلَق কত প্রকার ও কী কী?

৩। কোন কোন ক্ষেত্রে مَفْعُوْلِ مُطْلَق কে বিলুপ্ত করা যায়? লেখ

৩। ترکیب কর : قرأتُ قرآءة — جلستُ جلوسا — أكلتُ أكلة

৪। নিম্নে বর্ণিত বাক্যগুলির থেকে مفعول مطلق বের কর :

قَامَ عُثْمَانُ قِيَامًا ، جَلَسَ خَالِدٌ جِلْسَةً ، اُنْظُرْ نَظْرَةً ، لاَ تَمْشِ مَشْيَةَ الْمُتَكَبِّرِ ، فَرِحَ زيد فَرْحًا .

৫। নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং مَفْعُوْل مُطْلَق এর নিচে দাগ ও হরকত দাও :

سُبْحَانَ اللهِ : (تأويله أسبح الله تسبيحاً) مَعَاذَ اللهِ : (أعوذ بالله معاذاً) لَبَّيْكَ : (ألبيك تلبية بعد تلبية أي ألبيك كثيراً) سَعْدَيْكَ : (أسعدتك إسعاداً بعد إسعاد).

اَلْفَصْلُ التَّاسِعُ

اَلْمَفْعُوْلُ بِهِ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

أَكَلَ زَيْدٌ التُّفَّاحَ – যায়েদ আপেল খেল ।

رَأَى خَالِدٌ حَمِيْدًا – খালেদ হামিদকে দেখল ।

أَكْرَمْتُ زَيْدًا – আমি যায়েদকে সম্মান করেছি ।

উপরের প্রথম বাক্যে أَكَلَ زَيْدٌ বলার পর প্রশ্ন জাগে কি খেল? তখন উত্তর আসবে اَلتُّفَّاحَ খেল। দ্বিতীয় বাক্যে رَأَى خَالِدٌ বলার পর প্রশ্ন জাগে কাকে দেখল? তখন উত্তর আসবে হামিদকে দেখল। তৃতীয় বাক্যে أَكْرَمْتُ বলার পর প্রশ্ন জাগে কাকে সম্মান করল, উত্তর আসবে زَيْدًا কে। বাক্যগুলোতে أَكَلَ-فِعْل টি اَلتُّفَّاحُ এর উপর, رَأَى ফে'লটি حَمِيْدًا এর উপর এবং أَكْرَمْتُ ফে'লটি زَيْدًا এর উপর পতিত হয়েছে। উপরের বাক্যগুলোতে اَلتُّفَّاحَ ، حَمِيْدًا এবং زَيْدًا শব্দগুলো مَفْعُوْل بِهِ

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْمَفْعُوْلُ بِه এর সংজ্ঞা হল– اَلْمَفْعُوْلُ بِه هُوَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ

অর্থাৎ, فَاعِل এর فِعْل যার উপর পতিত হয়, তাকে مَفْعُوْل بِهِ বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, فِعْل ও فَاعِل কে যুক্ত করে 'কী' বা 'কাকে' বা 'কাদেরকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে مَعْفُوْل بِهِ বলা হয়।

যেসব স্থানে مَفْعُوْلِ بِه- কে فَاعِل-এর পূর্বে আনা ওয়াজিব :

তিনস্থানে مَفْعُوْلِ بِه-কে فَاعِل-এর পূর্বে আনা ওয়াজিব। যথা–

১. فَاعِل যখন مَحْصُوْرِ তথা فِعلْ-এর জন্য সীমাবদ্ধ হয়। যেমন– مَا هَذَّبَ النَّاسَ إِلاَّ الدِّيْنُ الْقَوِيْمُ সঠিক ধর্মই মানুষকে সভ্য করেছে।

২. যখন مَفْعُوْلِ بِه-টি فِعل-এর সাথে সংযুক্ত যমীর হয় এবং فَاعِل-টি প্রকাশ্য اِسْم হয়। যেমন– أَفَادَنِيْ كَلاَمُكَ – তোমার কথা আমাকে উপকার দিয়েছে।

৩. যখন فَاعِل-এর সাথে مَفْعُوْلِ بِه-এর ضَمِيْر সংযুক্ত হয়। যেমন– اِبْتَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ – ইবরাহীম (ﷺ)-কে তাঁর প্রভু পরীক্ষা করেছেন।

مَفْعُوْل بِه- কে فِعل ও فَاعِل-এর পূর্বে আনার ক্ষেত্রসমূহ :

কোনো কোনো সময় مَفْعُوْل بِه-কে فِعل ও فَاعِل উভয়ের পূর্বে আনা বৈধ। যেমন– فَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ; তবে নিম্নলিখিত তিনটি স্থানে مَفْعُوْلِ بِه-কে তার فِعْل ও فَاعِل উভয়ের পূর্বে আনা ওয়াজিব। যথা–

১. যখন مَفْعُوْلِ بِه-টি প্রশ্নবোধক বা শর্তবোধক اِسْم হয়। যেমন-

مَنْ رَأَيْتَ؟ مَنْ تُكْرِمْ يُكْرِمْكَ

২. যখন مَفْعُوْلِ بِه-এর فِعل-টি أَمَّا-এর جَوَاب – এর جَزَاءَ বোধক فَاء-এর পর আসে। যেমন–

أَمَّا السَّائِلَ فَلَاتَنْهَرْ

৩. যখন مَفْعُول بِه-টি ضَمِيْر مُنْفَصِل হয়। যেমন– إِيَّاكَ نَعْبُدُ - إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

مَفْعُوْلِ بِه-এর فِعل- কে উহ্য রাখার স্থান :

قَرِيْنَة তথা ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকলে مَفْعُوْلِ بِه-এর فِعْل-কে উহ্য রাখা জায়েয। যেমন কেউ প্রশ্ন করল– مَنْ أَنْصُرُ (আমি কাকে সাহায্য করব?) তদুত্তরে বলা হয়– رَاشِدًا অর্থা أُنْصُر رَاشِدًا (তুমি রাশেদকে সাহায্য কর)। এখানে পূর্ব প্রশ্নে ইঙ্গিতমূলক নিদর্শন থাকায় أُنْصُرْ ফেলটি উহ্য রাখা হয়েছে।

যখন مَفْعُوْلِ بِه-এর ফেলকে উহ্য রাখা ওয়াজিব :

চারটি স্থানে مَفْعُوْلِ بِه-এর فِعْل-কে উহ্য রাখা ওয়াজিব। তন্মধ্যে প্রথমটি হল سَمَاعِي আর অবশিষ্টগুলো হল قِيَاسِي; যথা–

প্রথম স্থান : এটা হল سَمَاعِي-এর স্থান। ব্যাকরণগত কোনো নিয়মনীতি ছাড়াই শুধু আরবদের থেকে শ্রবণের ভিত্তিতে বিশেষ স্থানে مَفْعُوْلِ بِه-এর فِعْل-কে বিলোপ করা হয়। এরূপ স্থান তিনটি যেমন–

ক. اِمْرَأً وَنَفْسَهُ অর্থাৎ أُتْرُكْ اِمْرَأً وَنَفْسَه

খ. اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَكُمْ অর্থাৎ اِنْتَهُوْا عَنِ التَّثْلِيْثِ وَاقْصُدُوْا خَيْرًا لَكُمْ

গ. أَهْلاً وَسَهْلاً অর্থাৎ أَتَيْتَ أَهْلاً وَوَطَيْتَ سَهْلاً

দ্বিতীয় স্থান : اَلتَّحْذِيْرُ তথা ভয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে مَفْعُوْلٌ بِهِ-এর فِعْل-কে বিলোপ করা ওয়াজিব। এটা দু ধরনের যথা–

ক. যে বাক্যে اِتَّقِ বা এ জাতীয় ফেল উহ্য থেকে পরবর্তী مَفْعُوْلٍ بِهِ হতে ভয় দেখায়।

যেমন– إِيَّاكَ وَالْأَسَدَ; যা মূলে ছিল اِتَّقِكَ وَالْأَسَدَ (তুমি নিজেকে সিংহ হতে বাঁচাও)।

খ. مُحَذَّرٌ مِنْهُ তথা যা হতে ভয় দেখানো হয়, তাকে বার বার উল্লেখ করা।

যেমন– اَلطَّرِيْقَ اَلطَّرِيْقَ; এটা মূলে ছিল اِتَّقِ الطَّرِيْقَ الطَّرِيْقَ অর্থাৎ, রাস্তার বিপদ পরিহার কর।

তৃতীয় স্থান : এমন مَفْعُوْلٍ بِهِ যার فِعل-কে পরবর্তীতে প্রদত্ত ব্যাখ্যার শর্তে বিলুপ্ত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এমন সব ইসম যার পর কোনো فِعل বা شِبْه فِعل আসে। এ فِعل বা شِبْهِ فِعْلٍ ঐ ইসমের فِعْل বা তার شِبْه فِعل-এর ওপর আমল করার কারণে পূর্বোক্ত اِسْم-টিতে আমল করা থেকে বিরত থাকে।

আর উক্ত شِبْه فِعل-টিকে বা فِعْل বা شِبْه فِعل এমন ধরনের হয় যে, যদি হুবহু উক্ত فِعْلٍ বা تদনুরূপ কোনো فِعْلٍ বা شِبْه فِعْلٍ-কে ঐ اِسْم-টির ওপর ব্যবহার করা হয়, তবে তাকে অবশ্যই নসব দেবে। যেমন– رَاشِدًا نَصَرْتُه; এখানে رَاشِدًا শব্দটি একটি উহ্য فِعل দ্বারা নসববিশিষ্ট হয়েছে। উহ্য فِعل-টি হল نَصَرْتُ; পরবর্তীতে উল্লিখিত فِعْلٌ-টি যার ব্যাখ্যা করেছে। অর্থাৎ نَصَرْتُه পরিভাষায় এ বিধানটিকে مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ বলে।

চতুর্থ স্থান : এ স্থানটি হল مُنَادٰى; এটা এমন ইসম, যাকে نِدَاء-এর হরফ তথা আহ্বানবোধক অব্যয় দ্বারা ডাকা হয়। যেমন– يَا عَبْدَ اللهِ (হে আবদুল্লাহ), তা মূলে ছিল أَدْعُوْ عَبْدَ اللهِ (আমি আবদুল্লাহকে ডাকছি)।

উল্লেখ্য, শেষের তিনটি হল قِيَاسًا তথা নিয়মানুসারে مَفْعُوْلٍ بِه-এর ফেলকে উহ্য রাখার স্থান।

عَوَامِلُ الْمَفْعُوْلِ بِهِ : সাধারণত مفعول به এর পূর্বে فِعل বসে তার শেষে نصب প্রদান করে। فِعل ছাড়াও নিম্নলিখিত আমেল তার শেষে نصب প্রদান করে।

১। اِسْمُ الْفَاعِلِ যেমন : جَاءَ الشَّاكِرُ نِعْمَتَكَ (তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এসেছে)।

২। اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ الْمُشْتَقِ مِنَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي لِمَفْعُوْلَيْنِ যেমন –

أَحْمَدُ مُخْبَرٌ أَبُوْهُ الْإِمْتِحَانَ قَرِيْبًا (আহমাদের পিতা সংবাদপ্রাপ্ত যে পরীক্ষা নিকটবর্তী)।

৩। اَلْمَصْدَرُ যেমন : حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

(তোমার কোনো জিনিসকে ভালোবাসা অন্ধ ও বধির বানায়)।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। مفعول به কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। مفعول به কে সংক্ষেপে চেনার উপায় কী?

৩। কখন مَفْعُوْلِ بِه-এর ফে'লকে উহ্য রাখা ওয়াজিব? আলোচনা কর।

৪। تركيب কর : مَسَحَ خَالِدٌ الْوَجْهَ ، قَرَأَ زَيْدٌ الْكِتَابَ

৫। ألف অংশের শব্দগুলো থেকে সঠিক শব্দ চয়ন করে ب অংশের مفعول به এর স্থানটি পূরণ কর এবং حركة দাও :

(ب)	(ألف)
دَرَّسَ الْأُسْتَاذُ	الطلاب / الفاكهة/ النور
شَرِبَ صَالِحٌ	الرز / الماء/ الكتاب
نَصَرَ سَالِمٌ	كريما / السرير / الكتاب
بَاعَ شَهِيْدٌ	بكر / الكلام / الزيت
أَنْفَقَ أَبِي	البكاء / المال / الصوت
قَرَأَ إِبْرَاهِيْمُ	الكرسي / القلم/ الكتاب
رَأَتِ الْأُمُّ	الإبن /الوطن / الساعة

৬। নিচের বাক্যগুলো থেকে مفعول به বের কর :

أَدَى أسامة الحَجَّ ، ذَبَح سَعِيْدٌ البقرَة ، يأكل زيدٌ التفاحَ ، يكتبُ مسعودٌ الرسالةَ ، يبنى تحسين بيتًا .

اَلْفَصْلُ الْعَاشِرُ
اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ (ظَرْفُ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ)

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

صَامَ زَيْدٌ يَوْمَ الْخَمِيْسِ – যায়েদ শুক্রবার রোযা রাখল।

سَافَرَ بَكْرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ – বকর শুক্রবারে সফর করল।

جَلَسَ خَالِدٌ أَمَامَ الْمَسْجِدِ – খালিদ মসজিদের সামনে বসল।

উপরের বাক্যগুলোতে يَوْمَ الْخَمِيْسِ – يَوْمَ الْجُمُعَةِ ও أَمَامَ الْمَسْجِدِ শব্দত্রয় مفعول فيه। কারণ, প্রথম বাক্য صَامَ زَيْدٌ এর সাথে يَوْمَ الْخَمِيْسِ যুক্ত করে زيد কখন রোযা রেখেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্যে سَافَرَ بَكْرٌ -এর সাথে يَوْمَ الْجُمُعَةِ যুক্ত করে بَكْرٌ কখন সফর করেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় বাক্যে جَلَسَ خَالِدٌ এর সাথে أَمَامَ الْمَسْجِدِ যুক্ত করে خالد কোথায় বসেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ এর সংজ্ঞা হল-

اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ هُوَ اِسْمٌ مَا وَقَعَ فِعْلُ الْفَاعِلِ فِيْهِ مِنَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَيُسَمَّى ظَرْفًا.

অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা فعل সংঘটিত হওয়ার সময় বা স্থান বোঝানো হয়, তাকে مَفْعُوْل فِيْه বলে। একে ظرف ও বলে।

অন্য ভাষায় فعل বা কর্মটি 'কোথায়' বা 'কখন' সংঘটিত হল এমন প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই مَفْعُوْل فِيْه

فعل এর সময় বা স্থান বোঝানোর জন্য যদি فِي ব্যবহার করা হয়, তবে তাকে مفعول فيه বলা হয় না বরং جار مجرور বলে। যথা– سَافَرْتُ الشَّهْرَ الْمَاضِي

أَقْسَامُ الْمَفْعُوْل فِيْه

مَفْعُوْل فِيْه দু'প্রকার : যথা–

১। ظَرْفُ الزَّمَانِ : এর সংজ্ঞা হল–

هُوَ كُلُّ اِسْمٍ دَلَّ عَلَى زَمَانِ وُقُوْعِ الْفِعْل مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى " فِـي "

অর্থাৎ এমন প্রত্যেক اسم কে বলে যা فعل সংঘটিত হবার সময় বোঝায়, যা فـي এর অর্থ প্রদান করে। যেমন-

يَوْمٌ ، دَهْرٌ سَاعَةٌ ، حِيْنٌ ، شَهْرٌ ، لَيْلَةٌ ، غُرَّةٌ ، عَشِيَّةٌ ، بُكْرَةٌ ، سَحْرٌ ، اَلْآنَ ، أَبَدًا ، أَمْسِ

২। ظَرْفُ الْمَكَانِ :এর সংজ্ঞা হল–

هُوَ كُلُّ اِسْمٍ دَلَّ عَلَى مَكَانِ وُقُوْعِ الْفِعْلِ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى " فِي "

অর্থাৎ এমন প্রত্যেক اِسْم কে বলে যা فعل সংঘটিত হবার স্থান বোঝায়। যার মধ্যে فِيএর অর্থ থাকে। যেমন-

فَوْقَ ، تَحْتَ ، بَيْنَ ، أَمَام ، خَلْف ، يَمِيْن ، شِمَال ، مَيْل ، فَرْسَخ ، حَوْلَ ، حَيْث .

تَدْرِيْبَاتٌ

১। مَفْعُوْلٌ فِيْه কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। فعل এর সময় এবং স্থানকে যখন حرف جر দ্বারা উল্লেখ করা হয় তখন তাকে কী বলা হয়?

৩। مفعول فيه কত প্রকার ও কী কী?

৪। تركيب কর :

مَاتَ سَعْدٌ يَوْمَ السَّبْتِ ، قَامَ نَعِيْمٌ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، جَلَسَ أَحْمَدُ فَوْقَ الْكُرْسِي

৫। নিচের বাক্যগুলো থেকে مَفْعُوْلٌ فِيْه উল্লেখ কর :

ذَهَبْتُ يَوْمَ السَّبْتِ ، جَلَسْتُ أَمَامَ الْمَدْرَسَةِ ، سَافَرَ زَيْدٌ يَوْمَ الْأَحَد.

اَلْفَصْلُ الْحَادِىْ عَشَرَ
اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ (اَلْمَفْعُوْلُ لِأَجْلِهِ)

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

جِئْتُ الْمَدْرَسَةَ تَحَصُّلاً لِلْعِلْمِ – জ্ঞান অর্জন করতে মাদ্রাসায় এসেছি।

قُمْتُ إِكْرَامًا لِلْأُسْتَاذِ – আমি শিক্ষকের সম্মানার্থে দাঁড়ালাম।

ضَرَبْتُ اللِّصَّ تَأْدِيْبًا – আমি চোরটিকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রহার করলাম।

উপরের বাক্যগুলোর মধ্যে تَحَصُّلاً ، إِكْرَامًا ও تَأْدِيْبًا শব্দগুলো এক একটি মাসদার। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথম বাক্যে جِئْتُ এর সাথে تَحَصُّلًا যুক্ত করে জ্ঞান অর্জনের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে قُمْتُ এর সাথে إِكْرَامًا যুক্ত করে দাঁড়ানোর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় বাক্যে ضَرَبْتُ اللِّصَّ এর সাথে تَأْدِيْبًا যুক্ত করে প্রহারের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহলে বোঝা গেলো تَحَصُّلًا - إِكْرَامًا ও تَأْدِيْبًا মাসদারগুলো দ্বারা **فعل** সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের মাসদারকে اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ এর সংজ্ঞা হল -

اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ مَصْدَرٌ مَنْصُوْبٌ يُذْكَرُ لِبَيَانِ سَبَبِ وُقُوْعِ الْفِعْلِ.

অর্থাৎ যে **مصدر** দ্বারা **فعل** সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়, তাকে **مفعول له** বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, **فعل** কে উল্লেখ করে, 'কেন' দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই হল **مفعول له** । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, **فعل** সংঘটিত করার কারণটি যদি হরফে জার **من** বা **لام** দ্বারা উল্লেখ করা হয়, তখন তাকে **مفعول له** না বলে **جار مجرور** বলে। যথা– ضَرَبْتُ لِلتَّأْدِيْبِ

اَلْعَامِلُ فِي الْمَفْعُوْلِ لَهُ :

সাধারণত فعل ই مَفْعُوْل لَهُ কে نصب প্রদান করে। فعل ছাড়া আরো যেসব عامل (আমেল) مَفْعُوْل لَهُ-কে نصب প্রদান করে তা হল-

১। اَلْمَصْدَرُ : যেমন - اَلْاِرْتِحَالُ طَلَبًا لِلْعِلْمِ وَاجِبٌ (জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ করা ওয়াজিব)।

২। اِسْمُ الْفَاعِلِ : যেমন - سَعِيْدٌ مُسَافِرٌ طَلَبًا لِلْعِلْمِ (মুহাম্মদ জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণকারী)।

৩। اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ : যেমন - أَنْتَ مَغْبُوْنٌ حَسَدًا لَكَ (তুমি হিংসার কারণে আচ্ছন্ন)।

৪। صِيَغُ الْمُبَالَغَةِ : যেমন - أَحْمَدُ شَغُوْفٌ بِالْعِلْمِ رُغبةً فِي التَّفَوُّقِ (আহমাদ ভালো ফলাফলের জন্য জ্ঞানার্জনে রত)।

৫। اِسْمُ الْفِعْلِ : যেমন - حِذَارُ الْمُنَافِقِيْنَ تَجَنُّبًا لِنِفَاقِهِمْ (নিফাকী থেকে দূরে থাকার জন্য মুনাফিক থেকে সাবধান)।

نَوْعُ الْمَصْدَرِ الَّذِيْ يَقَعُ مَفْعُوْلًا لَهُ:

সকল প্রকারের مصدر (মাসদার) مفعول له হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কেবল ঐসব مصدر (মাসদার) مفعول له হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা মনের আগ্রহ, অনুভূতি প্রকাশ করে। আর এসব মাসদারের উল্লেখযোগ্য মাসদার হল-

خَشْيَةً ، رُغْبَة ، إِكْرَاما ، إِحْسَانًا ، حُبًّا ، تَعْظِيْمًا ، اِسْتِبْقَاءً ، نُفُوْرًا ، إِجْلَالًا ، إِكْبَارًا ، طَلَبًا، تَلْبِيَةً، شَوْقًا ، عَوْنًا ، اِعْتَرَافًا ، أَنِفَةً ، حَيَاءً ، تَفَانِيًا ، اِبْتِغَاءً ، خَوْفًا ، طَمْعًا ، حُزْنًا ، رَأْفَةً، شَفَقَةً ، إِنْكَارًا ، اِسْتِحْسَانًا ، اِطْمِئْنَانًا ، رَحْمَةً ، إِعْجَابًا ، إِرْضَاءً ، مُوَاسَاةً ، تَوْبِيْخًا ، زَلَفَةً .

অতএব, নিম্নোক্ত মাসদারগুলো مفعول له হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, সেগুলো মনের সাথে সম্পৃক্ত মাসদার নয়। বরং তা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে জড়িত। যেমন–

دِرَاسَة ، قِرَاءَة ، كِتَابَة ، إِمْلَاقا ، عِلْمًا ، وُقُوْفًا .

এ কারণে বলা যাবে না যে, سَافَرْتُ إِلٰى مِصْر عَلْمًا বরং বলতে হবে–

سَافَرْتُ إِلٰى مِصْر طَلَبًا لِلْعِلْمِ ، أَوْ لِلْعِلْمِ

تَدْرِيْبَاتٌ

১। مفعول له কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। فعل এর কারণটি যদি لام বা من দ্বারা উল্লেখ করা হয়, তবে তাকে কী বলে?

৩। কোন ধরনে মাসদার দ্বারা مفعول له হয় আর কোন ধরনের মাসদার দ্বারা হয় না? উদাহরণসহ লেখ।

৪। কোন্ কোন্ ধরনের مفعول له – عامل এর উপর আমল করে? বর্ণনা দাও।

৫। নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং তা থেকে مفعول له বের কর :

قوله تعالى : "لَوْ أَنْزَلْنَا هذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَه خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ".

وقوله تعالى : "يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُم ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ".

وقوله تعالى : "وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ".

وقوله تعالى : "يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِيْ آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْت".

وقول الْمُتنبي : وَمَنْ يُنْفِقِ السَّاعَاتِ فِي جَمْعِ مَالِه مَخَافَةَ فَقْرٍ فَالَّذِيْ فَعَل الْفَقْر.

৬। ترکیب কর : ضَحِكْتُ فَرْحَا ، بكيت حُزْنًا

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ عَشَرَ
اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

سَافَرْتُ وَزَيْدًا – আমি যায়েদের সাথে সফর করলাম।

جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ – জুব্বার সাথে শীত এসেছে।

বাক্যদুটোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, زيدا – الـجبات শব্দ দুটি **مفعول** হয়েছে এবং সে দুটো একটি (واو) এর পরে এসেছে যার অর্থ হল **مع**। এ ধরনের ইসম হল **مفعول معه**।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ এর সংজ্ঞা হল-

هُوَ اِسْمٌ فُضْلَةٌ مَنْصُوْبٌ بَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ الدَّالَّةُ عَلَى الْمُصَاحَبَةِ (مَعْنَى مَعَ) وَالْمَسْبُوْقَةُ بِجُمْلَةٍ فِيْهَا فِعْلٌ أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَه

অর্থাৎ এমন اسم কে **مفعول فيه** বলে, যা **مع** অর্থে ব্যবহৃত **واو** এর পর ব্যবহৃত হয়। তার পূর্বে এমন একটি বাক্যে যাতে **فعل** বা তার স্থলাভিষিক্ত কোনো শব্দ উল্লেখ থাকে।

اَلْعَامِلُ فِي الْمَفْعُوْلِ مَعَهُ : সাধারণত **مفعول معه** ই **فعل** কে **نصب** প্রদান করে। **فعل** ছাড়া আরো যেসব আমেল **مفعول معه**-কে **نصب** প্রদান করে তা হল-

১। **اَلْمَصْدَرُ** : যেমন- يَسُرُّنِي حُضُوْرُكَ وَالْأُسْرَةَ (পরিবারসহ তোমার উপস্থিতি আমাকে খুশী করেছে)।

২। **اِسْمُ الْفَاعِلِ**: যেমন - اَلرَّجُلُ سَائِرٌ وَالنَّهْرَ (লোকটি নদীর সাথে ভ্রমণকারী)।

৩. **اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ** : যেমন - اَلنَّاجِحُوْنَ مُكَرَّمُوْنَ وَأَوْلِيَاءَهُمْ (সফল ব্যক্তিগণ বন্ধুদেরসহ সম্মানিত হয়)।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। مفعول معه কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। কোন্ কোন্ ধরনের عامل- مفعول معه এর উপর আমল করে? বর্ণনা দাও

৩। নিচের বাক্যগুলো পড়ো এবং তা থেকে مفعول معه বের কর।

مَشَيْتُ وَالْفَجْرَ، اِشْتَرَكَ الْمُعَلِّمُ وَ الطُّلَّابَ فِي شَرْحِ الدَّرْسِ، سَافَرَ وَالِدِيْ وَطُلُوْعَ الْفَجْرِ، سِرْتُ وَشَاطِئَ الْبَحْرِ، أَنَا سَائِرٌ وَالرَّصِيفَ، عُمَرٌ مُكْرِمٌ وَأَخَاهُ، بَاعَ الفَلاَّحُ الشَّعِيرَ وَالقَمْحَ، ذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَطُلُوعَ الفَجْرِ، عَجِبْتُ مِنْكَ وَزَيْداً

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ عَشَرَ

اَلْحَالُ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

خَرَجَ خَالِدٌ ضَاحِكًا – খালিদ হাসতে হাসতে বের হল।

وَجَدْتُ التِّلْمِيْذَ قَارِئًا – আমি ছাত্রটিকে পড়া অবস্থায় পেলাম।

لَقِيْتُ سَعِيْدًا بَاكِيَيْنِ – আমি সাঈদের সাথে উভয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় সাক্ষাৎ করলাম।

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, بَاكِيَيْنِ ও قَارِئًا - ضَاحِكًا শব্দ দ্বারা কারো না কারো অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বাক্যে خَرَجَ خَالِدٌ এর সাথে ضَاحِكًا যুক্ত করে خالد এর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। خالد শব্দটি বাক্যে فاعل।

দ্বিতীয় বাক্যে وَجَدْتُ التِّلْمِيْذَ এর সাথে قَارِئًا যুক্ত করে التِّلْمِيْذَ এর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। التلميذ শব্দটি বাক্যে مفعول به

তৃতীয় বাক্যে لَقِيْتُ سَعِيْدًا এর সাথে بَاكِيَيْنِ যুক্ত করে ت ও سعيد এর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বাক্যে ت হল فاعل এবং سعيد হল مفعول به। এ ধরনের অবস্থা বর্ণনা করার নাম حال।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ اَلْـحَالِ

حَالٌ শব্দটি একবচন। বহুবচনে أَحْوَالٌ ; এর অর্থ হল, অবস্থা, ক্ষেত্র ইত্যাদি। পরিভাষায় -

اَلْحَالُ مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُوْلِ بِهِ لَفْظًا وَمَعْنًى

অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা فَاعِلٌ অথবা مَفْعُوْلٌ بِهِ অথবা فاعل ও مفعول به উভয়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয় তাকে حَال বলা হয়। আর যার অবস্থা বর্ণনা করা হয় তাকে ذو الحال বলা হয়।

حُكْمُ الْحَالِ

ذو الحال টি معرفة হয়। حال সব সময় اِسْمُ مُشْتَق ও نكرة হয় এবং ذو الحال শব্দটি সাধারণত حال এর অনুকরণ করে। অর্থাৎ ذو الحال যদি واحد হয় তবে حال ও واحد হয়। تثنية হলে হালও تثنية হয়, جمع হলে হালও جمع হয়, مذكر হলে হালও مذكر হয় এবং مؤنث হলে হালও مؤنث হয়।

حال টা جملة ও হতে পারে কখনো কখনো ঐ جملة এর পূর্বে একটি واو আসে। যে واو টিকে واو حالية বলা হয়। যথা– خَرَجَ خَالِدٌ وَهُوَ ضَاحِكٌ

تَدْرِيْبَاتٌ

১। حال ও ذو الحال কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। حال ও ذو الحال টি সাধারণত কী হয়ে থাকে?

৩। حال টি কী বিষয়ে ذو الحال এর অনুকরণ করে?

৪। الف অংশে উল্লিখিত শব্দসমূহ দ্বারা ب অংশের حال এর স্থানটি পূরণ কর এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর।

(ب)	(ألف)
وَجَدْتُ الطَّبِيْبَ	(مسافر)
خَرَجَ الطُّلَّابُ	(ضاحك)
جَاءَ الرَّجُلَانِ	(راكب)
دَخَلَتْ فَاطِمَةُ	(حزين)
خَرَجَتِ الطَّالِبَاتُ	(مسرع)

৫। وَجَدْتُ الْأُسْتَاذَ جَالِسًا ، جَاءَ خَالِدٌ مُسْرِعًا : تركيب কর

اَلْفَصْلُ الرَّابِعُ عَشَرَ

اَلْمُسْتَثْنٰى

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

قَرَأَ الطُّلَّابُ إِلَّا نَعِيْمًا – নাঈম ছাড়া সব ছাত্র পড়ল অর্থাৎ নাঈম পড়েনি।

مَا حَضَرَ الطُّلَّابُ إِلَّا نَعِيْمًا – নাঈম ছাড়া সব ছাত্র অনুপস্থিত অর্থাৎ নাঈম উপস্থিত হয়েছে।

أَكَلَ الطُّلَّابُ غَيْرَ نَعِيْمٍ – নাঈম ছাড়া সব ছাত্র খেলো অর্থাৎ নাঈম খায়নি।

سَافَرَ الطُّلَّابُ سِوَى نَعِيْمٍ – নাঈম ছাড়া সকল ছাত্র সফর করল অর্থাৎ নাঈম সফর করেনি।

سَافَرَ الطُّلَّابُ حَاشَا نَعِيْمٍ – নাঈম ছাড়া সকল ছাত্র সফর করল অর্থাৎ নাঈম সফর করেনি।

উপরের বাক্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বক্যের إِلَّا – غَيْرَ– سِوَى – حَاشَا এর পূর্বের অংশ (প্রথম অংশ) ইতিবাচক অর্থ প্রদান করেছে কিন্তু বর্ণিত হরফগুলোর পরের অংশ নেতিবাচক অর্থ প্রদান করেছে। এ ধরনের নির্দিষ্ট হরফ ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো বিষয়কে আলাদা করে বোঝানোর নাম اِسْتِثْنَاءٌ

১ম বাক্যে قرأ الطلاب কথাটা ছিল হ্যাঁ-বোধক, إلا যুক্ত করে কথাটাকে তার পরের জন্যে না বোধক করা হয়েছে। অর্থাৎ নাঈম পড়েনি।

২য় বাক্যে مَا حَضَرَ الطُّلَّابُ কথাটি ছিল না বোধক, إلا যুক্ত করে কথাটাকে তার পরের জন্যে হ্যাঁ বোধক করা হয়েছে। অর্থাৎ নাঈম উপস্থিত হল।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ الْمُسْتَثْنٰى

مُسْتَثْنٰى শব্দটি اَلْاِسْتِثْنَاءُ মাসদার থেকে নির্গত। এর অর্থ হল পৃথককৃত, যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল-

اَلْمُسْتَثْنٰى لَفْظٌ يُذْكَرُ بَعْدَ إِلاَّ وَأَخَوَاتِهَا لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلٰى مَا قَبْلَهَا.

অর্থাৎ مُسْتَثْنٰى এমন শব্দকে বলা হয় যাকে إلا ও তার সমগোত্রীয় শব্দের পরে এ কথা বোঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয় যে, তার পূর্ববর্তী শব্দের সাথে যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা তার নিজের সাথে সম্বন্ধীয় নয়।

অন্যভাবে বলা যায়, أَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ সমূহ দ্বারা যে শব্দটিকে তাদের পূর্বের حُكْم থেকে (অর্থাৎ হ্যাঁ বা না থেকে) বাদ দেওয়া হয়, তাকে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এবং যা থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাকে مُسْتَثْنٰى বলে।

أَدَاةُ الْاِسْتِثْنَاءِ

اِسْتِثْنَاءِ-এর হরফ হল–

لاَ يَكُوْنُ ও لَيْسَ – مَا عَدَا – مَا خَلاَ – عَدَا – خَلاَ – حَاشَا – سِوَى – غَيْر – إِلاَّ

مُسْتَثْنٰى-এর প্রকারভেদ : مُسْتَثْنٰى দু প্রকার। যথা–

১। مُسْتَثْنٰى مُتَّصِل

২। مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِع

নিচের বাক্য দুটির প্রতি লক্ষ্য কর :

حَضَرَ الرِّجَالُ إِلاَّ خالدًا – লোকেরা উপস্থিত হল কিন্তু খালিদ উপস্থিত হয়নি।

وَصَلَ الطُّلاَّبُ إِلاَّ كُتُبَهم – ছাত্ররা পৌছেছে কিন্তু তাদের বইপত্র পৌছেনি।

উপরের বাক্য দুটিতে الطُّلاَّبُ ও الرجال শব্দদ্বয় হল مستثنى منه এবং خالد ও كتب শব্দদ্বয় হল مستثنى কিন্তু ১ম বাক্যে رجال ও خالد একই প্রকৃতির অর্থাৎ মানুষ। ২য় বাক্যে طلاب ও كتب একই প্রকৃতির নয় অর্থাৎ একটি হল ছাত্র এবং অপরটি হল বই।

مستثنى منه ও مستثنى যখন একই প্রকৃতির হয়, তখন مستثنى কে مستنثى متصل বলে এবং দুটি যখন দু প্রকৃতির হয়, তখন مستثنى কে مستثنى منقطع বলে। তাহলে خالدا হল مستثنى متصل এবং كتب হল مستثنى منقطع

إِعْرَابُ الْمُسْتَثْنٰى

১। مستثنى منه টি যদি উল্লেখ থাকে এবং أداة الاستثناء টি إلا হয়, তাহলে অধিকাংশ সময়ই مستثنى টি منصوب হবে। যথা–جَاءَ الْقَوْمُ إِلاَّ خَالِدًا

২। مستثنى منه টি যদি উল্লেখ না থাকে এবং اداة الاستثناء টি إِلَّا হয়, তাহলে مستثنى টি পূর্বের عامل অনুসারে কখনো مرفوع কখনো منصوب এবং কখনো مجرور হয়। যথা–

وَمَا نَظَرْتُ إِلَّا إِلَى زَيْدٍ ، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْدًا ، مَا جَاءَ إِلَّا زَيْدٌ.

৩। أداة الاستثناء টি যদি عدا - خلا - ما عدا - ما خلا - ليس ও لا يكون হয়, তাহলে مستثنى টি منصوب হয়। যথা– جَاءَ الطُّلاَّبُ إلاَّ خَالِدًا

৪। أداة الاستثناء টি যদি غير - سوى ও حاشا হয়, তাহলে مستثنى টি مجرور হয়।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। أداة الاستثناء কয়টি ও কী কী? লেখ।

২। مستثنى কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩। مستثنى এর إعراب কী? উদাহরণসহ লেখ।

৪। مستثنى কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৫। নিচের বাক্যগুলোতে কোনটি কোন প্রকারের مستثنى উল্লেখ কর :

شَرِبَتِ الدَّوَابُّ إلا دَابَّةً ، أكل الأصدقاء إلا سَعِيْدًا ، وصل الطلاب إلا كُتُبَهُمْ ، وصل المسافرون إلا حَقَائِبَهُمْ ، جاء القوم إلا دوابهم ، رأيتُ الطلاب إلا شفيقا ، ماجاء إلا عالمًا .

৬। ألف অংশের শব্দগুলোর দ্বারা ب অংশের শূণ্যস্থান পূরণ কর এবং اعراب প্রদান কর :

(ب)	(الف)
أَخَذْتُ الْكُتُبَ غَيْر	كتاب
غَابَ الطُّلاَّبُ إلا	سعيد
سَافَرَ الْمُدَرِّسُوْنَ إلا	مدرسان
لَعِبَ الّلاعِبُوْنَ سِوَى	نعيم

اَلْفَصْلُ الْخَامِسُ عَشَرَ

اَلتَّمْيِيْزُ

(ألف)	(ب)
১। اِشْتَرَيْتُ لِتْرَيْنَ	اِشْتَرَيْتُ لِتْرَيْنِ زَيْتًا
আমি দু' লিটার খরিদ করলাম।	আমি দু' লিটার তৈল খরিদ করলাম।
২। بِعْتُ مَنَوَيْنِ	بِعْتُ مَنَوَيْنِ رُزًّا
আমি দু' মণ বিক্রি করলাম।	আমি দু' মণ চাউল বিক্রি করলাম।
৩। عِنْدِيْ ذِرَاعٌ	عِنْدِيْ ذِرَاعٌ ثَوْبًا
আমার নিকট এক গজ আছে।	আমার নিকট এক গজ কাপড় আছে।
৪। اِشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ	اِشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ كِتَابًا
আমি ১৫ টি খরিদ করলাম।	আমি ১৫ টি বই খরিদ করলাম।
৫। كَمْ عِنْدَكَ ؟	كَمْ قَلَمًا عِنْدَكَ ؟
তোমার নিকট কতটি আছে?	তোমার নিকট কতটি কলম আছে?
৬। كَمْ عِنْدَكَ ؟	كَمْ فُلُوْسًا عِنْدَكَ؟
তোমার নিকট কত আছে?	তোমার নিকট কত পয়সা আছে?
৭। اِشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا	اِشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا قَمِيْصًا
আমি এত এত খরিদ করলাম।	আমি এত এত জামা খরিদ করলাম।

ألف অংশের বাক্যগুলোতে চিহ্নিত শব্দগুলো দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তা আমাদের নিকট অস্পষ্ট। যেমন– لترين দ্বারা দু' লিটার কী? منوين দ্বারা দু' মণ কী? ذراع দ্বারা এক গজ কী? خمسة عشر দ্বারা ১৫ টি কী? ১ম كم দ্বারা কিসের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে? ২য় كم দ্বারা কিসের আধিক্য বোঝানো হয়েছে? এবং كذا وكذا (এত এত) দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে কিছুই আমাদের নিকট স্পষ্ট নয়। কিন্তু ب অংশের বাক্যসমূহে চিহ্নিত শব্দগুলো হল تميز যা উল্লিখিত অস্পষ্টতাকে দূর করে দিয়েছে।

অর্থাৎ لترين দ্বারা দু' লিটার তৈল, منوين দ্বারা দু' মণ চাউল, ذراع দ্বারা এক গজ কাপড়, خمسة عشر দ্বারা ১৫টি বই, প্রথম كم দ্বারা কলমের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, দ্বিতীয় كم দ্বারা পয়সার আধিক্য বোঝানো হয়েছে এবং كذا وكذا দ্বারা জামা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাহলে বোঝা গেলো, قَمِيْصًا ও فُلُوْسًا ، قَلَمًا ، كِتَابًا ، ثَوْبًا، رُزًّا، زَيْتًا শব্দসমূহ দ্বারা যথাক্রমে لِتَرَيْنِ ، مَنَوَيْنِ ، ذِرَاعٌ ، خَمْسَةَ عَشَرَ ، كَمْ ، كَمْ ও كَذَا وَكَذَا শব্দগুলোর অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।

আবার লক্ষ্য কর–

(ألف)	(ب)
حَسُنَ خَالِدٌ	حَسُنَ خَالِدٌ خُلُقًا
খালিদ সুন্দর।	খালিদ চরিত্রের দিক থেকে সুন্দর।
كَرِيْمٌ أَكْثَرُ مِنْ بَكْرٍ	كَرِيْمٌ أَكْثَرُ مِنْ بَكْرٍ مَالًا
করিম বকরের চেয়ে অধিক।	করিম বকরের চেয়ে সম্পদের দিক থেকে অধিক।

ألف অংশের প্রথম বাক্যে حَسُنَ خَالِدٌ কথাটা অস্পষ্ট। কারণ খালিদ কোনো দিক থেকে সুন্দর তা উল্লেখ নেই। চেহারার দিক থেকে? না চরিত্রের দিক থেকে? না অন্য কোনো দিক থেকে?

কিন্তু ب অংশের বাক্যগুলোতে خلقا ও مالا শব্দদ্বয় পূর্বের অস্পষ্টতাকে দূর করে দিয়েছে। অর্থাৎ খালেদ চরিত্রের দিক থেকে সুন্দর এবং করিম বকর অপেক্ষা সম্পদের দিক থেকে অধিক। তাহলে বোঝা গেলো حسن ও خالد এর মাঝে এবং كريم ও أكثر এর মাঝে সৃষ্ট অস্পষ্টতাকে خلقا ও مالا শব্দদ্বয় দূর করে দিয়েছে।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ التَّمْيِيْزِ

اَلتَّمْيِيْزُ শব্দটি ميز শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ হল, দূর করা, বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি। পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল-

اَلتَّمْيِيْزُ نَكِرَةٌ جَامِدَةٌ تُزِيْلُ إِبْهَامَ مَا قَبْلَهَا

অর্থাৎ যে শব্দ তার পূর্বের إبهام তথা অস্পষ্টতাকে দূর করে দেয়, তাকে تمييز বলে এবং যার অস্পষ্টতাকে দূর করা হয়, তাকে مُمَيَّزٌ বলে।

تمييز যেসব বিষয়ের অস্পষ্টতা দূর করে :

সাধারণত تَمْيِيْزٌ যে সমস্ত বিষয় থেকে إبهام তথা অস্পষ্টতাকে দূর করে তা নিম্নরূপ–

১। ওজন তথা পরিমাপ বোঝায় এমন শব্দ এর অস্পষ্টতা দূর করে। যথা–

لِيْتَر ، سِيْر ، مَنٌّ، قَفِيْزٌ، رِطْلٌ ، مُد ، صَاعٌ

যথা– عِنْدِيْ مَنَوَانٌ رُزًّا (আমার নিকট এক মন চাল আছে)

২। পরিমাপ বোঝায় এমন শব্দসমূহ থেকে অস্পষ্টতা দূর করে। যথা– ذراع – متر যথা–

اِشْتَرَيْتُ ذِرَاعَيْنِ ثَوْبًا (আমি দুই গজ কাপড় ক্রয় করেছি)।

৩। সংখ্যা থেকে অস্পষ্টতা দূর করে । যথা–

اِشْتَرَيْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كِتَابًا (আমি তেরটি বই ক্রয় করেছি)।

৪। كَمْ اَلْاِسْتِفْهَامِيَّةُ থেকে অস্পষ্টতা দূর করে । যথা–

كَمْ كِتَابًا عِنْدَكَ (তোমার নিকট কয়টি বই আছে?)

৫। كَمْ اَلْخَبَرِيَّةُ থেকে অস্পষ্টতা দূর করে । যথা–

كَمْ طُلَّابٍ فِيْ هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ (এই মাদরাসায় কত শিক্ষার্থী)।

৬। كَذَا وَكَذَا থেকে অস্পষ্টতা দূর করে । যথা–

اِشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذا كِتَابًا (আমি এত এত বই ক্রয় করেছি)।

৭। فعل ও فَاعِلٌ এর মাঝে সৃষ্ট অস্পষ্টতাকে দূর করে। যথা–

طَالَ سَعِيْدٌ عُمْرًا (বয়স হিসেবে সাঈদ লম্বা হয়েছে)।

৮। اِسْمُ التَّفْضِيْلِ এর মাঝে সৃষ্ট অস্পষ্টতাকে দূর করে। যথা–

خَالِدٌ أَكْبَرُ مِنْ نَعِيْمٍ عُمْرًا (বয়সের দিক থেকে খালেদ নাঈমের চেয়ে বড়)।

إِعْرَابُ التَّمْيِيْزِ :

১। ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যার تَمْيِيْز সর্বদা مَجْرُوْرٌ হয়।

২। ১০০ ও ১০০০ এর تَمْيِيْز সর্বদা مَجْرُوْرٌ হয়।

৩। كم الخبرية এর تَمْيِيْز সর্বদা مَجْرُوْرٌ হয়।

أَقْسَامُ التَّمْيِيْزِ :

تَمْيِيْز দু প্রকার : যথা–

১। تَمْيِيْز نِسْبَة أَو جُمْلَة : এ প্রকারের تمييز কে مَلْحُوْظ ও বলা হয়। এ প্রকারের تمييز হল তা যা বাক্যের অস্পষ্টতা দূর করে।

যেমন- আল্লাহর বাণী : وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا (আমরা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি)।

২। تَمْيِيْز ذَات أَو مُفْرَدْ : এ প্রকারের تمييز কে مَلْفُوْظ ও বলা হয়। এ প্রকারের تمييز হল তা যা শব্দের অস্পষ্টতা দূর করে।

যেমন- আল্লাহর বাণী : رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا (আমি এগারোটি নক্ষত্রকে দেখেছি)।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। تمييز ও مميز কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। تمييز কোনো কোনো বিষয় থেকে অস্পষ্টতা দূর করে। উদাহরণসহ লেখ।

৩। تمييز কয় প্রকার উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৪। تمييز এর إعراب কী? লেখ।

৫। নিচের শব্দসমূহের অস্পষ্টতাকে সঠিক تمييز ব্যবহার করে দূর কর :

ا. اِشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ ....

ب. وَجَدْتُ كَذَا وَكَذَا ....

ج. اِشْتَرَيْتُ ذِرَاعَيْنِ ....

د. كَمْ .... فِيْ حَقِيْبَتِكَ ؟

ه. عِنْدِيْ رَطْل ....

৬। নিচের বাক্যগুলো থেকে تمييز বের কর :

عِنْدِيْ خَمْسَةَ عَشَرَ كِتَابًا، وَكَانُوْا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً، أَخُوْكَ أَحْسَنُ مِنْكَ خُلُقاً ، رَفِيْقٌ أَغْزَرُ مِنْكَ عِلْماً ، أَكْرِمْ بِمَسْعُوْدٍ عَالِمًا ، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً

১২ প্রকার منصوبات-এর ৮ প্রকার সম্পর্কে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। বাকী ৪ প্রকারের منصوبات সম্পর্কে مرفوعات-এর সাথে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হল-

اَلتَّاسِعُ : اِسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا (الحروف المشبهة بالفعل)

اَلْعَاشِرُ : خَبَرُ إِنَّ وَ أَخَوَاتِهَا (الأفعال الناقصة)

اَلْحَادِيْ عَشَرَ: خَبَرُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ (الأحرف المشبهة بليس)

اَلثَّانِي عَشَر : اِسْمُ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ

اَلْفَصْلُ السَّادِسُ عَشَرَ

اَلْمُضَافُ إِلَيْهِ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ – বিচার দিনের মালিক।

كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ – তোমার রব হস্তীবাহিনীর সাথে কী আচরণ করেছেন?

هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ – তিনিই গায়েব ও হাযির সম্পর্কে জ্ঞাত।

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, يَوْمِ الدِّينِ - رَبُّكَ - أَصْحَابِ الْفِيلِ ও عَالِمُ الْغَيْبِ-এর প্রত্যেকটিতে দুটি ইসম একটি অপরটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে। এরূপ সম্বন্ধকে আরবিতে إضافة বলে। يَوْمُ শব্দটি الدِّينِ-এর সাথে, رب শব্দটি ك এর সাথে, أَصْحَابٌ শব্দটি الفيل এর সাথে এবং عَالِمٌ শব্দটি اَلْغَيْبُ এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে।

এভাবে যাকে সম্বন্ধ যুক্ত করা হয়, তাকে مُضَافٌ এবং যার সাথে সম্বন্ধ করা হয়, তাকে مُضَافٌ إِلَيْهِ বলে। তাহলে বোঝা গেলো, يَوْمُ ؛ رب ؛ أَصْحَابٌ ও عالم শব্দসমূহ مضاف এবং الدِّينِ ؛ ك؛ الفيل ও الغيب শব্দসমূহ مُضَافٌ إِلَيْهِ বলে। مُضَافٌ إِلَيْهِ আরবি বাক্যে مَجْرُوْرَاتٌ-এর অন্তর্ভুক্ত।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ الْإِضَافَةِ

الْإِضَافَةِ শব্দটি বাবে إفعال-এর মাসদার। এর অর্থ হল, সম্বন্ধ স্থাপন করা, সম্পর্ক সৃষ্টি করা। এর সংজ্ঞা হল–

هِيَ تَعَلُّقُ كَلِمَةٍ بِكَلِمَةٍ أُخْرٰى بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى

অর্থাৎ কোনো শব্দকে অন্য শব্দের সাথে প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য হরফে জারের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থাপন করাকে إضافة বলে।

مضاف ও مضاف إليه চেনার সহজ পদ্ধতি :

১। আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সময় দুটি শব্দের মাঝে 'র' অথবা 'এর' আসলে বুঝতে হবে শব্দ দুটির মাঝে إضافة এর সম্পর্ক রয়েছে। এদের একটি مضاف এবং অপরটি مضاف إليه।

২। আরবি ভাষায় مضاف প্রথমে এবং مضاف إليه পরে আসে; কিন্তু বাংলা ভাষায় مضاف إليه প্রথমে এবং مضاف পরে আসে।

(ألف)		(ب)	
مضاف + مضاف إليه		مضاف + مضاف إليه	
اَلْعَيْن	دُمُوْع	চোখের	পানি
الشَّجَرَةِ	وَرَقٌ	গাছের	পাতা
الْمَاء	سَمَكٌ	পানির	মাছ

أَقْسَامُ الْإِضَافَةِ :

إِضَافَةٌ দু'প্রকার। যথা–

১। اَلْإِضَافَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ ও ২। اَلْإِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ

مضاف টি যখন اِسْمُ جَامِدٍ হয় তখন إضافة টিকে إِضَافَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ বলা হয়। যেমন-

قَلَمُ خَالِدٍ (খালেদের কলম)।

আর مضافটি যখন اِسْمُ مُشْتَق হয় অর্থাৎ صيغة বা اسم فاعل – اسم مفعول – صفة مشبهة المبالغة হয় তখন إضافة টিকে إِضَافَةٌ لَفْظِيَّةٌ বলে। যেমন– قَارِئُ الْقُرْآنَ (কুরআনের পাঠক)।

فَوَائِدُ الْإِضَافَةِ :

১। إِضَافَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ এর মাঝে مضاف إليهটি যদি معرفة হয় তখন مضاف টি معرفة হয়ে যায়। যথা– كتابُ خالدٍ (খালেদের বই)।

২। আর مضاف إليه টি যদি نكرة হয় তখন مضاف টি خاص হয়ে যায়। অর্থাৎ অনেকটা معرفة এর মতো হয়ে যায়। যথা– ثَوْبُ رَجُلٍ (পুরুষের কাপড়)।

৩। مضاف কে تنوين যুক্ত করে শুধু উচ্চারণে সহজ করাই إِضَافَةٌ لَفْظِيَّةٌ এর উদ্দেশ্য। যথা– نَاصِرُ زيدٍ (মূলে ছিল نَاصِرٌ زَيْدًا)। (যায়েদের সাহায্যকারী)।

৪। إِضَافَةٌ لَفْظِيَّةٌ তে مضاف এর সাথে কখনো কখনো ال যুক্ত হয়।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। إضافة – مضاف ও مضاف إليه কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। مضاف ও مضاف إليه চেনার সহজ পদ্ধতি কী? লেখ।

৩। বাংলা ও আরবি ভাষায় مضاف ও مضاف إليه এর অবস্থান নির্ণয় কর।

৪। إضافة কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৫। مضاف ও مضاف إليه এর أحكام কি কি? লেখ।

৬। ألف অংশের শব্দগুলোর সাথে ب অংশের উপযুক্ত শব্দ মিলিয়ে إضافة গঠন কর :

(ب)	(الف)	(ب)	(ألف)
اللحم	نجم	المسجد	تراب
المدرسة	طالب	البحر	إمام
السماء	ثمن	الأرض	سمك

৭। নিজের থেকে ৫টি বাক্য তৈরি কর যাতে مضاف ও مضاف إليه রয়েছে।

اَلْفَصْلُ السَّابِعُ عَشَرَ
مَـجْرُوْرٌ بِحُرُوْفِ الْـجَرِّ

حُرُوْفُ الْـجَرِّ মোট ১৭টি। যথা–

بَاء ، تَاء، كَاف، لَام ، وَاو ، مُنْذُ ، مُذْ ، خَلَا ، رُبَّ ، حَاشَا ، مِنْ ، عَدَا ، فِـي ، عَنْ ، عَلٰى ، حَتّٰى ، إِلٰى.

এ حرف তথা অব্যয়গুলো اسم এর পূর্বে এসে اسم কে جر প্রদান করে। যথা–

১। كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ – (আমি কলম দ্বারা লিখলাম)।

২। تَاللهِ لَا أَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَبَدًا – (আল্লাহর শপথ! আমি কখনো সালাত ছাড়ব না)।

৩। زَيْدٌ كَالْأَسَدِ – (যায়েদ সিংহের মতো)।

৪। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ – (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে)।

৫। وَاللهِ لَا أَغِيْبُ عَنِ الْمَدْرَسَةِ – (আল্লাহর শপথ! আমি মাদ্রাসা থেকে অনুপস্থিত থাকব না)।

৬। ذَهَبَ خَالِدٌ إِلَى الْمَدْرَسَةِ – (খালিদ মাদ্রাসায় গেল)।

৭। قَرَأْتُ الْكِتَابَ حَتَّى الْخَاتِمَةِ – (আমি বইটি উপসংহারসহ পড়লাম)।

৮। جَلَسْتُ عَلَى الْكُرْسِيِّ – (আমি চেয়ারের উপর বসলাম)।

৯। دَخَلَ الطَّالِبُ فِي الصَّفِّ – (ছাত্রটি শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করল)।

১০। لَا أَعْرِفُ عَنْ خَالِدٍ – (আমি খালিদ সম্পর্কে জানি না)।

১১। خَرَجَ سَعِيْدٌ مِنَ الْغُرْفَةِ – (সাঈদ রুম থেকে বের হয়ে গেল)।

১২। مَا رَأَيْتُ نَعِيْمًا مُذْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ – (আমি নাঈমকে শুক্রবার থেকে দেখিনি)।

১৩। هُوَ غَائِبٌ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ – (সে তিন দিন যাবৎ অনুপস্থিত)।

১৪। رُبَّ مُسْلِمٍ لَا يَعْرِفُ عَنِ الْإِسْلَامِ – (অনেক মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে জানে না)।

১৫। حَضَرَ الطُّلَّابُ حَاشَا نَعِيْمٍ – (নাঈম ছাড়া সব ছাত্র উপস্থিত হল)।

১৬। حَضَرَ الطُّلَّابُ عَدَا نَعِيْمٍ – (নাঈম ছাড়া সব ছাত্র উপস্থিত হল)।

১৭। حَضَرَ الطُّلَّابُ خَلَا نَعِيْمٍ – (নাঈম ছাড়া সব ছাত্র উপস্থিত হল)।

(حاشا – عدا ও خلا এ তিনটি শব্দ أداة الاستثناء হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে)

حرف الجر ও مجرور মিলে তার পূর্বে উল্লিখিত فعل বা شبه الفعل এর সাথে متعلق হয়। فعل বা شبه الفعل উল্লেখ না থাকলে সাধারণত كائن - ثابت বা موجود একটি গোপন شبه الفعل এর সাথে متعلق করতে হয়। যথা– الحمد لله অর্থাৎ الحمد ثابت لله

تَدْرِيبَاتٌ

১। حرف جار কয়টি ও কী কী? লেখ।

২। নিচের বাক্যগুলো থেকে حرف جار খুঁজে বের কর :

قوله تعالى : وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى هَدَانَا لِهٰذَا، وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ، وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْك وَلِيًا، وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. وقولك : جِئْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، خَالِدٌ ذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ. ذَهَبْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ.

৩। حرف جار ব্যবহার করে ৫টি বাক্য তৈরি কর।

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ

اَلْحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ وَ غَيْرُ الْعَامِلَةِ

হরফে 'আমেলা ও গাইরে 'আমেলাসমূহ

আরবি ভাষায় ব্যবহৃত معرب শব্দের শেষাক্ষরে رفع ، نصب ও جر হওয়ার ক্ষেত্রে তিন প্রকারের عامل (اسم، فعل وحرف) কাজ করে। এই তিন প্রকারের মধ্যে حرف একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দখল করে আছে। অর্থাৎ আরবিতে حرف -এর সংখ্যা অনেকগুলো। যেগুলোকে একত্রে حُرُوْفٌ مَعَانِيَةٌ বলে। এ حرف গুলো দু প্রকার। যথা–

১। اَلْـحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ (আমলকারী হরফসমূহ) ও

২। اَلْـحُرُوْفُ غَيْرُ الْعَامِلَةِ (আমল নাকারী হরফসমূহ)।

اَلْفَصْلُ الأَوَّلُ : اَلْـحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ

اَلْـحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে عوامل সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। عوامل শব্দটি বহুবচন। একবচনে عامل; এর অর্থ হল, কর্তা, যিনি কাজ করেন। পরিভাষায়, যার কারণে (اسم، فعل وحرف) শব্দের শেষাক্ষরের إعراب পরিবর্তিত হয়, তাকে عوامل বলে।

عامل প্রধানত দু প্রকার । যথা–

১। اَلْعَامِلُ اللَّفْظِيُّ যেমন- فِـي (فِـي الْبَيْتِ)

২। اَلْعَامِلُ الْمَعْنَوِيُّ যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ

১. اَلْعَامِلُ اللَّفْظِي : বাক্যে عَامِلٌ যদি দৃশ্যমান থাকে, তবে তাকে اَلْعَامِلُ اللَّفْظِيُّ বলে। যেমন- زَيْدٌ فِي الْبَيْتِ (যায়েদ ঘরে)। এ বাক্যে اَلْبَيْتِ-কে كَسْرَة প্রদানকারী عامل হল فِي শব্দ। এটি বাক্যে দৃশ্যমান রয়েছে।

২. اَلْعَامِلُ الْمَعْنَوِيُّ : বাক্যে عَامِلٌ যদি অদৃশ্যমান হয়, তবে তাকে اَلْعَامِلُ الْمَعْنَوِيُّ বলে। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দন্ডায়মান)। এ বাক্যে زيد-কে ضمة প্রদানকারী عامل দৃশ্যমান নয়। কারণ তা مبتدأ হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে। নাহুবিদদের মতে مبتدأ এর عامل হচ্ছে اِبْتِدَاء

اَلْعَامِلُ الْمَعْنَوِيُّ দুটি। যথা–

১। اَلْاِبْتِدَاءُ তথা মুবতাদার আমেল।

২। اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর আমেল। অর্থাৎ, فِعْل مُضَارِعْ সকল প্রকার প্রকাশ্য আমেল থেকে মুক্ত হওয়া।

اَلْعَامِلُ اللَّفْظِيُّ-এর প্রকারভেদ : اَلْعَامِلُ اللَّفْظِيُّ গঠনগতভাবে দু'প্রকার। যথা–

১। اَلسَّمَاعِي এটি মোট ৯১টি।

২। اَلْقِيَاسِيْ এটি মোট ৭টি।

اَلْعَوَامِلُ السَّمَاعِيُّ মূলত তিন ধরনের হয়। যথা–

১। اَلْحُرُوفُ মোট ৪১টি।

২। اَلْأَفْعَالُ মোট ২৮।

৩। اَلْأَسْمَاءُ মোট ২২টি।

সর্বমোট ১০০টি আমেল।
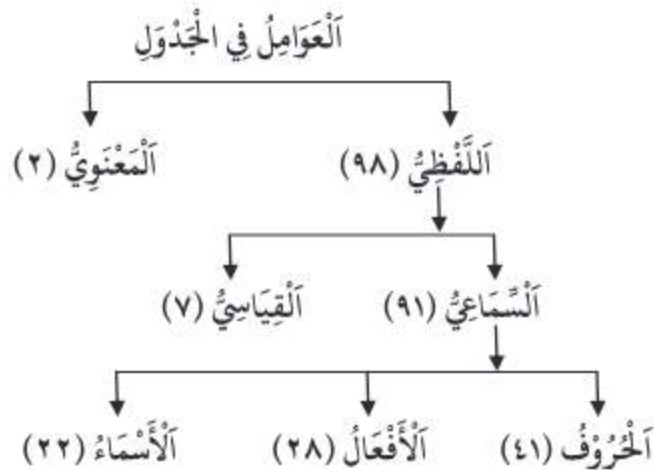
اَلْحُرُوْفِ الْعَامِلَةِ-এর প্রকার : اَلْحُرُوْفِ الْعَامِلَةِ চার ভাগে বিভক্ত। যথা–

١- اَلْحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ فِي الْجَرِّ

٢- اَلْحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ فِي النَّصبِ

٣- اَلْحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ فِي الرَّفعِ

٤- اَلْحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ فِي الْجَزمِ

এসব হরফ কখনও اسم এর পূর্বে কখনও فعل এর পূর্বে আবার কখনও اسم ও فعل উভয়ের পূর্বে এসে আমল করে।

اَلنَّوْعُ الْأَوَّلُ : اَلْحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ فِي الْجَرِّ

যে সব হরফ اسم -এর পূর্বে এসে তার শেষে جر প্রদান করে, তাকে الحروف الجارة বলে।

اَلْحُرُوْفُ الْجَارة সর্বমোট ১৭টি। যথা-

بَاء ، تَاء، كَاف، لَام ، وَاو ، مُنْذُ ، مُذْ ، خَلَا ، رُبَّ ، حَاشَا ، مِنْ ، عَدَا ، فِـي ، عَنْ ، عَلٰى ، حَتّٰى ، إِلٰى.

অর্থসহ উহার উদাহরণ নিম্নরূপ–

১. ب দ্বারা, দিয়ে, সঙ্গে অর্থে। যথা- كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (আমি কলম দ্বারা লিখেছি)।

২. ت শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ (আল্লাহর কসম তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে)।

৩. و এটিও শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- وَاللهِ لَأَفْعَلَنَّ كذا (আল্লাহর কসম আমি এমনটা করব)।

৪. ك মতো, ন্যায় অর্থে। যেমন- زَيْدٌ كَالْأَسَدِ (যায়েদ সিংহের মতো)।

৫. ل জন্য, এর অর্থে। যেমন- اَلْمَالُ لِزَيْدٍ (যায়েদের মাল)।

৬-৭. مذ ও منذ এ দুটি দ্বারা সময়ের আরম্ভ বোঝায়। যেমন-

مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمَيْنِ ، مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَيْنِ (আমি তাকে দুদিন হতে দেখিনি)।

৮-১০. حاشا ،خلا ،عدا এ তিনটি حرف ব্যতিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

مَاجَاءَ عَدَا زَيْدٍ، مَاجَاءَ خَلَا زَيْدٍ، مَاجَاءَ حَاشَا زَيْدٍ (যায়েদ ছাড়া কেউ আসেনি)।

جَاءَ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدٍ (যায়েদ ব্যতীত দলের সবাই এসেছে)।

১১. رب অনেক, অল্প অর্থে। যেমন- رُبَّ رَجُلٍ لَقِيْتُهُ (আমি অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি)।

১২. فِي ভেতরে, মধ্যে, সম্বন্ধে অর্থে। যেমন- خَالِدٌ فِي الدَّارِ (খালেদ বাড়ির মধ্যে)।

১৩. من হতে, থেকে। যেমন- جِئْتُ مِنَ الْكُوْفَةِ (কুফা থেকে এসেছি)।

১৪. على উপরে অর্থে। যেমন- اَلْقَلَمُ عَلَى الطَّاوِلَةِ (কলমটি টেবিলের উপর)।

১৫. عن হতে অর্থে। যেমন- رَوٰى عَنْ فُلَانٍ (অমুক থেকে বর্ণিত আছে)।

১৬. حتى পর্যন্ত, সহ অর্থে। যেমন- أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسِها (আমি মাছটি মাথাসহ খেয়েছি)।

১৭. إلى পর্যন্ত অর্থে। যেমন- وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ (আর আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন স্থল)।

اَلنَّوْعُ الثَّانِي : اَلْحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ فِي النَّصبِ

(ক) যেসব হরফ اسم-কে নসব প্রদান করে সেগুলো কয়েক প্রকার। তা হল–

১। اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْل

২। اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِلَيْسَ/ مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ

৩। لاَ لِنَفْيِ الْجِنْسِ

৪। اَلْحُرُوْفُ النِّدَائِيَّةُ

(খ) যে সব হরফ فعل مضارع-কে نصب প্রদান করে সেগুলো হল চারটি। তা হল–

أَنْ، لَنْ، كَيْ، إِذَنْ পরবর্তী পাঠে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ

যে সব হরফ অর্থগতভাবে ফেলের সাথে সাদৃশ্য রাখে সেগুলোকে الحروف المشبهة بالفعل বলা হয়। اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ মুবতাদা (مبتدأ) এবং খবরের (خبر) পূর্বে বসে মুবতাদাকে نصب এবং খবরকে رفع প্রদান করে।

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ ছয়টি। যথা- إِنَّ، أَنَّ، كَأَنَّ، لَيتَ، لَكِنَّ، لَعَلَّ

১. إِنَّ দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (নিশ্চয়ই আলাহ্ সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময়)।

২. أَنَّ দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা অর্থে। যেমন-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُو (জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)।

৩. كَأَنَّ হরফটি উপমা বা তুলনা অর্থ প্রদান করে। যেমন-

كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ (যায়েদ সিংহের মতো)।

৪. لَيْتَ এটি আকাঙ্ক্ষার অর্থ প্রদান করে। যেমন-

لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ (হায়! যদি যৌবন ফিরে আসত)।

৫. لَكِنَّ এটি পূর্বোক্ত বাক্যের সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন-

جَاءَ زَيْدٌ لَكِنَّ بَكْرًا غَائِبٌ (যায়েদ এসেছে; কিন্তু বকর অনুপস্থিত)।

৬. لَعَلَّ এটি সম্ভাব্য আশা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِي خَيْرًا (আল্লাহ্ আমাকে কল্যাণ দান করবেন।)

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِلَيْسَ

(مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ)

ما ও لا হরফ দুটি যখন ليس -এর ন্যায় আমল করে এবং ليس-এর মতই না সূচক অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ বলে।

ما ও لا হরফদ্বয় مبتدأ ও خبر এর পূর্বে এসে مبتدا কে رفع এবং خبر কে نصب দেয়। যেমন- مَا زَيْدٌ حَاضِرًا (যায়েদ উপস্থিত নয়), لَا طَالِبٌ كَاتِبًا (জনৈক ছাত্র লেখক নয়)।

ما ও لا -এর পার্থক্য : ما হরফটি اَلْمَعْرِفَة ও اَلنَّكِرَةُ উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَا بَكْرٌ قَائِمًا এবং مَا رَجُلٌ مُنْطَلِقًا আর لا সব সময় اَلنَّكِرَةُ-এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়, এটি কখনো اَلْمَعْرِفَة -এর উপর ব্যবহৃত হয় না। যেমন- لَا رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ এখানে ما এর পরে بكر নাকেরা এবং رجل নাকেরা উভয় এসেছে। আর لا এর পরে শুধু رجل শব্দটি এসেছে।

لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ

যে নাবোধক لا তার পরবর্তী ইসমের جنس তথা এককসমূহকে সমষ্টিগতভাবে نفي করে তাকে لَا لِنَفْيِ الْجِنْس বলে।

لا لنفي الجنس -এর আমল : لا لنفي الجنس এর اسم কে যবর এবং খবরকে পেশ দেয়।

যেমন- لَا رَجُلَ قَائِمٌ فِي الدَّارِ (ঘরে কোনো পুরুষ দণ্ডায়মান নেই)।

لا নিম্নের চারটি শর্ত সাপেক্ষে এরূপ আমল করে–

১. لا এর ইসম ও খবর উভয়ই نكرة হতে হবে।

২. لا এর ইসমটি لا -এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে।

৩. لا এর খবর ইসমের আগে আসতে পারবে না।

৪. لا এর ইসমের উপর حرف جار আসতে পারবে না।

لا এর ইসম যখন مضاف হয় তখন তা যবরবিশিষ্ট হবে। যেমন- لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِي الدَّارِ (ঘরে কোন লোকের বুদ্ধিমান গোলাম নেই)।

لا-এর ইসম যখন نكرة হয় এবং مضاف না হয় তখন ইসমটি সর্বদা فتحة-এর উপর مبنى হবে।

যেমন- لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ (ঘরে কোনো পুরুষ লোক নেই)।

لا-এর ইসম যখন معرفة হয় তখন অন্য একটি معرفة এর সাথে لا কে পুনরায় উল্লেখ করতে হবে।

এ সময় لا কোনো আমল করবে না। ঐ معرفة টি عامل معنوى দ্বারা পেশবিশিষ্ট হবে। যেমন-

لَا خَالِدٌ عِنْدَنَا وَلَا مَحْمُوْدٌ (আমাদের নিকট খালেদ ও মাহমুদ কেউ নেই)।

لا-এর ইসম যখন একবচন نكرة হয়, তখন দ্বিতীয় আর একটি نكرة দ্বারা لا কে পুনরায় উল্লেখ করে পাঁচ প্রকার إعراب দিয়ে পড়া যায়। যেমন-

١- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
٢- لَا حَوْلٌ ولَا قُوةٌ إلا بِاللهِ
٣- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ
٤- لَا حَوْلٌ ولَا قُوةَ إلاَّ بِاللهِ
٥- لَا حَوْلَ ولَا قُوةٌ إلاَّ بِاللهِ

১. حول ও قوة উভয়টিতে فتحة হবে। (উভয় لا নফী জিনস হিসেবে)।

২. حول ও قوة উভয়টিতে তানবীনসহ ضمة হবে। (উভয় لا আমলহীন)।

৩. حول শব্দে فتحة হবে এবং قوة শব্দে তানবীনসহ فتحة হবে। (প্রথম لا নফী জিনস হিসেবে এবং দ্বিতীয় لا অতিরিক্ত)।

৪. حول শব্দে তানবীনসহ ضمة এবং قوة শব্দে فتحة হবে। (প্রথম لا আমলহীন এবং দ্বিতীয় لا নফী জিনস হিসেবে)।

৫. حول শব্দে فتحة হবে এবং قوة শব্দে তানবীনসহ ضمة হবে। (প্রথম لا নফী হিসেবে এবং দ্বিতীয় لا আমলহীন)।

اَلْحُرُوْفُ النِّدَائِيَّةُ

যে সব হরফ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আহবান করা হয় সেগুলোকে الحروف الندائية বলে। যাকে আহবান করা হয়, তাকে مُنَادَى বলা হয়। যথা- يَا زَيْدٌ (হে যায়েদ!) يا হরফটি হরফে নিদা আর زَيْدٌ শব্দটি منادى

হরফে নিদা (حرف ندا) পাঁচটি। যেমন- أ، أَيْ، هَيَا، أَيَا، يَا

১. يا নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী কাউকে আহবান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. أيا দূরবর্তী কাউকে আহবান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. هيا দূরবর্তী কাউকে আহবান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪. أي নিকটবর্তী কাউকে আহবান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫. أ নিকটবর্তী কাউকে আহবান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হরফে নেদা مُنَادَى -এর উপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার إِعْرَابٌ প্রদান করে। যেমন-

১. مُنَادَى টি যখন مضاف হয় তখন فتحة বিশিষ্ট হবে। যেমন- يَا عَبْدَ اللهِ (হে আবদুল্লাহ!)

২. مُنَادَى টি যখন مضاف সদৃশ হয় তখন فتحة বিশিষ্ট হবে। যেমন- يَا طَالِعًا جَبَلًا (হে পর্বতে আরোহী!)

৩. مُنَادَى টি যখন مُفْرَدْ مَعْرِفَةْ হয়, তখন সর্বদা ضمة বিশিষ্ট হবে। যেমন- يَا زَيْدُ (হে যায়েদ!)

৪. مُنَادَى টি যখন نَكِرَةْ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ হয় তখন فتحة বিশিষ্ট হবে। যেমন-কোনো অন্ধ লোক বললে- يَا رَجُلًا خُذْ بِيَدِيْ (ওহে কোনো ব্যক্তি আমার হাত ধর)!

৫. مُنَادَى এর পূর্বে যখন لَامُ الْاِسْتِغَاثَةِ বা প্রার্থনামূলক ل যুক্ত হয়, তখন منادى টি যেরবিশিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন- يَا لَزَيْدٍ

৬. যখন مُنَادَى-এর শেষে أَلِف الْاِسْتِغَاثَةِ বা প্রার্থনাসূচক আলিফ যুক্ত হয়, তখন منادي টি যবরবিশিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন- يَا زَيْدَاهْ

৭. যখন مُنَادَى টি اَلْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ হয়, তখন حرف ندا এবং منادى-এর মাঝখানে مذكر-এর ক্ষেত্রে أيها এবং مؤنث এর ক্ষেত্রে ايتها যুক্ত হয়, সে অবস্থায় منادى টি পেশবিশিষ্ট হয়। যেমন-

يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ ، يَا اَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ

যদি منادى টি مفرد হয় অর্থাৎ مضاف বা مشابة مضاف না হয়, তাহলে منادى টি علامة الرفع এর উপর مبنى হয়। যথা- يا زيد – يا رجل – يا قاضى

اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ : اَلْحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ فِي الرَّفْعِ

যেসব হরফ اسم-এর শেষে পেশ প্রদান করে তা হল– ما ، ولا ، ولات ، وإن اَلْمُشَبَّهَات بِلَيْسِ বিভিন্ন অধ্যায়ে এগুলো সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ : اَلْحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ فِي الْجَزْمِ

এমন কতগুলো حروف রয়েছে, যা فعل مضارع এর পূর্বে ব্যবহৃত হলে তা উক্ত فعل مضارع এর শেষে جزم প্রদান করে। এ গুলো দু ধরনের। একটি فعل مضارع কে جزم প্রদানকারী حروف আর এক প্রকার হল দুটো فعل مضارع কে যজম প্রদানকারী حروف। এধরনের হরফকে حروف نواصب المضارع বলে। এর মোট সংখ্যা ৬ টি। সেগুলো হল -، إِذْمَا، لَا النَّاهِيَة، لَامُ الْأَمْر، لَمَّا، لَمْ، إِنْ। উদাহরণসহ বিস্তারিত পরবর্তী পাঠে আলোচনা করা হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِي : اَلْحُرُوْفُ غَيْرُ الْعَامِلَةِ

حُرُوْفُ غَيْرُ الْعَامِلَةِ বলতে এমনসব حروف কে বোঝায়, যা কোনো اسم বা فعل এর পূর্বে ব্যবহৃত হলেও اسم ও فعل এর إعراب এ কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করে না। সংক্ষেপে حروف غير العاملة এর একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হল–

اَلْأَلِفُ ، اَلْهَمْزَةُ ، اَلْمِيْمُ ، اَلنُّوْنُ ، اَلْفَاءُ ، اَلْهَاءُ ، اَلسِّيْنُ ، اَلْيَاءُ ، أجل ، إذا الْفَجَائِية ، أَلْ ، أَلا ، أَلاَّ ، إلاَّ ، أَمْ، أَما، أَمَّا ، إمَّا ، أو ، أَيْ ، إِي ، أيا ، إِيَّا ، بجل ، بَلْ ، بَلَى ، ثُمَّ ، جير ، إِذْ ، كَلاَّ ، لٰكِنَّ ، لَوْ ، لَوْمَا ، نَعَمْ ، قَدْ، سَوْفَ، هَا ، هَيَا ، هَلْ ، هَلاَّ ، وَا ، وِي ، يَا .

تَدْرِيْبَاتٌ

১. العامل কাকে বলে? عامل কত প্রকার ও কী কী ? আলোচনা কর।

২. الحروف العاملة في الاسم কয়টি ও কী কী ? বর্ণনা কর।

৩. الحروف الجارة কয়টি ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৪. الحروف المشبهة بالفعل কাকে বলে? এগুলো কয়টি ও কী কী এবং কী আমল করে?

৫. ماولا المشبهتان بليس এর সংজ্ঞা ও আমল উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৬. لا لنفى الجنس এর সংজ্ঞা ও আমল উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৭. الحروف الندائية কয়টি ও কী কী? এদের আমল উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৮. কোন্‌টি কোন عامل নির্ণয় কর : في، حاشا ، من ، ليت ، لعل، ما، لا، يا، هيا

৯. لا حول ولا قوة الا بالله বাক্যটি কতভাবে পড়া যায়? বর্ণনা কর।

১০. تركيب কর :

(أ) جاء القوم خلا زيد . (ب) لا رجل فى الدار

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ

اَلْفِعْلُ الْمَبْنِيُّ وَالْمُعْرَبُ

ফে'লে মুরাব ও মাবনী

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ب)	(أ)
هُنَّ يُسَافِرْنَ هُنَّ لَمْ يُسَافِرْنَ هُنَّ لَنْ يُسَافِرْنَ	هُوَ يُسَافِرُ هُوَ لَمْ يُسَافِرْ هُوَ لَنْ يُسَافِرَ

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, (أ) অংশের বাক্যগুলোতে يسافر ফেলের শেষ হরফ তিনটি বাক্যে তিন রকম হয়েছে। প্রথম বাক্যে يسافرُ (পেশ), দ্বিতীয় বাক্যে يسافرْ (জযম) ও তৃতীয় বাক্যে يسافرَ (যবর) হয়েছে। এ ধরনের যেসব فعل বিভিন্ন عامل এর পরিবর্তনে পরিবর্তীত হয় তাকে فعل معرب বলে। পক্ষান্তরে (ب) অংশের বাক্যগুলোতে দেখা যায় যে, (أ) এর فعل এর পূর্বে যেসব عامل এসেছিলো, সেগুলোই (ب) অংশের فعل পূর্বে এসেছে কিন্তু إعراب এর ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। এ ধরনের অপরিবর্তনশীল فعل কে فعل مبنى বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَبْنِي

যে فعل-এর শেষ অক্ষরের إعراب-এর কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَبْنِيُّ বলে।

যথা- هُنَّ يُسَافِرْنَ -

أَقْسَامُ الْأَفْعَالِ الْمَبْنِيَّةِ

اَلْأَفْعَالُ الْمَبْنِيَّةُ চার প্রকার। যথা–

১। اَلْفِعْلُ الْمَاضِي

২। اَلْمُضَارِعُ مَعَ نُوْنِ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ لِلْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ

৩। اَلْمُضَارِعُ مَعَ نُوْنِ التَّاكِيْدِ ثَقِيْلَة وَخَفِيْفَة

৪। فِعْلُ الْأَمْرِ لِلْحَاضِرِ الْمَعْرُوْفِ

تَعْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُعْرَبِ :

বিভিন্ন রকমের عامل-এর ফলে যে فعل-এর শেষ অক্ষরে إعراب এর পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُعْرَبُ বলে। যথা- هُوَ لَمْ يُسَافِرْ

صِيَغُ الْفِعْلِ الْمُعْرَبِ :

فعل مبني এর প্রকারভেদ এর বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, তিন প্রকার فعل এর মধ্যে দুই প্রকার (فعل ماضي و أمر حاضر معروف) এবং فعل مضارع এর সীগাহগুলোর মধ্যেও দুটো সীগাহ (اَلْمُضَارِعُ مَعَ نُوْنِ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ لِلْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ) হল مبني। অতএব فعل مضارع-এর উল্লিখিত সীগাহগুলো ব্যতীত বাকী ১২ টি সীগাহ فعل معرب এর অন্তর্ভুক্ত।

أَقْسَامُ إِعْرَابِ الْفِعْلِ :

فعل معرب-এর إعراب তিনটি। যথা– رفع – نصب ও جزم এবং عامل ও তিনটি। যথা– رافع - ناصب ও جازم আর فعل معرب তিন প্রকার। যথা– مَرْفُوْعٌ – مَنْصُوْبٌ ও مَجْزُوْمٌ

رفع প্রকাশ করার علامة :

فعل معرب এর رفع কখনো ضمة দ্বারা প্রকাশ পায়, কখনো نون إعرابي কে حذف না করে প্রকাশ করা হয়।

نصب প্রকাশ করার علامة :

فعل معرب এর نصب কখনো فتحة দ্বারা প্রকাশ পায়, কখনো نون إعرابي কে حذف না করে প্রকাশ করা হয়।

جزم কে প্রকাশ করার علامة :

কখনো سكون দ্বারা আবার কখনো حَرْفُ عِلَّة-কে حذف করে কিংবা কখনো نُوْنٌ إِعْرَابِيٌّ কে حذف করে প্রকাশ করা হয়।

إعراب গ্রহণের দৃষ্টিতে فعل معرب এর প্রকার :

إعراب গ্রহণের দৃষ্টিতে فعل معرب চার প্রকার। যথা–

১। যদি فعل টি صَحِيْحُ الْآخِرِ হয়। অর্থাৎ مضارع এর لام كلمة টি حَرْفُ صَحِيْح হবে এবং نُوْن إِعْرَابِي মুক্ত থাকে। যথা- يَنْصُرُ এমতাবস্থায় فعل معرب টি নিম্নরূপ إعراب (চিহ্ন) গ্রহণ করে–

رفع-এর অবস্থায় প্রকাশ্য ضمة যথা - هُوَ يَنَامُ

نصب-এর অবস্থায় প্রকাশ্য فتحة যথা- هُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَنَامَ

جزم-এর অবস্থায় প্রকাশ্য سكون যথা- هُوَ لَمْ يَنَمْ

২। যদি فعل টি نَاقِصُ الْيَائِي وَالْوَاوِي হয়। অর্থাৎ فعل مضارع-এর لام كلمة টি واو বা ياء হবে এবং نون إعرابى না থাকে। যথা- يَدْعُوْ – يَرْمِى এমতাবস্থায় এ ধরনের فعل معرب নিম্নরূপ إعراب (চিহ্ন) গ্রহণ করে–

رفع-এর অবস্থায় ضمة مقدرة তথা গোপনীয় ضمة যথা- هُوَ يَدْعُوَ ، هُوَ يَرْمِي

نصب-এর অবস্থায় فتحة ظاهرة তথা প্রকাশ্য فتحة যথা-

هُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَدْعُوْ ، هُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَرْمِيَ

جزم-এর অবস্থায় حرف علة টি حذف হয়ে যাবে। যথা- هُوَ لَمَ يَدْعُ ، هُوَ لَمَ يَرْمِ

৩। যদি فعل টি مُعْتَلُ الْأَخِرِ (الألفي) হয়। অর্থাৎ فعل مضارع-এর لام كلمة-টি الف হয় এবং نون إعرابي না থাকে। যথা- يَخْشٰى - يَسْعٰى এমতাবস্থায় فعل معرب নিম্নরূপ إعرب (চিহ্ন) গ্রহণ করে–

رفع-এর অবস্থায় ضمة مقدرة। যথা- هُوَ يَخْشٰى

نصب-এর অবস্থায় فتحة مقدرة যথা- هُوَكَادَأَنْ يَخْشٰى

جزم-এর অবস্থায় حذف حرف العلة যথা- هُوَلَمْ يَخْشَ

৪। যদি فعل টি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَعَ النُّوْنِ الْإِعْرَابِي হয়। অর্থাৎ فعل مضارع নون إعرابي যুক্ত থাকে। যথা-تأكلان، يأكلون এমতাবস্থায় فعل معرب নিম্নরূপ إعراب (চিহ্ন) গ্রহণ করে–

رفع-এর অবস্থায় نون إعرابي বহাল থাকবে। যথা- هُمْ يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ

نصب-এর অবস্থায় نون إعرابي বিলুপ্ত হয়ে যাবে । যথা- هُمْ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَأْكُلُوْا الطَّعَامَ

جزم-এর অবস্থায় نون إعرابي বিলুপ্ত হয়ে যাবে । যথা- هُمْ لَمْ يَأْكُلُوْا الطَّعَامَ

সাততি صيغة-তে نون إعرابي থাকে, صيغة গুলো হল–

تَفْعِلِيْنَ ، تَفْعَلُوْنَ ، يَفْعَلُوْنَ ، تَفْعَلاَنِ ، تَفْعَلاَنِ ، تَفْعَلاَنِ ، يَفْعَلاَنِ

تَدْرِيْبَاتٌ

১। فعل معرب কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। فعل مبني কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। فعل এর إعراب ও عامل কয়টি ও কী কী? লেখ।

৪। فعل এর إعراب গুলো প্রকাশ করার উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

৫। إعراب চিহ্ন গ্রহণের দৃষ্টিতে فعل معرب কে কয়ভাগে ভাগ করা যায়, প্রত্যেক প্রকারের إعراب সহ বর্ণনা কর।

৬। নিচের বাক্যগুলো পড়ো এবং তা থেকে فعل معرب ও فعل مبني নির্ণয় কর :

حِيْنَ أَعْلَنَ أَبُوْ ذَرٍّ (رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ) إِسْلاَمَهُ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَدْ أَعْلَنَ الدَّعْوَةَ بَعْدُ. سَأَلَ أَبُوْ ذَرٍّ النَّبِيَّ (عَلَيْهِ السَّلاَمِ) يَا نَبِيَّ اللهِ بِمَاذَا تَأْمُرُنِيْ؟ أَجَابَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اِرْجِعْ إِلى أَهْلِكَ حَتَّى تَصِلَ إِلَيْكَ دَعْوَتِيْ. فَقَالَ أَبُوْ ذَرٍّ : لاَ أَرْجِعُ حَتَّى أَصِيْحَ بِالإِسْلاَمِ فِي الْمَسْجِدِ. دَخَلَ أَبُوْ ذَرٍّ (رَضِيَ اللهُ تَعَالى) عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَصِيْحُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ

اَلْعَوَامِلُ فِي الْفِعْلِ

ফে'লের আমেলসমূহ

اسم-এর মত فعل এর পূর্বে কতিপয় আমেল (اسم، فعل، حرف) এসে فعل مضارع-এর শেষের إعراب এ পরিবর্তন করে। এ ধরনের কার্যকর শক্তিকে عَامِلٌ বলে।

فِعْل-এর عَامِلٌ তিন প্রকার। যথা–

১। عَامِلٌ رَافِعٌ

২। عَامِلٌ نَاصِبٌ

৩। عَامِلٌ جَازِمٌ

নিচে প্রত্যেক প্রকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

اَلنَّوْعُ الْأَوَّلُ : عَامِلٌ رَافِعٌ

যদি فعل مضارعএর পূর্বে ناصب و جازم দেয় এমন কোন عامل না থাকে; তখন مضارع-এর পূর্বে একটি অপ্রকাশ্য عامل رافع মেনে নেয়া হয়। فعل مضارع এর رافع টি عامل معنويِ।

যথা- هُوَ يَقْرَأُ الْكِتَابَ

اَلنَّوْعُ الثَّانِـي : عَامِلٌ نَاصِبٌ

নিম্নলিখিত ৪টি حرف (أَنْ، لَنْ، كَيْ، إِذَنْ) - فِعْلٌ مُضَارِعٌ এর পূর্বে বসে তার শেষে نصب (যবর) প্রদান করে। এগুলোকে حُرُوْفُ نَوَاصِبِ الْمُضَارِعِ বলে।

১। أَنْ : أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ	আমি মাদ্রাসার দিকে ভ্রমণ করতে চাই।
২। لَنْ : لَنْ أَذْهَبَ إِلَى السُّوْقِ	আমি কখনও বাজারে যাব না।
৩। كَيْ : ذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ كَيْ أَشْتَرِيَ الْكِتَابَ	আমি বই ক্রয়ের জন্য বাজারে গিয়েছি।
৪। إِذَنْ : أَنَا أَزُوْرُكَ إِذَنْ أُكْرِمَكَ	আমি তোমাকে দেখতে গিয়ে তোমাকে সম্মান করব।

আর নিম্নবর্ণিত ছয়টি হরফের পর أن উহ্য থেকে فعل مضارع এর শেষে نصب প্রদান করে। এ ছয়টি حرف কে نَوَاصِبٌ فَرْعِيَّةٌ বলে।

جِئْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ لِأَتَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ : لَامِ كَيْ । ১	আমি আরবি শেখার জন্য মাদরাসায় এসেছি।
أُدْرُسْ فَتَنْجَحَ : اَلْفَاءُ । ২	পড়াশুনা কর তবে কৃতকার্য হবে।
هَلْ تُعِيْنَنِيْ وَأَظْلِمَكَ : الْوَاوُ । ৩	তুমি আমাকে সাহায্য করবে আর আমি তোমাকে অত্যাচার করব?
لَأَ لْزِمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِيْ حَقِّي : أَوْ । ৪	হয়তো আমার পাওনা দিবে না হয় তোমার সাথেই থাকব।
أُدْرُسْ حَتَّى تَنْجَحَ : حَتَّى। ৫	কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত পড়াশুনা কর।
مُقَاوَمَتُكَ الْعَدُوَّ ثُمَّ تُنْصَرَ فَخْرٌ عَظِيْمٌ : ثُمَّ । ৬	শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে অতঃপর তার উপর কামিয়াব হওয়া তোমার জন্যে বড় ধরনের গৌরব।

اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ : عَامِلٌ جَازِمٌ

নিম্নলিখিত চারটি হরফ فعل مضارع এর পূর্বে বসে فعل مضارع কে جزم (সাকিন) প্রদান করে। এ কারণেই এগুলোকে حُرُوْفُ جَوَازِمِ الْمُضَارِعِ বলে।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ : لَمْ । ১	তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি।
ذَهَبَ خَالِدٌ وَلَمَّا يَرْجِعْ : لَمَّا । ২	খালেদ গেলো কিন্তু ফিরে এলো না।
لِيَدْرُسْ كُلُّ طَالِبٍ دَرْسَهُ : لَامُ الْأَمْرِ । ৩	প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজের পাঠ পড়া উচিৎ
لاَ تَذْهَبْ إِلَى الْمَلْعَبِ : لاَ النَّاهِيَةُ । ৪	তুমি খেলার মাঠে যেও না।

আর নিম্নলিখিত ২টি হরফ (إن ، إذما) এবং ১১টি ইসম ২টি فعل مضارع কে جزم (সাকিন) প্রদান করে। إن ও إذما হল حرف شرط বাকিগুলো হল اسم شرط এগুলো أسماء جوازم হিসেবে প্রসিদ্ধ। উদাহরণসহ তা নিম্নে উল্লেখ করা হল–

১ ।إنْ : إنْ تَدْرُسْ تَنْجَحْ	যদি পড়াশুনা কর কৃতকার্য হবে।
২ ।إذْمَا : إذْمَا تَتَعَلَّمْ تَتَقَدَّمْ	যখনই লেখাপড়া করবে অগ্রসর হবে।
৩ ।مَنْ : مَنْ يَقْرَأْ يَفْهَمْ	যে পড়ে সে বুঝে।
৪ ।ما : مَا تَقْرَأْ أَقْرَأْ	তুমি যা পড়বে আমিও তাই পড়ব।
৫ ।كَيْفَمَا : كَيْفَمَا تَجْلِسْ أَجْلِسْ	তুমি যেভাবে বসবে আমিও সেভাবে বসব।
৬ ।أَنَّى : أَنَّى تُسَافِرْ أُسَافِرْ	তুমি যেখানে ভ্রমণ করবে আমিও সেখানে ভ্রমণ করব।
৭ ।حَيْثُمَا : حَيْثُمَا تَمْشِ أَمْشِ	তুমি যেখানে চলবে আমিও সেখান দিয়েই চলব।
৮ ।أَيْنَ : أَيْنَ تَذْهَبْ أَذْهَبْ	তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।
৯ ।أَيْنَمَا : أَيْنَمَا تَدْرُسْ أَدْرُسْ	তুমি যেখানে পড়বে আমিও সেখানে পড়ব।
১০ ।أَيَّانَ : أَيَّانَ تُسَافِرْ أُسَافِرْ	তুমি যেথায় ভ্রমণ করবে আমিও সেথায় ভ্রমণ করব।
১১ ।مَتَى : مَتَى تَنَمْ أَنَمْ	তুমি যখনই ঘুমাবে আমিও তখন ঘুমাব।
১২ ।مَهْمَا : مَهْمَا تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ	যেভাবে চেষ্টা করবে সেভাবে সফল হবে।
১৩ ।أَيُّ : أَيُّ طَالِبٍ يَجْتَهِدْ يَنْجَحْ	যে ছাত্রটি চেষ্টা করবে সেই সফল হবে।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। نواصب কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। একটি فعل مضارع কে جزم দানকারী حرف কয়টি ও কী কী?

৩। দুটি فعل مضارع কে جزم দানকারী শব্দ কয়টি ও কী কী?

৪। جوازم গুলোর অর্থ উদাহরণ আলোচনা কর।

৫। تركيب কর : مَنَ يَعْمَلِ الْخَيْرَ يَدخلِ الْجَنة ، أُرِيْدُ أن أسافَرَ إلى الْمديَنةِ

৭। বক্সে উল্লিখিত عوامل দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর এবং إعراب প্রদান কর ও ভুল শুদ্ধ কর:

إنْ، لَنْ، أَنْ، لا(الناهية) لم، لما، من، ما، أينما، أينما

(١) .... تُجَاهِدُوْنَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ

(٢) عُبَيْدٌ سَافَرَ الْمَدِيْنَةَ .... يَطْلُبُ الْعِلْمَ

(٣) اَلتَّلَامِيْذُ يُرِيْدُوْنَ .... يَنَامُ

(٤) .... تَضْحَكُوْنَ كَثِيْرًا

(٥) .... يَذْهَبُوْنَ إِلَى السُّوقِ

(٦) نَامَ الطِّفْلُ .... لِيَسْتَيْقِظَ

(٧) .... يَعْمَلُ خَيْرًا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

(٨) .... تُرِيْد أُعْطِيْك

(٩) .... تَجْلِسُون تَجْلِس

اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ

اَلتَّوَابِـعُ

তাবে'সমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

(الف)	(ب)
১। جَاءَ تِلْمِيْذٌ	جَاءَ تِلْمِيْذٌ ذَكِيٌّ
একজন ছাত্র এলো।	একজন মেধাবী ছাত্র এলো।
২। جَلَسَ صَاحِبُ الْبَيْتِ	جَلَسَ صَاحِبُ الْبَيْتِ نُعْمَانُ
বাড়ির মালিক বসল।	বাড়ির মালিক নোমান বসল।
৩। نَامَ خَالِدٌ	نَامَ خَالِدٌ وَعَمْرٌو
খালিদ ঘুমাল।	খালিদ ও আমর ঘুমাল।
৪। وَصَلَ الطُّلَّابُ	وَصَلَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ
ছাত্ররা পৌছল।	ছাত্ররা সবাই পৌছল।
৫। رَأَيْتُ أَبَاكَ	رَأَيْتُ أَبَاكَ خَالِدًا
আমি তোমার বাবাকে দেখলাম।	আমি তোমার বাবা খালিদকে দেখলাম।

উপরের الف অংশের বাক্যসমূহ تَلْمِيْذٌ ، صَاحِبٌ ، خَالِدٌ ، اَلطُّلَابُ ও أَبَاكَ শব্দগুলোতে যথাক্রমে جَاءَ ، جَلَسَ ، نَامَ ، وَصَلَ ও رَأَيْتُ - عامل গুলো সরাসরি إعراب প্রদান করেছে।
পক্ষান্তরে ب অংশের বাক্যগুলোতে চিহ্নিত ذَكِيٌّ ، نُعْمَانُ ، عَمْرٌو ، كُلُّهُمْ ও خَالِدٌ শব্দগুলোকে কোনো عامل সরাসরি إعراب প্রদান করেনি; বরং তারা তাদের পূর্ববর্তী শব্দের إعراب গ্রহণ করেছে। এ জাতীয় শব্দগুলোকে আরবি ভাষায় توابع বলা হয়।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ التَّوَابِعِ

اَلتَّوَابِعُ শব্দটি বহুবচন। একবচনে اَلتَّابِعُ ; এর অর্থ হল, অনুগামী বা অনুসারী। পরিভাষায় –

اَلتَّوَابِعُ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ .

অর্থাৎ توابع হল প্রত্যেক দ্বিতীয় শব্দ যা একই কারণে তার পূর্ববর্তী শব্দের ইরাব দ্বারা ইরাব বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

অন্যভাবে বলা যায়, যেসব শব্দ সরাসরি عامل এর إعراب গ্রহণ না করে তাদের পূর্ববর্তী শব্দের إعراب গ্রহণ করে সেগুলোকে تابع বলে; আর যে শব্দের إعراب গ্রহণ করে তাকে متبوع বলে।
উপরের পাঁচটি বাক্যে পাঁচ প্রকারের تابع এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

أَقْسَامُ التَّوَابِعِ

توابع পাঁচ প্রকার। যথা–

১। نَعْتٌ (صِفَةٌ-এর متبوع কে منعوت বলে)।
২। بَدْلٌ (بَدْلٌ এর متبوع কে مبدل منه বলে)।
৩। تَأْكِيْدٌ (تَأْكِيْدٌ এর متبوع কে مؤكد বলে)।
৪। مَعْطُوْفٌ (مَعْطُوْفٌ এর متبوع কে معطوف عليه বলে)।
৫। عَطْفُ بَيَان (عَطْف بَيَان এর متبوع কে معطوف عليه বলে)।

প্রত্যেক প্রকার تابع এর বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হল-

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : اَلنَّعْتُ (اَلصِّفَةُ)

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

رَأَيْتُ رَجُلًا بَخِيْلاً (আমি একজন কৃপণ লোককে দেখলাম)।
جَاءَنِي طَالِبٌ ذَكِيٌّ (আমার কাছে একজন মেধাবী ছাত্র এলো)।
رَأَيْتُ طِفْلًا نَائِمًا (আমি একজন ঘুমন্ত শিশুকে দেখলাম)।

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রথম বাক্যে بخيل শব্দটি দ্বারা তার পূর্বের رجلا শব্দটির দোষ বর্ণনা করেছে, দ্বিতীয় বাক্যে ذكي শব্দটি তার পূর্বের طالب শব্দটির গুণ বর্ণনা করেছে এবং তৃতীয় বাক্যে نائما শব্দটি তার পূর্বের طفلا শব্দটির অবস্থা বর্ণনা করেছে। এ ধরনের যেসব শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ, গুণ বা অবস্থা বর্ণনা করে সেগুলোকে نعت বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ اَلنَّعْتِ

اَلنَّعْتُ শব্দটি মাসদার। এর অর্থ হল প্রশংসা করা, গুণ বর্ণনা করা ইত্যাদি। পরিভাষায় –

اَلنَّعْتُ تَابِعٌ يَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِيْ مَتْبُوْعِهِ أَوْ فِيْ مُتَعَلِّقِ مَتْبُوْعِهِ .

অর্থাৎ نعت এমন একটি অনুগামী পদ, যা এমন অর্থ প্রকাশ করে, যা তার متبوع এর মাঝে অথবা متبوع এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাওয়া যায়।

অন্যভাবে বলা যায়, যে শব্দ তার পূর্বের শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা বা সংখ্যা ইত্যাদি বর্ণনা করে, তাকে نعت বলে এবং যার দোষ, গুণ, অবস্থা বা সংখ্যা বর্ণনা করে তাকে منعوت বলে। نعت কে صفة এবং منعوت কে موصوف ও বলা হয়। منعوت ও نعت মিলে مركب ناقص গঠিত হয়। একে مركب توصيفي ও বলে।

منعوت ও نعت এর মিল :

১০ টি বিষয়ে نعت টি منعوت এর অনুকরণ করে । সেগুলো হল-

১। مَوْصُوْفٌ টি وَاحِدْ হলে صِفَةٌ টিও وَاحِدْ হবে। যেমন- جَاءَنِيْ رَجُلٌ عَالِمٌ

২। مَوْصُوْفٌ টি تَثْنِيَة হলে صِفَةٌ টিও تَثْنِيَةٌ হবে। যেমন- جَاءَنِيْ رَجُلَانِ عَالِمَانِ

৩। مَوْصُوْفٌ টি جمع হলে صِفَة টিও جمع হবে। যেমন- جَاءَنِيْ الرِّجَالُ الْعُلَمَاءُ

৪। مَوْصُوْفٌ টি نَكِرَة হলে صِفَة টিও نَكِرَة হবে। যেমন- جَاءَنِيْ مُعَلِّمٌ مَاهِرٌ

৫। مَوْصُوْفٌ টি مَعْرِفَة হলে صفة টিও مَعْرِفَة হবে। যেমন- جَاءَنِيْ الْمُعَلِّمُ الْمَاهِرُ

৬। مَوْصُوْفٌ টি مُذَكَّر হলে صفة টিও مُذَكَّرْ হবে। যেমন- جَاءَنِيْ اِبْنٌ صَالِحٌ

৭। مَوْصُوْفٌ টি مُؤَنَّثْ হলে صفة টিও مُؤَنَّث হবে। যেমন- جَاءَتْنِيْ بِنْتٌ صَالِحَةٌ

৮। مَوْصُوْفٌ টি مَرْفُوْع হলে صفة টিও مَرْفُوْع হবে। যেমন- هٰذا قَلَمٌ جَدِيْدٌ

৯। مَوْصُوْفٌ টি مَنْصُوْب হলে صفة টিও مَنْصُوْب হবে। যেমন- اِشْتَرَيْتُ قَلَمًا جَمِيْلًا

১০। مَوْصُوْفٌ টি مَجْرُوْر হলে صفة টিও مَجْرُوْر হবে। যেমন- كَتَبْتُ بِقَلَمٍ جَدِيْدٍ

تَدْرِيْبَاتٌ

১। تابع ও متبوع কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।

২। تابع কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৩। نعت ও منعوت কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। الف অংশের শব্দগুলো দ্বারা ب অংশের صفة এর স্থানটি পূরণ কর এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর :

(ب)	(الف)
جَاءَتِ النِّسَاءُ	محسن
جَاءَتِ النِّسَاءُ	صالح
جَاءَنِي طَالِبَانِ	جديد
تَكَلَّمْتُ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ	صالح
اِشْتَرَيْتُ قَلَمَيْنِ	قديم
خَرَجَ الْمُؤْمِنُوْنَ	مجاهد

৫। تركيب কর : جاء رجل مريض ، رأيت رجلا قصيرا

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : اَلْبَدْلُ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

১। جَاءَنِيْ صَدِيْقُكَ عَبْدُ اللهِ – আমার কাছে তোমার বন্ধু আবদুল্লাহ্ এলো।

২। أَكَلْتُ اَلْخُبْزَ نِصْفَه – আমি রুটির অর্ধেক খেলাম।

৩। أَعْجَبَنِيْ خَالِدٌ عِلْمُه – খালিদের জ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করল।

৪। صَلَّيْتُ الظُّهْرَ الْعَصْرَ – আমি যোহর (না!) আসর পড়লাম।

উপরের প্রত্যেকটি বাক্যের শেষাংশে দুটি করে শব্দ রয়েছে। যথা–

(صَدِيْقُكَ عَبْدُ اللهِ) ، (اَلْـخُبْزَ نِصْفَهُ) ، (خَالِدٌ عِلْمُهُ) ، (الظُّهْرَ الْعَصْرَ) কিন্তু এ দুটি শব্দের মাঝে মূল উদ্দেশ্য হল দ্বিতীয় শব্দটি।

কারণ, প্রথম বাক্যে 'তোমার বন্ধু এলো' বলা মূল উদ্দেশ্য নয় বরং আব্দুল্লাহ এলো বলাটাই মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বাক্যে 'আমি রুটি খেলাম' বলা মূল উদ্দেশ্য নয় বরং 'আমি রুটির অর্ধেক খেলাম' বলাটাই মূল উদ্দেশ্য। তৃতীয় বাক্যে 'খালেদ আমাকে মুগ্ধ করল' বলাটা মূল উদ্দেশ্য নয় বরং তার জ্ঞান 'আমাকে মুগ্ধ করল' বলাটাই মূল উদ্দেশ্য। চতুর্থ বাক্যে 'যোহরের নামায পড়লাম' বলাটা মূল উদ্দেশ্য নয় বরং আমি 'আসরের নামায পড়লাম' বলাটাই মূল উদ্দেশ্য।

এতে বোঝা গেল যে, দ্বিতীয় শব্দটি মূল উদ্দেশ্য এবং প্রথম শব্দটি ভূমিকাস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এ জাতীয় দুটি শব্দের প্রথম টিকে مبدل منه এবং দ্বিতীয়টিকে بدل বলা হয়।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ الْبَدْلِ

اَلْبَدْلُ শব্দটি মাসদার। এর অর্থ হল পরিবর্তন করা, প্রতিনিধিত্ব করা। পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল–

اَلْبَدْلُ تَابِعٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلٰى مَتْبُوْعِهِ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ بِالنِّسْبَةِ دُوْنَ مَتْبُوْعِهِ وَيُذْكَرُ الْمَتْبُوْعُ شَهِيْدًا وَيُسَمَّى الْمَتْبُوْعُ بِالْمُبْدَلِ مِنْهُ

অর্থাৎ بدل এমন একটি مَتْبُوْع যার দিকে ঐ বিষয়ের نِسْبَة করা হয়, যা তার مَتْبُوْع এর প্রতি সম্বন্ধকৃত। আর এ نِسْبَة-এর ক্ষেত্রে تَابِع-টিই উদ্দেশ্য; مَتْبُوْع নয়।

অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যের মাঝে পাশাপাশি যদি এমন দুটো শব্দ উল্লেখ থাকে যাদের প্রথমটি মূল উদ্দেশ্য নয় বরং দ্বিতীয়টি মূল উদ্দেশ্য, তাহলে তার দ্বিতীয়টিকে بدل এবং প্রথম টিকে مبدل منه বলে।

أَقْسَامُ الْبَدْلِ :

بدل চার প্রকার। যথা–

১. بَدْلُ الْكُل
২. بَدْلُ الْبَعْضِ
৩. بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ
৪. بَدْلُ الْغَلَطِ

১। بَدْلُ الْكُلْ : যদি بدل টি সম্পূর্ণ مبدل منه হয় অর্থাৎ بدل ও مبدل منه একই জিনিস হয়। তখনক তাকে بدل الكل বলা হয়। যথা– جَاءَنِي صَدِيْقُكَ عَبْدُ الله এখানে صديقك ও عبد الله একই ব্যক্তি।

২। بَدْلُ الْبَعْض : যদি بدل টি مبدل منه এর অংশ বিশেষ হয় তাহলে তাকে بدل البعض বলা হয়। যথা– أكلت الخبز نصفه এখানে نصف শব্দটি الخبز এর অংশবিশেষ।

৩। بَدْلُ الاِشْتِمَال : যদি بدل টি مبدل منه এর সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ কিছুই না হয় বরং مبدل منه এর সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কিছু হয় তাকে بدل الاشتمال বলা হয়। যথা–

أَعْجَبَنِي خَالِدٌ عِلْمُهُ

এখানে علم শব্দটি সম্পূর্ণ খালেদও নয় এবং তার অংশবিশেষও নয় বরং خالد এর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা জিনিস। এখানে علم শব্দটি সম্পূর্ণ খালেদের নয় এবং তার অংশবিশেষও নয় বরং خالد এর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা জিনিস।

৪। بَدْلُ الْغَلَط : যদি مبدل منه কে ভুলক্রমে বলার পর সংশোধন করার জন্যে যে بدل কে উল্লেখ করা হয়, তাকে بدل الغلط বলা হয়। যথা– صَلَّيْتُ الظُّهْرَ اَلْعَصْرَ এখানে ظهر শব্দটি ভুলে বলার পর عصر শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

إعراب এর দিক থেকে بدل ও مبدل منه এর মধ্যে অবশ্যই মিল থাকতে হবে। অর্থাৎ مبدل منه টি مرفوع হলে বদলটি مرفوع হবে। مبدل منه টি منصوب হলে বদলটিও منصوب হবে এবং مبدل منه টি مجرور হলে- بدل টিও مجرور হবে।

অন্যান্য বিষয়গুলোতে অর্থাৎ نكرة ও معرفة এবং مذكر ও مؤنث এবং واحد - تثنية - جمع এর দিক থেকে মিল থাকা আবশ্যক নয়।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। بدل কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। بدل কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। بدل ও مبدل منه তে কোন কোন বিষয়ে মিল থাকাটা আবশ্যক?

৪। নিম্নের বাক্যগুলোতে بدل ও مبدل منه এর স্থান নির্ণয় কর এবং بدل এর প্রকার উল্লেখ কর:

سَمِعْتُ خَالِدًا بُكَاءَهُ ، صَلَّيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَنَائِهِ ، أَكْرَمَ الْخَلِيْفَةُ الْمَأْمُوْنُ الْعُلَمَاءَ ، قَامَ الطُّلَّابُ بَعْضُهُمْ ، مَضَى اللَّيْلُ نِصْفُهُ ، يُحِبُّ خَالِدٌ أَسْتَاذَهُ هِشَامًا، اِنْتَصَرَ الْقَائِدُ صَلَاحُ الدِّيْنُ .

৫। تركيب কর : انتصر القائد موسى ، أحب الخليفة المأمون

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : عَطْفُ البَيَانِ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর –

رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (رضـ) – আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করলেন।

تَلَوْتُ الْكِتَابَ الْقُرْآنَ – আমি কিতাব অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত করলাম।

উপরের প্রথম বাক্যে عبد الله দ্বারা যাকে বোঝানো হয়েছে; ابن عمر দ্বারাও তাকেই বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে الكتاب দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে; القران দ্বারাও তাই বোঝানো হয়েছে। তবে عبد الله থেকে ابن عمر এবং الكتاب থেকে القران বেশি পরিচিত।

সুতরাং যখন কোনো বাক্যে একটি জিনিসকে বোঝানোর জন্যে এমন দুটি শব্দ একত্র হয়, যাদের দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা অধিক পরিচিত, তখন ঐ শব্দদ্বয়ের প্রথমটিকে **معطوف عليه** এবং দ্বিতীয়টিকে **عطف البيان** বলে। তবে শব্দদ্বয়ের মাঝে কোনো **حرف عطف** থাকবে না। সুতরাং বাক্যে ابن عمر ও القران হল عطف البيان।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ عَطْفِ الْبَيَانِ : এর সংজ্ঞায় বলা হয়– هُوَ تَابِعٌ غَيْرُ صِفَةٍ يُوْضِحُ مَتْبُوْعَهُ

অর্থাৎ যে تابع সিফাত না হয়ে স্বীয় مَتْبُوْع-কে অধিকতর স্পষ্ট করে, তাকে **عطف البيان** বলে।

عطف بيان ও **مطعوف عليه** উভয়টি একে অপরের সাথে **موصوف** ও **صفة** এর ন্যায় সব বিষয়ে অবশ্যই মিল থাকবে।

عطف بيان ও **بدل الكل** প্রায় একই রকম, তাই দু একটি স্থান ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে **عطف بيان** কে **بدل الكل** এবং **بدل الكل** কে **عطف بيان** বলে।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। **عطف بيان** কাকে বলে?

২। **عطف بيان** ও **معطوف عليه** কী কী বিষয় মিল থাকতে হবে? লেখ।

৩। ترکیب কর : رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ

اَلْفَصْلُ الرَّابِعُ : اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ
(عَطْفُ النَّسْقِ)

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

১। جَاءَنِيْ زَيْدٌ وَ عَبْدُ اللهِ – আমার কাছে যায়েদ ও আবদুল্লাহ এসেছে।

২। أَكَلْتُ اَلْخُبْزَ وَالرُّزَّ – আমি রুটি এবং ভাত খেয়েছি।

৩। دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ – আবু বকর ঢুকলো তারপর ওমর।

উপরের প্রত্যেকটি বাক্যের শেষাংশে واو ও ثم এর আগে ও পরে একটি করে শব্দ রয়েছে। আগে ও পরের শব্দ দু'টির অর্থর মাঝে পূর্ণ সংযোজন ঘটানোর জন্য ভূমিক পালন করেছে واو ও ثم। আবার واو ও ثم এর পরের শব্দটি পূর্বের إعراب গ্রহণ করেছে। এ ধরনের حرف-এর মাধ্যমে দুটো বাক্য বা দুটো শব্দের মাঝে সংযোজন ঘটানোর নাম اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ (عَطْفُ النَّسْقِ)।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ الْعَطْفِ بِالْحُرُوْفِ

اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ-এর শাব্দিক অর্থ হল- হরফের মাধ্যমে সংযোজন। ইলমে নাহুর পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হল–

هُوَ التَّابِعُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوْعِهِ أَحَدُ حُرُوْفِ الْعَطْفِ.

অর্থাৎ اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ এমন تابع কে বলে, যার ও متبوع এর মাঝে حروف عطف এর কোনো একটি হরফ বিদ্যমান থাকে।

اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ কে عَطْفُ النَّسْقِ ও বলে। কারণ এতে معطوف عليه ও معطوف এর মাঝে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান থাকে।

حرف عطف এর পূর্বের শব্দ/বাক্যকে معطوف عليه এবং পরের শব্দ/বাক্যকে معطوف বলে।

عدد حروف العطف :

حروف العطف-এর সংখ্যা হল মোট ১০টি। তা দু ভাগে বিভক্ত। যথা–

১। যে সকল حرف শর্ত ছাড়া ব্যবহৃত হয়। এরূপ হরফের সংখ্যা হল ৭টি। তা হল–

الواو ، الفاء ، ثم ، حتى ، أم ، أو ، إما .

২। যে সব হরফ শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের হরফ হল ৩টি। তা হল– لا ، بل ، ولكن

حروف العطف-এর ব্যবহার :

১। ضمير مرفوع متصل এর উপর عطف করতে হলে অপর একটি ضمير منفصل দ্বারা উক্ত ضمير متصل কে تاكيد করা ওয়াজিব হবে। যেমন- نَصَرْتُ أَنَا وَ سَعِيْدٌ (আমি এবং সাঈদ সাহায্য করেছি)।

২। যদি উক্ত ক্ষেত্রে অন্য কোনো শব্দ معطوف عليه এবং معطوف এর মধ্যে ব্যবহার হয়ে উভয়কে পৃথক করে দেয় তবে তাকিদ করার প্রয়োজন হয় না। যেমন- نَصَرْتُ الْيَوْمَ وَخَالِدٌ (আমি ও খালেদ আজ সাহায্য করেছি)।

৩। ضمير مجرور এর উপর কোনো শব্দ عطف করতে হলে معطوف এর পূর্বে পুনরায় حرف جار আনা আবাশ্যক। যেমন- مَرَرْتُ بِكَ بِزَيْدٍ (আমি তোমাকে এবং যায়েদকে অতিক্রম করেছি)।

৪। বাক্যে معطوف এবং معطوف عليه একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ معطوف عليه টি কোনো শব্দের صفة ও خبر বা صفة কিংবা حال হলে معطوفও অনুরূপ হবে।

৫। একাধিক বিষেশ্য পদকে عطف করার বিধান হল, যেখানে معطوف কে معطوف عليه এর স্থলে স্থাপন করা হবে সেখানেই عطف করা জায়েয হবে। আর যেখানে معطوف عليه এর স্থলে স্থাপন করা জায়েয হবে না সেখানে عطف করাও জায়েয হবে না।

تَدْرِيْبَاتٌ

১। اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। حروف العطف কতটি ও কী কী? লেখ।

৩। حرف عطف ব্যবহারের নিয়মগুলো আলোচনা কর।

৪। নিম্নের বাক্যগুলোতে معطوف ও معطوف عليه এবং حرف عطف নির্ণয় কর :

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا، مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْه، وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَو تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ.

اَلْفَصْلُ الْخَامِسُ : اَلتَّأْكِيْدُ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

(الف)	(ب)
১। جَاءَ زَيْدٌ	جَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ
যায়েদ এলো।	যায়েদই এলো।
২। سَافَرَ حَبِيْبٌ	سَافَرَ حَبِيْبٌ نَفْسُه
হাবিব সফর করল।	হাবিব নিজেই সফর করল।
৩। ذَهَبَ عَمْرٌو	ذَهَبَ عَمْرٌو عَيْنُهٗ
আমর গেল।	আমর নিজেই গেল।
৪। حَضَرَ الطَّالِبَانِ	حَضَرَ الطَّالِبَانِ كِلَاهُمَا
ছাত্র দুজন উপস্থিত হল।	ছাত্র দুজন উভয় উপস্থিত হল।
৫। حَضَرَتِ الطَّالِبَتَانِ	حَضَرَتِ الطَّالِبَتَانِ كِلْتَاهُمَا
ছাত্রী দুজন উপস্থিত হল।	ছাত্রী দুজন উভয় উপস্থিত হল।
৬। حَضَرَ الطُّلَّابُ	حَضَرَ الطُّلَّابُ جَمِيْعُهُمْ
ছাত্রগণ উপস্থিত হল।	ছাত্রগণ সবাই উপস্থিত হল।
৭। كَتَبَ الطُّلَّابُ	كَتَبَ الطُّلَّابُ عَامَّتُهُمْ
ছাত্রগণ লিখল।	ছাত্রগণ সবাই লিখল।
৮। سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ	سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ
ফেরেশতাগণ সিজদা করল।	ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল।
৯। سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعُوْنَ	سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ
ফেরেশতাগণ সবাই সিজদা করল।	ফেরেশতাগণ সবাই সিজদা করল।

উপরের উভয় অংশের বাক্যগুলো পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে, الف অংশের বাক্যসমূহে কোনো জোর বা তাকিদ নেই। কিন্তু ب অংশের বাক্যগুলোতে জোর বা তাকিদ রয়েছে। এ তাকিদ বা জোর বোঝানোর জন্যে প্রথম বাক্যে زيد শব্দটি দু বার উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় বাক্যে نفس তৃতীয় বাক্যে عين চতুর্থ বাক্যে كلاهما পঞ্চম বাক্যে كلتاهما ষষ্ঠ বাক্যে جميع সপ্তম বাক্যে عامة অষ্টম বাক্যে كل নবম বাক্যে كلهم أجمعون শব্দসমূহ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এভাবে কোনো একটি শব্দকে দু বার উল্লেখ করে অথবা كلا ، كِلْتَا ، جَمِيْعٌ ، عَامَّةٌ ، كُلٌّ ، نَفْسٌ ، عَيْنٌ বা أَجْمَعُ দ্বারা জোর দেয়ার নাম تأكيد।

اَلْقَوَاعِدُ

تَعْرِيْفُ التَّأْكِيْدِ :

اَلتَّاكِيْدُ শব্দের অর্থ সুদৃঢ় করা, মজবুত করা ইত্যাদি। পরিভাষায় এর সংজ্ঞায় বলা হয়-

اَلتَّأْكِيْدُ تَابِعٌ يُذْكَرُ لِتقْوِيَةِ الْمَتْبُوْعِ أَوْ لِإِرَادَةِ الْاِحْتِمَالِ وَالتَّوَهُّمِ مِنَ الْمَتْبُوْعِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى شُمُوْلِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمَتْبُوْعِ.

অর্থাৎ, যে শব্দ দ্বারা জোর দেয়া হয় তাকে تَأْكِيْدٌ এবং যাকে জোর দেয়া হয় তাকে مُؤَكَّدٌ বলা হয়।

تَأْكِيْد ও مؤكد-এর إعراب অবশ্যই এক রকম হবে।

أَقْسَامُ التَّأْكِيْدِ

تَأْكِيْد দু প্রকার। যথা– تَأْكِيْد لَفْظِي ও تَأْكِيْد مَعْنُوِي

تأكيد لفظي : যদি কোনো একটি শব্দকে দু বার ব্যবহার করে تأكيد করা হয় তবে তাকে تأكيد لفظي বলা হয়। যথা– جَاءَ خَالِدٌ خَالِدٌ

تأكيد معنوي : যদি কোনো শব্দকে نفس ، عَيْن ، كِلَا ، كِلْتَا ، أَجْمَعُ ، كُلُّ ، عَامَّة বা جميع দ্বারা تأكيد করা হয় তবে তাকে تأكيد معنوى বলে।

تأكيد معنوي-এর শব্দসমূহের ব্যবহার পদ্ধতি :

❑ نفس ؛ عين : শব্দদ্বয় দ্বারা تأكيد করার সময় مؤكد অনুসারে তাদের সাথে একটা ضمير যুক্ত করতে হবে। واحد শব্দের تأكيد এর সময় শব্দদ্বয় واحد হবে এবং تثنية ও جمع শব্দের তাকিদ করার সময় শব্দদ্বয় جمع হবে। যথা–

مؤنث (ب)	مذكر (الف)
جَاءَتِ الطَّالِبَةُ نَفْسُهَا / عَيْنُهَا	جَاءَ الطَّالِبُ نَفْسُهُ / عَيْنُه
جَاءَتِ الطَّالِبَتَانِ أَنْفُسُهُمَا / أَعْيُنُهُمَا	جَاءَ الطَّالِبَانِ أَنْفُسُهُمَا / أَعْيُنُهُمَا
جَاءَتِ الطَّالِبَاتُ أَنْفُسُهُنَّ / أَعْيُنُهُنَّ	جَاءَ الطُّلَّابُ أَنْفُسُهُمْ / أَعْيُنُهُمْ

❑ ضمير এর مؤكد বা করে إضافة এর দিকে مؤكد শব্দগুলোকে عامة ও جميع ، كل – كلتا، كلا এর দিকে إضافة করে تأكيد করা হয়। كلا দ্বারা تثنية-كلتا দ্বারা تثنية مؤنث এবং جميع - كل ও عامة দ্বারা جمع এর تأكيد করা হয়। যথা–

جَاءَ كِلَا الطَّالِبَيْنِ	جَاءَ الطَّالِبَانِ كِلَاهُمَا
جَاءَتْ كِلْتَا الطَّالِبَتَيْنِ	جَاءَتِ الطَّالِبَتَانِ كِلْتَاهُمَا
جَاءَ كُلُّ الطُّلَّابِ	جَاءَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ
جَاءَتْ كُلُّ الطَّالِبَاتِ	جَاءَتِ الطَّالِبَاتُ كُلُّهُنَّ
جَاءَ جَمِيْعُ الطُّلَّابِ	جَاءَ الطُّلَّابُ جَمِيْعُهُمْ
جَاءَ عَامَّةُ الطُّلَّابِ	جَاءَ الطُّلَّابُ عَامَّتُهُمْ
جَاءَتْ عَامَّةُ الطَّالِبَاتِ	جَاءَتِ الطَّالِبَاتُ عَامَّتُهُنَّ

كل ও جميع দ্বারা অংশবিশিষ্ট শব্দকেও تأكيد করা হয়। যথা– اِشْتَرَيْتُ الْبَيْتَ كُلَّهُ আমি সম্পূর্ণ ঘরটি খরিদ করলাম। أجمع শব্দটি দ্বারা تأكيد করার সময় শব্দটিকে مؤكد এর ضمير এর দিকে إضافة করে অথবা শুধু শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করে تاكيد করা যায়। যথা–

حَضَرَ الطُّلَّابُ أَجْمَعُوْنَ ، حَضَرَ الطُّلَّابُ أَجْمَعُهُمْ .

كل ও أجمع শব্দদ্বয় এক সাথে ব্যবহার করেও تاكيد করা যায়। যথা–

سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ .

تَدْرِيْبَاتٌ

১। تأكيد কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। تأكيد কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। تأكيد معنوي এর শব্দসমূহ কয়টি ও কী কী? লেখ।

৪। تأكيد معنوي এর শব্দসমূহের সাথে সঠিক ضمير ব্যবহার কর।

৫। নিম্নের تأكيد-এর শব্দসমূহকে مؤنث/مذكر-এর ضمير এর প্রতি إضافة করে ব্যবহার কর:

وَصَلَ جَمِيْعُ الطُّلَّابِ	وَصَلَ الطُّلَّابُ جَمِيْعُهُمْ .
خَرَجَتْ جَمِيْعُ النِّسَاءِ	وَصَلَ كُلُّ الْأَصْدِقَاءِ ....
خَرَجَ عَامَّةُ الْمُصَلِّيْنَ	وَصَلَ الْمُسَافِرُوْنَ أَجْمَعُوْنَ ....
بَكَى كِلَا الرَّجُلَيْنِ	ذَهَبَتْ كِلْتَا الْمَرْأَتَيْنِ ....

৬। نفس বা عين শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর :

جَاءَ الطُّلَّابُ .... هم

جَاءَتْ عَائِشَةُ .... ها

أَكَلَتِ الطَّالِبَتَانِ .... هما

خَرَجَتِ النِّسَاءُ .... هن

ذَهَبَ الطَّالِبَانِ .... هما

اَلْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ

اَلتَّرْجَمَةُ

❑ مُبْتَدَأٌ ও خَبَر মিলে গঠিত বাক্য

اَلْمُدَرِّسُوْنَ صَالِحُوْنَ	শিক্ষকগণ নেককার।
شُعُوْرُ الْحُرِّيَّةِ شَامِخَةٌ	স্বাধীনতার চেতনা সমুন্নত।
خِيَارُ الْبَطَلَةِ سَبْعٌ	বীরশ্রেষ্ঠ সাত জন।
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য
اَللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ	আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।
اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ	পুরুষগণ স্ত্রীগণের তত্ত্বাবধায়ক।
اَللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ	আল্লাহ বিশৃঙ্খলাকে পছন্দ করেন না।
اَللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ	আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।

❑ اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِلَيْسِ ও لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ-এর ইসম ও খবর মিলে গঠিত বাক্য

مَا اللَّاعِبُوْنَ فَرِحِيْنَ	খেলোয়াড়গণ খুশী নয়।
مَا الْمُدَرِّسُوْنَ مَسْرُوْرِيْنَ	শিক্ষকগণ আনন্দিত নয়।
لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ	ঘরে কোনো পুরুষ নাই।
لَا طَالِبَ حَاضِرٌ	কোনো ছাত্র উপস্থিত নাই।
لَعَلَّ الْقَاضِيَ حَاضِرٌ	সম্ভবত বিচারক উপস্থিত।
زَيْدٌ جَالِسٌ لٰكِنَّ عَمْرًا قَائِمٌ	যায়েদ বসা কিন্তু আমর দাঁড়ানো।
إِنَّ الطَّالِبَيْنِ مُجْتَهِدَانِ	নিশ্চয়ই ছাত্র দু জন পরিশ্রমী।
لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى	মানুষ যতটুকু চেষ্টা করে ততটুকু পায়।
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ	নিশ্চয়ই সালাত অশালীন ও ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত রাখে।

❑ مَفْعُوْل بِهِ সহযোগে গঠিত বাক্য

عَرَفْتُ الطَّالِبَيْنِ	ছাত্র দুজনকে আমি চিনেছি।
دَعَا زَيْدٌ خَالِدًا	যায়েদ খালেদকে ডেকেছে।
كَتَبْتُ رِسَالَتَيْنِ	আমি দুটি পত্র লিখেছি।
لاَ تَفْتَحِ الْبَابَيْنِ	দরজা দুটি খুলো না।
اِحْتَرَمَ خَالِدٌ الْمُدَرِّسَيْنِ	খালেদ শিক্ষক দুজনকে সম্মান করেছে।
أَلْبَسَ زَيْدٌ نَعِيْمًا قَمِيْصًا	যায়েদ নাঈমকে জামা পরিধান করাল।
رَزَقَ اللهُ مَسْعُوْدًا مَالاً	আল্লাহ্ মাসউদকে সম্পদ দিয়েছেন।
رَأَيْتُ ذَا مَالٍ	আমি সম্পদশালীকে দেখেছি।
لَقِيْتُ أَبَاكَ	আমি তোমার বাবার সাথে সাক্ষাত করেছি।

❑ حال সহযোগে গঠিত বাক্য

جَاءَ خَالِدٌ رَاكِبًا	খালেদ আরোহণ অবস্থায় এসেছে।
حَضَرَتْ زَيْنَبُ مُسْرِعَةً	যয়নব দ্রুত এসেছে।
ذَهَبَ طَلْحَةُ مَاشِيًا	তালহা হেঁটে হেঁটে গেল।
دَخَلَ الْمُدَرِّسَانِ ضَاحِكَيْنِ	শিক্ষক দুজন হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় প্রবেশ করল।
خَرَجَ الطُّلاَّبُ مَسْرُوْرِيْنَ	ছাত্রগণ আনন্দিত অবস্থায় বের হল।
وَصَلَتِ النِّسَاءُ بَاكِيَاتٍ	মহিলাগণ ক্রন্দনরত অবস্থায় পৌঁছল।
رَأَيْتُ الشَّمْسَ طَالِعَةً	আমি সূর্য উদিত অবস্থায় দেখেছি।
رَأَيْتُ الْقَمَرَ وَهُوَ يَطْلُعُ	আমি চাঁদকে উদিত অবস্থায় দেখেছি।
وَجَدْتُ خَالِدًا يَنَامُ	আমি খালেদকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছি।
خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا	মানুষকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
يُرْسِلُ اللهُ الرُّسُلَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ	আল্লাহ রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

❑ مستثنى সহযোগে গঠিত বাক্য

رَأَيْتُ الطُّلاَّبَ إِلاَّ خَالِدًا	আমি খালিদ ব্যতীত অন্য ছাত্রদের দেখেছি।
خَرَجَ اللاَّعِبُوْنَ مِنَ الْمَلْعَبِ إِلاَّ لاَعِبَيْنِ	দুজন খেলোয়াড় ব্যতীত অন্য খেলোয়াড় বের হয়েছে।
قَرَأْتُ الْقَصَصَ سِوى قِصَّتَيْنِ	দুটি গল্প ছাড়া বাকি গল্পগুলো আমি পড়েছি।
وَصَلَ الْمُسَافِرُوْنَ غَيْرَ مُسَافِرٍ	একজন ভ্রমণকারী ব্যতীত বাকি ভ্রমণকারীগণ পৌঁছেছে।
دَخَلَ الْمُدَرِّسُوْنَ غَيْرَ مُدَرِّسَيْنِ	দুজন শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষকবৃন্দ প্রবেশ করেছেন।
مَا جَاءَ إِلاَّ أُسَامَةُ	উসামা ব্যতীত কেউ আসেনি।

❑ عدد ও معدود সহযোগে গঠিত বাক্য

حَضَرَ ثَلاَثَةُ طُلاَّبٍ	তিনজন ছাত্র উপস্থিত হয়েছে।
هٰؤُلاَءِ عَشَرَةُ إِخْوَةٍ	তারা দশ ভাই।
هُنَّ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ	তারা (মহিলা) তিন বোন।
كَتَبْتُ ثَلاَثَ رَسَائِلَ	আমি তিনটি চিঠি লিখেছি।
رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ مَسَاجِدَ	আমি তিনটি মসজিদ দেখেছি।
خَرَجَتْ إِحْدى عَشَرَةَ اِمْرَأَةً	এগারো জন মহিলা বের হয়েছে।
وَصَلَ إِثْنَا عَشَرَ رَجُلاً	বারো জন পুরুষ পৌঁছেছে।
رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ لاَعِبًا	আমি তেরো জন খেলোয়াড় দেখেছি।
اِشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ قَلَمًا	আমি পনেরোটি কলম ক্রয় করেছি।
بِعْتُ سِتَّةَ عَشَرَ مَوْزًا	আমি ষোলটি কলা বিক্রয় করেছি।
أَخَذْتُ سَبْعَ عَشَرَةَ حَقِيْبَةً	আমি সতেরোটি ব্যাগ নিয়েছি।
عِنْدِيْ مِاَةُ كِتَابٍ	আমার একশত বই আছে।
رَأَيْتُ مِاَتَيْ طَالِبٍ	আমি দুইশত ছাত্র দেখেছি।
إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا	নিশ্চয়ই আমি এগারোটি নক্ষত্র দেখেছি।

❑ تميز **সহযোগে** গঠিত বাক্য

حَسُنَ خَالِدٌ أَخْلَاقًا	চরিত্রের দিক দিয়ে খালিদ উত্তম!
فَرِحَ زَيْدٌ أَبًا	যায়েদ পিতা হিসেবে খুশি হয়েছে।
فِي الْمَدْرَسَةِ عِشْرُوْنَ مُعَلِّمًا	মাদরাসায় বিশ জন শিক্ষক রয়েছেন।
عِنْدِيْ كَذَا وَكَذَا قَلَمًا	আমার কাছে এত এত কলম আছে।
بَكْرٌ أَكْثَرُ مَالاً مِنْ مَسْعُوْدٍ	মাসউদের চেয়ে বকরের সম্পদ বেশি।
بِعْتُ ذِرَاعًا ثَوْبًا	এক গজ কাপড় বিক্রি করেছি।

❑ صفة ও موصوف **সহযোগে** গঠিত বাক্য

اَلرَّحْمَةُ صِفَةٌ مَحْمُوْدَةٌ	দয়া একটি প্রশংসিত গুণ।
اَلْكَعْبَةُ بَيْتٌ قَدِيْمٌ	কা'বা একটি পুরাতন ঘর।
اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ كِتَابُ اللهِ	কুরআনুল কারীম আল্লাহর কিতাব।
اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ مُطِيْعَةٌ	নেককার মহিলা অনুগত।
هُمَا بِنْتَانِ جَمِيْلَتَانِ	তারা দুজন সুন্দর মেয়ে।
اِشْتَرَيْتُ كِتَابَيْنِ جَدِيْدَيْنِ	আমি দুটি নতুন বই কিনেছি।
حَضَرَ الرِّجَالُ الصَّالِحُوْنَ	সৎ পুরুষগণ উপস্থিত হয়েছেন।

❑ تاكيد ও مؤكد **সহযোগে** গঠিত বাক্য

حَضَرَ التَّلَامِيْذُ كُلُّهُمْ فِي الْمَدْرَسَةِ	ছাত্ররা সকলেই মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়েছে।
وَصَلَ الصَّدِيْقَانِ أَنْفُسُهُمَا	দুবন্ধুই পৌছেছে।
قَرَأْتُ الْقِصَّةَ كُلَّهَا	আমি সম্পূর্ণ গল্পটি পড়েছি।
خَرَجَتِ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ	সকল মহিলা বের হয়েছে।
سَافَرَتِ الْمَرْأَتَانِ كِلْتَاهُمَا	দুই মহিলাই ভ্রমণ করেছে।
غَابَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ	সকল ছাত্রই অনুপস্থিত।

❑ مضاف ও مضاف إليه সহযোগে গঠিত বাক্য

هٰذَانِ كِتَابَا زَيْدٍ	এই দুটি যায়েদের বই।
هٰؤُلَاءِ مُسْلِمُو بَنْغَلَادِيْش	তারা বাংলাদেশের মুসলিম।
قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ	আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি।
كَانَ عُمَرُ ﷺ خَلِيْفَةَ الْمُسْلِمِيْنَ	ওমর (ﷺ) মুসলমানদের খলিফা ছিলেন।
قُمْتُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ	আমি দুই পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়েছি।
أَنَا صَدِيْقُ أَبِيْكَ	আমি তোমার বাবার বন্ধু।

❑ ضمير সহযোগে গঠিত বাক্য

زَيْدٌ هُوَ أَخِيْ	যায়েদ, সে আমার ভাই।
اَلْبَيْتُ غُرْفَتُهُ كَبِيْرَةٌ	ঘর, তার রুমটি বড়।
إِبْرَاهِيْمُ وَخَالِدٌ أَخُوْهُمَا مُدَرِّسٌ	ইবরাহীম ও খালেদ তাদের ভাই শিক্ষক।
اَلَّذِيْنَ خَرَجُوْا هُمْ إِخْوَانِيْ	যারা বের হয়েছে তারা আমার ভাই।
اَلَّذِيْ يَكْتُبُ هُوَ كَاتِبٌ	যিনি লিখছেন তিনি লেখক।

❑ اسم الإشارة সহযোগে গঠিত বাক্য

هٰذِهِ الْمَرْأَةُ طَبِيْبَةٌ	এই মহিলাটি ডাক্তার।
هٰؤُلَاءِ الطُّلَّابُ إِخْوَانٌ	ঐ সকল ছাত্র পরস্পর ভাই।
اِشْتَرَيْتُ هٰذَيْنِ الْقَلَمَيْنِ	আমি এই কলম দুটো ক্রয় করেছি।
ذٰلِكَ الرَّجُلُ تَاجِرٌ	ঐ ব্যক্তি ব্যবসায়ী।
رَأَيْتُ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ	আমি এই গাছ দুটি দেখেছি।
أُوْلٰئِكَ الْمُسْلِمُوْنَ مُجَاهِدُوْنَ	ঐ সব মুসলমান মুজাহিদ।
تِلْكَ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةٌ	ঐ মহিলাটি মুসলিম।
هٰذِهِ الْأَشْجَارُ جَمِيْلَةٌ	এই গাছগুলো সুন্দর।

❑ اسم اَلْمَوصول সহযোগে গঠিত বাক্য

رَأَيْتُ الطَّالِبَيْنِ الَّذَيْنِ يَدْرُسَانِ	আমি সে ছাত্র দুজনকে দেখেছি যারা পড়াশুনা করে।
لَقِيْتُ الْمُدَرِّسَيْنِ الَّذَيْنِ يُدَرِّسَانِنَا	আমি সে শিক্ষক দুইজনের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যারা আমাদের পড়ান।
زُرْتُ الأَصْدِقَاءَ الَّذِيْنَ يُسَافِرُوْنَ	আমি সেসব বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যারা ভ্রমণ করবে।
جَاءَتِ الْمُدَرِّسَةُ الَّتِي تُدَرِّسُ	সেই শিক্ষিকা এসেছেন যিনি পড়ান।
اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ	যারা ইমান এনেছেন তারা সফলকাম।
اَللاَّتِيْ خَرَجْنَ هُنَّ أَخَوَاتِيْ	যে সকল মহিলা বের হয়েছে, তারা আমার বোন।

❑ جار ومجرور সহযোগে গঠিত বাক্য

اَلْكِتَابُ لِأَبِيْكَ	বইটি তোমার বাবার।
لِلْمُدَرِّسِيْنَ غُرْفَةٌ جَمِيْلَةٌ	শিক্ষকদের জন্য একটি সুন্দর কক্ষ আছে।
نَظَرْتُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ	আমি লোক দুটির প্রতি তাকিয়েছে।
دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ	আমি ইসলামে প্রবেশ করেছি/ ইসলাম গ্রহণ করেছি।
هُوَ أَمِيْرٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ	তিনি মুসলমানদের আমীর।
ذَهَبْتُ إِلَى السُّوْقِ	আমি বাজারে গিয়েছি।
رَكِبْتُ عَلَى السَّيَّارَةِ	আমি গাড়িতে আরোহণ করেছি।
خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ	আল্লাহ তাদের অন্তকরণ ও কর্ণে মোহর মেরেছেন।
لَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ	সে মিসকিনদের খাবার প্রদানে উৎসাহিত করে না।
خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ	তাকে বিক্ষিপ্ত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ	সুতরাং আপনি আপনার মহান রবের নামে তাসবীহ পড়ুন।
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ	নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ	তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর রয়েছে।

❑ فعل ماضي ও مضارع সহযোগে গঠিত বাক্য

أَنَا اٰكُلُ بَعْدَ سَاعَةٍ	আমি এক ঘণ্টা পরে খাব।
هُوَ سَافَرَ فِي الشَّهْرِ الْمَاضِيْ	সে গতমাসে ভ্রমণ করেছে।
هُنَّ يَذْهَبْنَ إِلى دَكَا	তারা (মহিলা) ঢাকা যাবে।
هِيَ جَاءَتْ مِنَ الْبَيْتِ	সে (মহিলা) বাড়ি থেকে এসেছে।
أَنْتَ دَرَسْتَ دَرْسَكَ	তুমি তোমার পাঠটি পড়েছ।
أَنْتُمْ تَقْرَؤُوْنَ الْجَرَائِدَ	তোমরা পত্রিকা পড়েছ।
هُوَ يَحُجُّ فِي السَّنَةِ الْقَادِمَةِ	সে আগামী বছর হজ্জে যাবে।
أُلْقِيَ يُوْسُفُ فِيْ الْبِئْرِ	ইউসুফ (عليه السلام)-কে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে।
نُوْدِيَ النَّاسُ لِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ	মানুষদেরকে জুমার সালাতের জন্য আহবান করা হল।
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشُّرْبِ ثَلَاثًا	নবি করিম ﷺ তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন।
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فِي رَمَضَانَ	তোমাদের ওপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে।

❑ فعل الأمر ও فعل النهي সহযোগে গঠিত বাক্য

أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ	তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং উহাতে পার্থক্য করো না।
أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ	সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং সৎকাজে আদেশ দাও।
اُعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ	তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ	তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করো না।
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	আপনি আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখান।
يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ	ওহে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না।
قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا	তুমি রাতের কিছু অংশে কিয়াম কর।
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ	বলুন! তিনি আল্লাহ একক।
رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا	তুমি তারতিলসহ কুরআন তেলাওয়াত কর।

نواصب الفعل الْمُضارع সহযোগে গঠিত বাক্য

هُمَا لَنْ يَذْهَبَا	তারা দু জন কখনও যাবে না।
أَنْتُمْ لَنْ تُسَافِرُوْا	তোমরা কখনও ভ্রমণ করবে না।
يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَأْكُلُوْا	তারা খেতে চায়।
هُنَّ جِئْنَ كَيْ يَتَعَلَّمْنَ الْقُرْآنَ	তারা (মহিলা) কুরআন শিখতে এসেছে।
هُمْ جَاؤُوْا كَيْ يَتَعَلَّمُوْا	তারা শিখতে এসেছে।
أُرِيْدُ أَنْ أَرْكَبَ	আমি আরোহণ করতে চাই।
هُمَا سَافَرَا إِلى مَكَّةَ لِيَحُجَّا	তারা দু জন হজ্জের জন্য মক্কা ভ্রমণ করেছে।
اِجْتَهِدُوْا إِذَنْ تَنْجَحُوْا	চেষ্টা করো সফল হবে।
لاَ تَتَكَلَّمُوْا كَثِيْرًا تَسْلَمُوْا	বেশি কথা বলবে না নিরাপদে থাকবে।
نَحْنُ نَجْتَهِدُ لِكَيْ تَنْجَحُوْا	আমরা চেষ্টা করব যাতে তোমরা পাশ করতে পার।
لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا	তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

جوازم الفعل الْمُضارع সহযোগে গঠিত বাক্য

أَنْتُمْ لَمْ تُسَافِرُوا	তোমরা ভ্রমণ করনি।
هُمَا لَمْ يَأْكُلاَ	তারা দু জন যায়নি।
إِنْ تَجْتَهِدُوْا يَنْجَحُوْا	যদি তোমরা চেষ্টা কর, তবে তারা পাশ করবে।
مَنْ يَسْعَ يَنْجَحْ	যে চেষ্টা করে পাশ করে।
مَنْ يَدْعُ اللهَ فَاللهُ يَسْتَجِبْ لَهُ	যে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করে আল্লাহ্ তার দোয়া কবুল করেন।
هُمْ ذَهَبُوْا إِلى السُّوْقِ وَلَمَّا يَرْجِعُوْا	তারা বাজারে গিয়েছে এখনও ফিরে নাই।
اِجْتَهِدُوْا تَنْجَحُوْا	তোমরা চেষ্টা করো সফল হবে।
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا	সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি।
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ	সামর্থ্যবান যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে

اَلْوَحِدَةُ الرَّابِعَةُ

اَلرَّسَائِلُ وَالْعَرَائِضُ

(أ) اَلرَّسَائِلُ

١- اُكْتُبْ رِسَالَةً إِلٰى أُمِّكَ تُخْبِرُهَا بِمَجِيْئِكَ إِلٰى الْبَيْتِ فِي الشَّهْرِ الْقَادِمِ بَعْدَ الاِمْتِحَانِ الْمَرْكَزِيِّ

التاريخ : ٢٠٢٥/٧/١م

عبد الله

اَلْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَةُ بِدَاكَا

أُمِّي الْمُحْتَرَمَة !

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ فَأَرْجُوْ أَنَّكُمْ بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ وَأَنَا أَيْضًا بِتَوْفِيْقِ اللهِ وَإِرَادَتِهِ بِخَيْرٍ ، وَلٰكِنَّ طُوْلَ الْفِرَاقِ مِنْكُمْ يُحْزِنُنِيْ حُزْنًا شَدِيْدًا ، فَكَيْفَ أَقْضِيْ أَوْقَاتِيْ دُوْنَ أُمِّيْ! فَإِنَّكِ لَتَعْلَمِيْنَ أَنَّ اِمْتِحَانَنَا الْمَرْكَزِي سَيَنْعَقِدُ فِي الشَّهْرِ الْقَادِمِ مِنْ ٢٠٢٥/٨/١٢م إلى ٢٠٢٥/٨/٢٧م . فَأُرِيْدُ أَنْ أَحْضُرَ فِيْ خِدْمَتِكِ بَعْدَ الاِمْتِحَانِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى ، فَعَلَيْكِ أَنْ تَدْعِي إِلٰى اللهِ تَعَالٰى لِتَنَوُّرِ حَيَاةِ وَلَدِكِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ.

وَبَلِّغِيْ سَلَامِيْ إِلَي أَبِي الْكَرِيْمِ وَاِخْوَانِي الْكِرَامِ، وَالْوُدُّ وَالشَّفَقَةُ عَلٰى أَصْغَارٍ ، وَخِتَامًا أَرْجُوْ لَكُمْ دَوَامَ الصِّحَةِ وَالتَّقَدُّمَ فِيْ الْحَيَاةِ .

اِبْنُكُنِ الْعَزِيْزِ

عبد الله

اَلْمُرْسِلُ :	طَابِعٌ اَلْمُرْسَلُ إِلَيْهِ
عَبْدُ الله	عبيد الرحمن
اَلْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَةُ بِدَاكَا ، بخشي بازار، داكا.	٢٣ شارع الكلية ، مومن شاهي

٢- اُكْتُبْ رِسَالَةً إِلٰى أَبِيْكَ تُخْبِرُه عَنْ نَجَاحِكَ السَّارِّ فِي الاِخْتِبَارِ

التاريخ : ٢٠٢٥/٨/٦م

مُحَمَّد عَبْدُ الرَّحْمٰن

مَدْرَسَةُ دَارُ النَّجَاةِ الكَامِلْ

رَقْمُ الْغُرْفَةِ : ١٠٠٢

أَبِيْ الْمُحْتَرَمْ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ أَرْجُوْ أَنَّكُمْ بِالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ . وَأَنَا أَيْضًا بِدُعَائِكُمُ الصَّالِحِ بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ، فَأُخْبِرُكُمْ خَبَرًا يَسُرُّكُمْ سُرُوْرًا وَهُوَ إِنِّيْ حَصَلْتُ التَّقْدِيْرَ الْأَوَّلَ فِيْ الْاِمْتِحَانِ الْاِنْتِخَابِيِّ. وَأَسَاتِذَتِيْ كُلُّهُمْ رَغَّبُوْنِيْ فِيْ الْاِمْتِحَانِ الْمَرْكَزِيِّ، فَبَدَأْتُ مُذَاكَرَةَ الدُّرُوْسِ وَاهْتَمَمْتُ بِالْكِتَابَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، لأَنَّ حُسْنَ الْكِتَابَةِ يُؤَيِّدُ كَثِيْرًا فِي نَيْلِ النَّتِيْجَةِ الْمُتَفَوِّقَةِ فِيْ الاِمْتِحَانِ ، وَأُحَاوِلُ أَنْ أَحْصُلَ عَلٰى ثَمَانِيْنَ أَوْ أَكْثَرَ دَرَجَةً فِيْ الْمِائَةِ فِيْ كُلِّ مَادَّةٍ فِيْ الْمُسْتَقْبِلِ ، فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَدْعُوْا لِي وَتُبَلِّغُوْا السَّلَامَ عَلٰى أُمِّي الْمُحْتَرَمَةِ وَعَلٰى مَنْ يَسْكُنُ فِيْ الدَّارِ مِنَ الْأَكَابِرِ وَالشَّفَقَةَ عَلٰى الصِّغَارِ. أَعَانَكُمُ اللهُ وَيَحْفَظُكُمْ جَمِيْعًا .

اِبْنُكُمُ الْمُطِيْعُ
مُحَمَّد عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

اَلْمُرْسِلُ	طابع اَلْمُرْسَلُ إِلَيْهِ
مُحَمَّد عَبْدُ الرَّحْمٰنِ	مَوْلَانَا عَبْدُ اللهِ
مَسْكَنُ الطُّلَّابِ، مَدْرَسَةُ دَارُ النَّجَاةِ الْكَامِلِ	٢٢ نَظْرُ الإِسْلَامِ الشَّارِعِ
دمرا ، داكا- ١٢٠٤	بَرْغُوْنَا.

٣- اُكْتُبْ رِسَالَةً إِلَى صَدِيْقِكَ تُخْبِرُه بِأَحْوَالِ سَفَرِكَ .

التاريخ : ١٢\١٢\٢٠٢٥م
عَرِيْفُ الرَّحْمٰنِ
هيل تكس، شيتاغونغ.

صَدِيْقِي الْعَزِيْزُ!
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
أَرْجُوْ أَنَّكَ مَعَ وَالِدَيْكَ بِالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ وَأَنَا أَيْضًا كَذَلِكَ ، إِنِّي عُدْتُ مِنْ دَاكَا صَبَاحَ الْيَوْمِ، وَقَدْ سَافَرْتُ إِلَيْهَا فِي الْأُسْبُوْعِ الماضي، ذَهَبْتُ إِلَيْهَا بِالْحَافِلَةِ مِنْ شِيْتَاغُوْنغْ، وَالسَّفَرُ بِالْحَافِلَةِ أَخَذَ سَبْعَ سَاعَاتٍ، بَدَأْتُ السَّفَرَ مِنَ الصَّبَاحِ وَوَصَلْتُ إِلَيْهَا مَسَاءً، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ مُمَتِّعًا، وَمَا ذَهَبْتُ إِلَى دَاكَا قَطُّ قَبْلَ هٰذَا، فَازْدَادَتْ فَرْحَتِيْ بِرُؤْيَةِ مَدِيْنَةِ دَاكَا ، مَدِيْنَةُ دَكَا مَمْلُوْءَةٌ بِالْعِمَارَاتِ الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنَةِ الَّتِي هِيَ تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ. شَوَارِعُهَا وَاسِعَةٌ تَجْرِيْ عَلَيْهَا الحَوافل. وَزُرتُ هُنَاكَ عَدَدًا مِنَ الْمَوَاضِعِ مَثَلاً: قِلْعَةُ لَالْبَاغْ، وَالْبَيْتُ الْمُكَرَّمُ، وَحَدِيْقَةُ رَمْنَا، وَحَدِيْقَةُ الْحَيَوَانَاتِ، وَجَامِعَةُ دَاكَا، وَالْمَطَارُ الدَّوْلِيُّ . وَزُرْتُ فُنْدُقَ سُوْنَرْغَاو. وَمَا أَحْسَنَ هٰذَا الْفُنْدُق، وَتَنَاوَلْتُ الأَغْذِيَةَ اللَّذِيْذَةَ وَعَلِمْتُ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً بِمُشَاهَدَةِ مَوَاضِعَ تَارِيْخِيَّةٍ، الَّذِيْ زَادَنِيْ عِلْمًا. فَالشُّكْرُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الَّذِيْ وَفَّقَنِيْ لِلْسَفَرِ إِلَي دَاكَا ، وَالسَّلَامُ وَالدُّعَاءُ لَكَ .

صَدِيْقُكَ
عَرِيْفُ الرَّحْمٰنِ

اَلْمُرْسِلُ	طابع اَلْمُرْسَلُ إِلَيْهِ
عَرِيْفُ الرَّحْمٰنِ	عَبْدُ الْعَزِيْزِ
هيل تكس، شيتاغونغ.	٢٥ بينودفور ، رَاجْشَاهِيْ، بَنْغَلَادِيْش

٤- اُكْتُبْ رِسَالَةً إِلٰى أُخْتِكَ لِإِرْسَالِ خَمْسَمِائَةِ تَاكَا.

التاريخ : ٢٠٢٥/١١/١١م
مُنَوَّرْ حُسَيْنْ
مَدْرَسَةَ مِفْتَاحُ الْعُلُوْمِ الْكَامِلْ ، دَاكَا

أُخْتِي الْمُحْتَرَمَةُ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ أَرْجُوْ أَنَّكُنَّ بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ، وَأَنَا أَيْضًا كَذٰلِكَ بِتَوْفِيْقِ اللهِ، أَنْتُنَّ تَعْلَمْنَ يَا أُخْتِيْ، أَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الْبَيْتِ، لَايَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْمَلَ وَلَايَسْتَطِيْعُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَـيَّ تَاكَا لِقَضَاءِ حَاجَاتِيْ الشَّخْصِيَّةِ، وَأَنَا الْأٰنَ بِحَاجَةٍ إِلٰى خَمْسِمِأَةِ تَاكَا لِقَضَاءِ حَاجَتِيْ. فَالرَّجَاءُ مِنْكُنَّ أَنْ تُرْسِلْنَ إِلَـيَّ خَمْسِمِأَةِ تَاكَا.

بَلِّغِيْ السَّلَامَ عَلٰى أَهْلِكَ الْوُدُّ وَالشَّفَقَةُ عَلٰى الصِّغَارِ ، وَخِتَامًا أَرْجُوْ لَكُمْ دَوَامَ الصِّحَّةِ وَالتَّقَدُّمَ فِي الْحَيَاةِ .

أَخُوْكُمُ الْعَزِيْزُ
مُنَوَّرْ حُسَيْنْ

طابع اَلْمُرْسَلُ إِلَيْها مُحْتَرَمَةُ فَاطِمَةُ ١١ شارع منصور ، رَاجْشَاهِيْ	اَلْمُرْسِلُ مُنَوَّرْ حُسَيْنْ مَدْرَسَةُ مِفْتَاحُ الْعُلُوْمِ الْكَامِلِ ، دَاكَا

٥- أُكْتُبْ رِسَالَةً إِلٰى صَدِيْقِكَ تَدْعُوْهُ بِمُنَاسَبَةِ زَوَاجِ أُخْتِكَ الصَّغِيْرَةِ .

التاريخ : ٢٠٢٥/٢/٢٣م
عَبْدُ الرَّحِيْمِ
اَلْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَةُ بِخُوْلْنَا

صَدِيْقِى الْحَمِيْمُ سَعِيْدٌ!
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ أَرْجُوْ أَنَّكُمْ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ وَأَنَا أَيْضًا بِحَمْدِ اللهِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالرَّاحَةِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ، فَقَدْ مَضَتْ أَيَّامٌ اِنْقَطَعَتْ فِيْهَا الْمُرَاسَلَةُ بَيْنَنَا لِشُغْلٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَيَسُرُّنِيْ أَنْ أُخْبِرَكَ أَنَّ زِوَاجَ أُخْتِيْ الصَّغِيْرَةِ سَيَنْعَقِدُ فِيْ الْـخَامِسِ مِنْ مَارِسِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَقَدْ عُيِّنَ هٰذَا الْيَوْمَ بِالْأَمْسِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَا اِبْنٌ وَحِيْدٌ فِيْ أُسْرَتِيْ فَلاَ أَحَدٌ يُسَاعِدُنِيْ فِي هٰذِهِ الْحَفْلَةِ الْمُبَارَكَةِ فَلاَ بُدَّ عَلَيْكَ أَنْ تَحْضُرَ مَعَ أُسْرَتِكَ لِتَنْظِيْمِ حَفْلَةِ الزَّوَاجِ حَقَّ النَّظَامِ، وَلاَ يَسُرُّنِيْ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ أَيَّ عُذْرٍ.

وَالسَّلَامُ عَلى أَبَوَيْكَ وَأَخِيْكَ الْكَبِيْرِ، وَالْحُبُّ إِلى أُخْتِكَ الصَّغِيْرَةِ، وَنَدْعُو اللهَ دوام صِحَّتِكَ، وَنَنْتَظِرُ رِسَالَتَكَ .

صَدِيْقُكَ الْحَمِيْمُ
عَبْدُ الرَّحِيْمِ

طابع اَلْمُرْسَلُ إِلَيْهِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ٢٢ شَارِعْ شَاهْ جَلَال ، بَرِيْسَال.	اَلْمُرْسِلُ عَبْدُ الرَّحِيْمِ اَلْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَةُ بِـخُوْلْنَا

(ب) اَلْعَرَائِضُ

١- اُكْتُبْ طَلَبًا إِلَى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ مِنْهُ الرُّخْصَةَ لِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .

اَلتَّارِيْخُ : ١٤/١٠/ ٢٠٢٥م

إلى

صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ

مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ بِخُولْنَا

٤٥ شَارِعُ خَان جَهَانْ عَلِيْ ، خولنا

بِوَاسِطَةِ مُدَرِّسِ الصَّفِّ

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ الرُّخْصَةِ لِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

اَلسَّيِّدُ الْمُحْتَرَمُ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ أَدَاءِ وَاجِبِ الْاِحْتِرَامِ أُفِيْدُكُمْ عِلْمًا بِأَنِّيْ طَالِبٌ مُوَاظِبٌ فِيْ الصَّفِّ الثَّامِنِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ، وَأُفِيْدُكُمْ إِنَّ زَوَاجَ أُخْتِـيْ سَوْفَ يَنْعَقِدُ فِيْ ١٦/١٠/٢٠٢٥م وَبِمُنَاسَبَةِ هٰذَا أَرْجُوْ مِنْ فَضِيْلَتِكُمْ الرُّخْصَةَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ ١٥/١٠/ ٢٠٢٥م إلى ١٨/١٠/٢٠٢٥م .

فَالْمَطْلُوْبُ مِنْ حَضَرَتِكُمُ التَّكَرُّمَ بِالرُّخْصَةِ لِلْأَيَّامِ الْمَذْكُوْرَةِ ، وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ مَعَ فَائِقِ الْاِحْتِرَامِ .

اَلْمُقَدِّمُ

طَالِبُكُمُ الْمُطِيْعُ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

اَلصَّفُّ الثَّامِنُ

رَقْمُ الْمُسَلْسَلِ : ١

٢ - أُكْتُبْ طَلَبًا إِلَى مُدِيرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ مِنْهُ عَفْوَ الْغَرَامَةِ للأيام الَّتِيْ غِبْتَ فِيْهَا .

اَلتَّارِيْخُ : ٢٠٢٥/١٠/١٤م

إلى

صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ

مُدِيْرُ مدرسة الصَّلَاحِيَّةِ

مولوي بازار ، سيلهت

بِوَاسِطَةِ مُدَرِّسِ الصَّفِّ

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ عَفْوِ الْغَرَامَةِ لِلأَيَّامِ الَّتِيْ غِبْتُ فِيْهَا.

سَيِّدِ ي الْمُحْتَرَمُ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ أُفِيْدُكُمْ عِلْمًا بِأَنِّي طَالِبٌ مُوَاظِبٌ فِيْ الصَّفِّ الثَّامِنِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ الشَّهِيْرَةِ، وَأُفِيْدُكُمْ بِأَنِّي كُنْتُ مُصَابًا بِالْحُمّٰى الشَّدِيْدَةِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ ٢٠٢٥/١٠/١٥م إِلَى ٢٠٢٥/١٠/١٧م ، وَلِهٰذا مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَحْضُرَ الْمَدْرَسَةَ.

فَالْمَطْلُوْبُ مِنْ حَضْرَتِكُمْ التَّكَرُّمَ بِالرُّخْصَةِ لِلأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ عَفْوِ الْغَرَامَةِ، وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ مَعَ فَائِقِ الإِحْتِرَامِ.

اَلْمُقَدِّمُ

طَالِبُكُمْ الْمُطِيْعُ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

اَلصَّفُّ : الثَّامِنُ

رَقْمُ الْمُسَلْسَلِ : ١

٣- أُكْتُبْ طَلَبًا إِلٰى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ مِنْهُ اِسْتِخْدَامَ الْمَكْتَبَةِ مَسَاءً .

اَلتَّارِيْخُ : ١٩/٢/٢٠٢٥م

إِلٰى

صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ

مَدْرَسَةُ دَارُ الْخَيْرِ اَلْكَامِلْ

٢٥ شارع محسن الدين ، شيتاغونغ .

بِوَاسِطَةِ مُدَرِّسِ الصَّفِّ

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ اِسْتِخْدَامِ الْمَكْتَبَةِ مَسَاءً.

سَيِّدِيْ الْمُحْتَرَمُ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ أُفِيْدُكُمْ عِلْمًا بِأَنِّى طَالِبٌ مُوَاظِبٌ فِي الصَّفِّ الثَّامِنْ مِنْ مَدْرَسَتِكُمُ الشَّهِيْرَةِ، أَنَا أَكْتُبُ بَعْضَ الْمَقَالَةِ وَالقِصَّةِ فِي الْجَرَائِدِ الْيَوْمِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ. لِذَا لِي رُغْبَةٌ شَدِيْدَةٌ فِيْ قِرَاءَةِ الْكُتُبِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ مَكْتَبَةِ الْمَدْرَسَةِ. وَهٰذَا لاَ يُمْكِنُ لِي لِعَدَمِ فَتْحِ الْمَكْتَبَةِ مَسَاءً.

فَالرَّجَاءُ مِنْ حَضْرَتِكُمْ فَتْحَ مَكْتَبَةِ الْمَدْرَسَةِ مَسَاءً، وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ مَعَ فَائِقِ الْاِحْتِرَامِ .

اَلْمُقَدِّمُ

طَالِبُكُمُ الْمُطِيْعُ

عَبْدُ اللهِ

اَلصَّفُّ : الثَّامِنُ

رَقْمُ الْمُسَلْسَلُ : ٢

اَلْوَحْدَةُ الْخَامِسَةُ

اَلإِنْشَاءُ الْعَرَبِيُّ

[ইনশা (الإنشاء) অর্থ হল রচনা। এ পাঠে রচনার কতগুলো উদাহরণ পেশ করা হল। এগুলো মুখস্ত করে পরীক্ষায় লেখার জন্য নয়। এগুলো শিক্ষার্থীগণ নমুনা হিসেবে শিখবে। শিক্ষক নমুনা হিসেবে এ রচনাগুলা শেখানোর পর আরো নতুন বিষয়ে রচনা তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন এবং বাড়ির কাজ দিবেন।]

١- اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ

اَلْمُقَدِّمَةُ : اَلْقُرْآنُ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ فَتَحَ، مَعْنَاهُ لُغَةً اَلْقِرَاءَةُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ:اَلْقُرْآنُ هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَـزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ (ﷺ) اَلْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ وَالْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا بِلاَ شُبْهَةٍ .

نُزُوْلُ الْقُرْآنِ : كَانَ الْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ فِي لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ وَأُنْـزِلَ مِنْهُ دَفْعَتَيْنِ : فِى الدَّفْعَةِ الأُوْلَى أَنْزَلَه اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ نَزَّلَ مِنْهَا عَلَى النَّبِيِّ الأُمِّيِّ مُحَمَّدٍ (ﷺ) شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى وُفْقِ حَوَائِجِ النَّاسِ. مُدَّةُ نُزُوْلِهِ ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً مِنْ ٦١٠م إِلَى ٦٣٣م وَعَدَدُ سُوَرِهِ ١١٤وَعَدَدُ أياتِهِ ٦٢٣٦ وَعَدَدُ أَجْزَائِهِ ثَلاَثُوْنَ، وَأَلْفَاظُهُ وَمَعَانِيْهِ كُلُّهَا مِنَ اللهِ تَعَالَى.

مَقْصَدُ نُزُوْلِ الْقُرْآنِ : إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَ هُوَ كَلاَمُ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – أَنْـزَلَهُ اللهُ تَعَالَى لِهِدَايَةِ النَّاسِ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ، وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْئٍ، وَمُشْتَمِلاً عَلَى حَلِّ جَمِيْعِ مَسَائِلِ حَيَاةِ النَّاسِ وَمَشَاكِلِهِمْ . بَيَّنَ اللهُ – عَزَّوَجَلَّ – فِيْهِ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِي أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ صَرَاحَةً وَإِشَارَةً.

شَرْفُ الْقُرْآنِ : اَلْقُرْآنُ يُصَدِّقُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، وَهُوَ أَعْظَمُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، وَهُوَ كِتَابٌ لاَ يُمَاثِلُهُ وَلاَ يَسْتَوِيْهِ أَيُّ كِتَابٍ فِيْ الدُّنْيَا، لِأَنَّهُ تَحَدَّى الْبَشَرِيَّةَ كُلَّهَا إِنْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مِنْ أَمْرِهِ فَلْيَأْتُوا بِكِتَابٍ مِثْلِهِ ، (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَأْتُوْا، ثُمَّ أَعْلَنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي اِسْتِطَاعَةِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَلِّفُوْا كِتَابًا مِثْلَ الْقُرْآنِ. كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) أَيْ أَنَّهُمْ كَمَا لَمْ يَسْتَطِيْعُوْا فِي الْمَاضِي كَذٰلِكَ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ فِي الْمُسْتَقْبِلِ أَيْضًا.

وَاجِبُنَا نَحْوَ الْقُرْآنِ : قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) "اَلنَّصِيْحَةُ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِكِتَابِهِ" وَمِنْ هٰذَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ قِرَاءَةً صَحِيْحَةً وَنَفْهَمَهُ فَهْمًا كَامِلاً وَأَنْ نَتَعَلَّمَه وَنُعَلِّمَه وَأَنْ نَبْذُلَ قُصَارى جُهُوْدِنَا لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ - عَزَّوَجَلَّ - وَأَنْ نَمْتَثِلَ أَوَامِرَهَ وَنَجْتَنِبَ نَوَاهِيَه.

اَلْخَاتِمَةُ : نَظْرًا إِلَى ذَلِكَ نَقُوْلُ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ هِدَايَتُنَا الْمُضِيْئَةُ الْمُطَهَّرُ وَهُوَ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَئٍ، وَفِيْهِ فَلَاحٌ وَنَجَاةٌ لِحَيَاةِ الْإِنْسَانِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ.

٢- اَلْفِيْلُ

اَلْمُقَدِّمَةُ : اَلْفِيْلُ أَعْجَبُ مَخْلُوْقَاتِ اللهِ تَعَالٰى ، فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ حَيَوَانَاتِ الأَرْضِ جُثَّةً وَأَشَدُّهَا بَأْسًا، وَلَا يُمَاثِلُه حَيْوَانٌ أٰخَرُ فِيْ ضَخَامَةِ الْـجِسْمِ.

شَكْلُه : لَهُ رَأْسٌ عَظِيْمٌ وَعَيْنَانِ صَغِيْرَتَانِ وَأُذْنَانِ كَبِيْرَتَانِ وَعُنُقٌ قَصِيْرٌ، وَلَهُ خُرْطُوْمٌ طَوِيْلٌ وَنَابَانِ عَظِيْمَتَانِ وَأَرْبَعُ قَوَائِمَ كَالأَعْمِدَةِ وَذَنَبٌ مُتَوَسِّطٌ فِي الطُّوْلِ. طَوْلُهُ نَحْوُ خَمْسَةِ أَمْتَارٍ وَارْتِفَاعُهُ تَقْرِيْبًا ثَلَاثَةُ أَمْتَارٍ وَجِسْمُه خَشِنٌ خَالٍ مِنَ الْوَبَرِ.

غِذَائُه : هُوَ يَأْكُلُ النَّبَاتِ كَالْعِنَبِ وَأَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَالنَّارْجِيْلِ وَقَصْبِ السُّكَّرِ وَالْحَشِيْشِ، أَحَبُّ طَعَامِهِ شَجَرُ الْمَوْزِ وَيَشْرَبُ الْمَاءَ.

طَبِيْعَتُه : اَلْفِيْلُ لَطِيْفٌ بِطَبِيْعَتِهِ مُطِيْعٌ جِدًّا لِصَاحِبِهِ. وَبِالتَّعْوِيْدِ يُمْكِنُ لِلْفِيْلِ أَنْ يَقُوْمَ بِالأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ الْبَدِيْعَةِ الشَّاقَّةِ، يَغُوْصُ فِيْ عَمِيْقِ الْمَاءِ وَيَرْفَعُ الْخُرْطُوْمَ وَيَخَافُ النَّارَ وَالأَشْوَاكَ، وَهُوَ يَصُوْتُ صَوْتًا كَبِيْرًا، يَحْيِي نَحْوًا مِن ثَمَانِيْنَ سَنَةً.

مَوْطِنُه : مَوْطِنُ الْفِيْلِ الأَقَالِيْمُ الْحَارَّةُ مِنْ أَفْرِيْقَا وَأٰسِيَا. وَيُوْجَدُ كَثِيْرًا فِي جَزِيْرَةِ سَيْلَانِ وَيَسْكُنُ فِي الْمَنَاطِقِ الْجَبَلِيَّةِ وَالْغَابَاتِ. وَهُوَ شَدِيْدُ الْمَيْلِ إِلى الْمَاءِ، يَمْكُثُ فِيْهِ سَاعَاتٍ .

فَوَائِدُه : يُسْتَخْدَمُ الْفِيْلُ فِي الْهِنْدِ وَالْبَاكِسْتَانِ وَفِيْ الْبِلَادِ الشَّرْقِيَّةِ لِلْحَمْلِ كَمَا أَنَّه يُسْتَخْدَمُ فِي الْـحَرْبِ وَلِصَيْدِ النَّمِرِ ، وَيُصْنَعُ مِنْ أَنْيَابِهِ الْمُشْطُ وَمَقَابِضُ السِّكِّيْنِ وَالْعَصَا وَغَيْرُ ذٰلِكَ.

اَلْـخَاتِمَةُ : اَلْفِيْلُ حَيَوَانٌ نَافِعٌ لِلإِنْسَانِ وَلِهٰذِهِ الْبِيْئَةِ . فَعَلٰى كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ لَايُؤْذِيْ هٰذَا الْحَيْوَانَ عَبَثًا.

٣- وَاجِبَاتُ الطُّلاَّبِ

اَلْمُقَدِّمَةُ : اَلطُّلاَّبُ هُمُ الَّذِيْنَ يَشْتَغِلُوْنَ بِتَحْصِيْلِ الْعُلُوْمِ فِى الْمَعَاهِدِ وَالْمَدَارِسِ ، وَهِيَ كَلِمَةُ جَمْعٍ مُفْرَدُهَا الطَّالِبُ.

وَاجِبَاتُ الطُّلاَّبِ إِلٰى نَفْسِهِ : يَجِبُ عَلَى طُلاَّبِ الْعِلْمِ أَنْ يَطْلُبُوْا الْعِلْمَ بِالْجِدِّ وَالْجُهْدِ، وَهُوَ أَهَمُّ وَاجِبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَعْمَلُوْا حَسْبَ عِلْمِهِمْ وَأَنْ يَهْتَمُّوْا بِالْأَوْقَاتِ وَعَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يُضَيِّعُوْا أَوْقَاتَهُمْ فِيْ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، وَأَنْ يَحْضُرُوْا الْمَدْرَسَةَ دَائِمًا وَأَنْ يُؤَدُّوا الْوَاجِبَ الْمَنْزِلِيَّ وَأَنْ يَسْتَيْقِظُوا صَبَاحًا، وَيَعْمَلُوْا الأَعْمَالَ الصَّبَاحِيَّةَ وَاَنْ يَتَّصِفُوْا بِالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَيَجْتَنِبُوْا عَنِ الْأَوْصَافِ الرَّذِيْلَةِ وَأَنْ يُطَالِعُوْا الْكُتُبَ النَّافِعَةَ .

وَاجِبَاتُ الطُّلاَّبِ نَحْوَ أَسَاتِذَتِهِمْ : يَجِبُ عَلٰى كُلِّ طَالِبٍ أَنْ يُطِيْعَ الأَسَاتِذَةَ مِنْ جَمِيْعِ جَوَانِبِ الْعِلْمِ حَتّٰى يَحْصِلُوْهَا .

اَلطُّلاَّبُ فِيْ أَدَابِ الصِّحَّةِ : صِحَّةُ الْقَلْبِ مَوْقُوْفَةٌ عَلٰى صِحَّةِ الْجَسَدِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ. وَلِلإِسْتِقَامَةِ فِيْ مُذَاكَرَةِ الدُّرُوْسِ يَحْتَاجُ الطُّلاَّبُ إِلى صِحَّةِ الْجَسَدِ. فَلِذٰلِكَ يَنْبَغِيْ لِلطُّلاَّبِ أَنْ يَحْفَظُوْا أَجْسَادَهُمْ وَأَنْ يَمْتَثِلُوْا أَدَابَ الصِّحَّةِ.

اَلْخَاتِمَةُ : فَرَائِضُ الطُّلاَّبِ وَوَاجِبَاتُهُمْ كَثِيْرَةٌ. فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَهْتَمُّوْا بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَطْلُبُوْا مَا يَنْفَعُهُمْ وَيَتْرُكُوْا مَا يَضُرُّهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ.

٤- اَلْمَدْرَسَةُ

اَلْمُقَدِّمَةُ : اَلْمَدْرَسَةُ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِيْ يُدَرَّسُ فِيْهِ . وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلٰى قِسْمَيْنِ فِيْ بِلَادِنا. الْمَدَارِسُ الْعَامَّةُ وَالْمَدَارِسُ الإِسْلَامِيَّةُ .

تَعْرِيْفُ الْمَدْرَسَةِ : اَلْمَدْرَسَةُ فِي اللُّغَةِ مَكَانُ الدَّرْسِ وَفِي الاِصْطِلَاحِ الْمَدْرَسَةُ هو الْمَكَانُ الَّذِيْ تُدَرَّسُ فِيْهِ الْعُلُوْمُ الدِّيْنِيَّةُ وَالْفُنُوْنُ الْمُخْتَلِفَةُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَتَفْسِيْرِهِ وَالْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ وَالْفِقْهِ وَأُصُوْلِهِ وَالْعَقَائِدِ الإِسْلَامِيَةِ وَاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْمَنْطِقِ وَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالتَّارِيْخِ وَمَا إِلٰى ذٰلِكَ .

تَارِيْخُ الْمَدْرَسَةِ فِيْ الإِسْلاَمِ : أَوَّلُ مَدْرَسَةٍ أُسِّسَتْ فِيْ تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ هِيَ الَّتِي أَقَامَهَا النَّبِي (ﷺ) فِيْ دَارِ الأَرْقَمْ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ ثُمَّ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ. وتُبْنَي الْمَدَارِسُ لِلتَّعْلِيْمِ وَلِطَلَبِ الْعِلْمِ، وَهٰذَا بِنَاءاً عَلَي قَوْلِ رَسُوْلِنَا (ﷺ) "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" إِذْ تَحْصِيْلُ الْعِلْمِ مُتَعَسِّرٌ بِدُوْنِ الْمَدْرَسَةِ وَالْمَعْهَد .

أَقْسَامُ الْمَدْرَسَةِ : اَلْمَدَارِسُ الإِسْلاَمِيَّةُ فِي بَنْغَلاَدِيْش لَهَا أَقْسَامٌ، اَلْمَدْرَسَةُ الْحُكُوْمِيَّةُ وَالْمَدْرَسَةُ غَيْرُ الْحُكُوْمِيَّةِ وَالْمَدْرَسَةُ الْقَوْمِيَّةُ . فَالْمَدْرَسَةُ الْحُكُوْمِيَّةُ هِيَ الَّتِي تُشْرِفُ عَلَيْهَا الْحُكُوْمَةُ تَمَامًا. وَالْمَدْرَسَةُ غَيْرُ الْحُكُوْمِيَّةِ هِيَ الَّتِي تُسَاعِدُهَا الْحُكُوْمَةُ بَعْضَ الْمُسَاعَدَةِ . وَالْمَدْرَسَةُ الْقَوْمِيَّةُ هِيَ الَّتِي تَقُوْمُ بِمُسَاعِدَةِ الْمُحْسِنِيْنَ الْمُوَاطِنِيْنَ .

أَهَمِّيَّةُ الْمَدَارِسِ : لِلْمَدَارِسِ الإِسْلاَمِيَّةِ أَهَمِّيَّةٌ كَثِيْرَةٌ فِي حَياةِ الْمُسْلِمِيْنَ لِنَشْرِ الْعُلُوْمِ الدِّيْنِيَّةِ وَتَعْلِيْمِ اللُّغَةِ الْعَرِبِيَّةِ . هِىَ مَرْكَزُ النَّصِيْحَةِ وَالْهِدَايَةِ . يَخْرُجُ مِنْهَا الدُّعَاةُ إِلَى اللهِ . وَهِيَ تُرَبِّي أَوْلاَدَ الْمُسْلِمِيْنَ تَرْبِيَةً إِسْلاَمِيَّةً وَتُثَقِّفُهُمْ بِالثَّقَافَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ . وَهِىَ مَنْبَعُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ وَمَصْدَرُ الْوَحْيِ .

اَلْخَاتِمَةُ : اَلْمَدْرَسَةُ لَهَا فَوَائِدُ شَتَّى . فَعَلَى كُلِّ مُوَاطِنِي الْبِلاَدِ أَنْ يُسَاعِدُوْا الْمَدَارِسَ الإِسْلاَمِيَّةَ مَادِيًّا وَمَعْنَوِيًّا. وَأَن يُرْسِلُوْا أَوْلاَدَهُمْ لِطَلَبِ الْعِلْمِ الدِّيْنِيِّ وَالدُّنْيَوِيِّ.

٥- اَلاِتِّحَادُ

اَلتَّمْهِيْدُ : اَلْإِسْلاَمُ أَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِالاِتِّحَادِ. دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى (وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا).

تَعْرِيْفُ الاِتِّحَادِ : اَلاِتِّحَادُ قُوَّةٌ عَظِيْمَةٌ. وَهُوَ سَبَبُ الْفَلاَحِ وَالنَّجَاحِ. وَهُوَ وَسِيْلَةُ التَّقَدُّمِ وَذَرِيْعَةُ الْمَجْدِ. وَذٰلِكَ لِأَنَّ حُصُوْلَ الأُمُوْرِ الْعَظِيْمَةِ يُمْكِنُ بِالاِتِّفَاقِ بِسُهُوْلَةٍ، عَمَلُ النَّحْلِ دَلِيْلٌ عَلَى ذٰلِكَ. وَلِهٰذَا قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) "يَدُ اللهِ عَلَي الْجَمَاعَةِ" وَأَيْضًا قَالَ "الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ".

أَهْمِيَةُ الْاِتِّحَادِ : وَلِلْاِتِّحَادِ أَهَمِّيَّةٌ كَبِيْرَةٌ فِيْ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ. لِهٰذَا أَمَرَنَا اللهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ بِالْاِتِّحَادِ وَالْاِتِّفَاقِ وَنَهَانَا عَنِ الْاِفْتِرَاقِ وَالتَّبَاعُدِ وَالْاِخْتِلَافِ. حَيْثُ قَالَ تَعَالٰى (وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا) . فَالْاِتِّحَادُ هُوَ أَمْرٌ لاَزِمٌ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ. وَهُوَ سَبَبُ قُوَّةِ الْقَوْمِ. وَالْاِخْتِلاَفُ سَبَبُ هَلاَكِهِمْ. مَثَلاً غُصْنٌ وَاحِدٌ يُمْكِنُ كَسْرُهُ بِقُوَّةٍ يَسِيْرَةٍ وَلٰكِنَّ إِذَا اِجْتَمَعَ الْأَغْصَانُ لاَ يُمْكِنُ كَسْرُهَا بِقُوَّةٍ شَدِيْدَةٍ .

مَبَادِي الْاِتِّحَادِ : إِنَّ مَبَادِيَ الْاِتِّفَاقِ هِيَ الْإِيْثَارُ وَالْمُوَاسَاةُ وَالْمُؤَاخَاةُ وَالتَّحَابُبُ وَالتَّعَاوُنُ وَالتَّرَاحُمُ . وَبِدُوْنِ هٰذِهِ الْمَبَادِي لاَ يَبْقَى الْاِتِّحَادُ وَالْاِتِّفَاقُ . قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) «مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى ».

قُوَّةُ الْاِتِّحَادِ : إِنَّ الْاِتِّحَادَ قُوَّةٌ عَظِيْمَةٌ كَمَا قَالَ فِيْ ضَرْبِ الْمَثَلِ ، خَيْطٌ وَاحِدٌ يُمْكِنُ قَطْعَهُ بِجَرٍّ يَسِيْرٍ وَلٰكِنْ إِذَا اِجْتَمَعَ الْخُيُوْطُ لاَ يُمْكِنُ قَطْعُهَا بِجَرٍّ قَوِيٍّ .

هَدَّامَةُ الْاِتِّحَادِ : اَلْأَشْيَاءُ الَّتِي تُهْدِمُ الْاِتِّفَاقَ وَتُمَزِّقُ الْجَمَاعَةَ هِيَ عَدَمُ إِطَاعَةِ الْأَمِيْرِ وَالْإِمَامِ وَالْأَكَابِرِ وَسُوْءُ الظَّنِّ وَالْحَسَدُ وَالْبُغْضُ وَالْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالتَّجَسُّسُ وَغَيْرُ ذٰلِكَ. فَلِذَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْتَنِبَ عَنْهَا كُلَّ الْاِجْتِنَابِ.

اَلْخَاتِمَةُ : عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ يَتَفَرَّقَ . قَالَ عُمَرُ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "لاَ إِسْلاَمَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِالطَّاعَةِ وَلاَ طَاعَةَ إِلاَّ بِالْإِمَارَاتِ.

٦- قِيْمَةُ الْوَقْتِ

اَلْمُقَدِّمَةُ : حَيَاةُ الْإِنْسَانِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْوَقْتِ الْمَحْدُوْدِ. إِذَا اسْتَشْعَرَ بِقِيْمَتِهِ اِسْتَخْدَمَهُ اِسْتِخْدَامًا جَيِّدًا وَيَنْجَحُ بِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ وَإِلَّا لَهُ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

اَلْمُرَادُ بِقِيْمَةِ الْوَقْتِ : اَلْمُرَادُ بِالْوَقْتِ هُوَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَاةِ وَكُلَّ حِيْنٍ مِنْ عُمْرِهِ. وَالْمُرَادُ بِقِيْمَةِ الْوَقْتِ قَدْرُهُ وَعَدَمُ ضَيْعِهِ.

أَهَمِّيَّتُه مِنَ الأَشْيَاءِ الْغَالِيَةِ الَّتِيْ تُوْجَدُهَا الْإِنْسَان فِي الْحَيَاةِ مِنْ أَعْظَمِهَا وأثمنها وأَهَمِهَا الوَقْت. فالإنسان ينجح في حياته باستغلال الوقت اِسْتِغْلَالًا حَسَنًا وَيَخْسِرُ فِيْ حَيَاتِهِ لِعَدَمِ اسْتِغْلَالِهِ وَتَضْيِيْعِهِ عَبَثًا. وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى يَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَيَاتِهِ أَيْ كُلَّ حِيْنٍ مِنْ عُمْرِهِ يَوْمَ الْحِسَابِ. لِذَا قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) اِغْتَنِمْ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ.

كَيْفَ يُسْتَخْدَمُ الْوَقْتُ : عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَسْتَخْدِمَ وَقْتَهُ استخداما صَحِيْحًا. فَلَا يُضِيْعُ وَقْتَهُ بِدُوْنِ عَمَلٍ. بَلْ عَلَيْهِ اَنْ يُوَزِّعَ وَقْتَه لِلنَّوْمِ بَعْضُهَا وَلِلْعِبَادَاتِ بَعْضُهَا وَلِكَسْبِ الْمَالِ الْحَلَالِ بَعْضُهَا وَلِلنُّزْهَةِ بَعْضُهَا وَلِتَحْصِيْلِ الْعُلُوْمِ بَعْضُهَا. وَعَلَى كُلِّ طَالِبٍ أَنْ لَايَتْرُكَ عَمَلَ الْيَوْمِ لِلْغَدِّ بَلْ يَتِمُّ كُلَّ عَمَلٍ فِي وَقْتِه. فَيُوَزِّعَ لِلْمُذَاكَرَةِ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ وَبَعْضَهَا لِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ الْخَارِجِيَّةِ وَالْجَرَائِدَ وَبَعْضَهَا لِلْأَكْلِ وَالْغُسْلِ. عَلَى كُلِّ حَالٍ كُلُّ عَمَلٍ أَنْ يُعْمَلَ فِيْ وَقْتِهِ الْمُنَاسِبِ وَلَا يُضِيْعُه.

اَلْخَاتِمَةُ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْأَوْقَاتَ اِسْتِخْدَامًا صَحِيْحًا. لِأَنَّ الْفَلَاحَ مَوْقُوْفٌ عَلَى اِسْتِخْدَامِ الْأَوْقَاتِ صَحِيْحًا.

শিক্ষক নির্দেশিকা

আরবি একটি বিদেশী ভাষা। মুসলমানদের জন্য এ ভাষা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড দাখিল স্তরের প্রতিটি শ্রেণিতে আরবি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। আর যেকোন ভাষায় পান্ডিত্য অর্জনের জন্য ঐ ভাষার ব্যাকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যে দাখিল স্তরের قَوَاعِدُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ যাবৎ দাখিল স্তরের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কোন সুনির্দিষ্ট কারিকুলাম না থাকায় আরবি কাওয়াইদ শেখানোর জন্য নাহু এবং সারফ এর বিভিন্ন বই পাঠ্যবইয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন শিক্ষকের জন্য তা থেকে শ্রেণি উপযোগী অংশ বাছাই করে পাঠদান করা বাস্তবসম্মত ছিল না বিধায় এক একটি মাদ্রাসার পাঠদান ছিল অন্যটি থেকে আলাদা। তাই দেশের শিক্ষার্থীদের অভিন্ন قَوَاعِدُ শেখানোর জন্য যথার্থ পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমান কারিকুলাম অনুযায়ী বইটি লেখা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে আরবি قَوَاعِدُ-এর মৌলিক বিষয়গুলি সংযোজনপূর্বক বইটি পাঁচটি ইউনিট; (ক) اَلصَّرْفُ (খ) اَلنَّحْوُ (গ) اَلتَّرْجَمَةُ (ঘ) اَلطَّلَبُ وَالرِّسَالَةُ (ঙ) اَلْإِنْشَاءُ-এ বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষাবর্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ বইটি পাঠদান করা একজন শিক্ষকের দায়িত্ব।

বইটি রচনার ক্ষেত্রে আমরা দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ 'আরবি কাওয়াইদ' বইয়ের সহায়তা নিয়েছি। তন্মধ্যে হেদায়াতুন্নাহু, মাবাদিউল আরাবিয়্যাহ, আননাহউল ওয়াজীফী, মুযাক্কিরাতুন ফীন নাহবি ওয়াস সারফি ও ইনশাউত তালামীয সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বইটিতে কুরআন ও হাদীস থেকে উদাহরণ গ্রহণসহ গঠনমূলক উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে। বইটি সহজ বাংলা ভাষায় রচনা করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক আরবি চর্চার ব্যাপক সুযোগ পায়। অনুশীলনীতে চিন্তন, অনুধাবন, প্রয়োগ, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দক্ষতার ব্যবহার রাখা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র মুখস্থ নির্ভর পড়াশুনায় অভ্যস্থ না হয়ে বুঝার প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

বইটি পাঠদানের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোতে যত্নবান হবেন –

* সর্বপ্রথম সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি ভালভাবে পড়ে নিবেন।

* বছরের শুরুতেই বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পড়বেন।

* বইটিতে মোট পাঁচটি বাব বা অধ্যায় রয়েছে। ছরফ, নাহু, অনুবাদ, চিঠি ও আবেদন পত্র এবং ইনশা। প্রত্যেক সেমিষ্টারে ৫টি বাব থেকে যৌক্তিক অংশ পাঠদান করার জন্য বছরের শুরু থেকেই পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করে পাঠদান করতে হবে।

* ছরফের ক্লাসে তাহকীক এবং নাহু ও অনুবাদের ক্লাসে সাধ্যমত তারকীবের গুরুত্ব দেবেন।

* শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবেন। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মুখস্ত করাবেন।

* কাওয়াইদ অংশের প্রত্যেকটি পাঠ পড়ানোর জন্য প্রথমত উদাহরণগুলো এমনভাবে বুঝাবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত কাওয়াইদ সহজে চিনতে ও বুঝতে পারে। অতঃপর কাওয়াইদ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে সাধ্যমত বইয়ে প্রদত্ত উদাহরণের বাইরেও উদাহরণ বোর্ডে লিখে বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

* নিয়ম (قاعـدة) বুঝানো ও আলোচনার পর শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে উদাহরণ পেশ করতে বলবেন।

* এমন কিছু বাড়ির কাজ দেবেন যাতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবন করার মত দক্ষতা তৈরি হয়।

* কুরআন ও হাদীসের উদাহরণ ব্যবহার করার প্রতি অভ্যাস তৈরি করতে সচেষ্ট হবেন।

* শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ক্লাস ওয়ার্ক ও হোম ওয়ার্ক দেবেন যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ সম্পাদন করে।

* বেশি বেশি ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সহজভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন।

* আরবি ব্যাকরণ এর ক্লাসে মাঝে মধ্যে আরবি ভাষার বই ব্যবহার করবেন এবং তা থেকে নির্দিষ্ট قاعدة বের করতে বলবেন।

* শিক্ষার্থীদের উৎসাহদান করে পড়াবেন।

تمت بالخير

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল অষ্টম–কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

সকল জ্ঞানীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন।

–আল কুরআন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত।